আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

ডেলাইট সেভিং শুরু রোববার



বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: আসছে সামার অর্থাৎ গ্রীষ্মকাল। আগামী রোববার ১৪ মার্চ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে শুরু হচ্ছে ডেলাইট সেভিং। এদিন **(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)**

সাপ্তাহিক
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
বর্ষ ২৫ || সংখ্যা ২৪ || সোমবার || ফাল্গুন ২৩ || ১৪২৭ || রজব ২৪ || ১৪৪২ || Vol. 25 || Issue 23 || 8 March || 2021 || USA. **FREE** in NY, Other State $1

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

সিনেটে ১.৯ ট্রিলিয়ন ডলারের স্টিমুলাস বিল পাস

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: কোভিড-১৯ মহামারি মোকাবিলায় প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন সরকারের আনা ১ দশমিক ৯ ট্রিলিয়ন ডলারের কোভিড-১৯ বিল সিনেটে পাস হয়েছে। শনিবার আনা এই বিল ৫০ ভোটে পাস হয়। এতে বিপক্ষে ভোট পড়ে ৪৯টি। বিলটি এখন অনুমোদনের জন্য প্রতিনিধি পরিষদে যাবে। সেখানেও বিলটি পাস হবে বলে প্রত্যাশা বাইডেন প্রশাসনের। কোভিডে ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তায় বাইডেন এই বিল আনেন। এক বিবৃতিতে বাইডেন জানান, পরিকল্পনার আওতায় এ মাসেই আমেরিকান নাগরিকদের হাতে সহায়তা চেক দেওয়া হবে। আশা করা যাচ্ছে, দ্রুত এই বিলে সই করা যাবে। এ পরিকল্পনা অনুযায়ী কোভিডের কারণে আর্থিক সংকটে থাকা মার্কিন পরিবারগুলো এককালীন ১ হাজার ৪০০ ডলার করে পাবেন। এ খাতে বরাদ্দ হবে ১ লাখ কোটি ডলার। এ ছাড়া করোনা মহামারি মোকাবিলায় ৪১ হাজার ৫০০ কোটি ডলার এবং ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য দেওয়া হবে ৪৪ হাজার কোটি ডলার।

ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের প্রতিবেদন

অর্থনীতিতে 'বুল কেস' হয়ে উঠছে বাংলাদেশ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: দক্ষিণ এশিয়ার অর্থনীতিতে 'বুল কেস' হয়ে উঠছে বাংলাদেশ। গত সপ্তাহে বাংলাদেশের অর্থনীতি বড় এক সফলতা অর্জন করেছে। জাতিসংঘের কমিটি ফর ডেভেলপমেন্ট পলিসি সুপারিশ করেছে যে, বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত **(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)**

ডাবের পানি খেলে কী হবে?

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: গরমের সময় তৃষ্ণা মেটাতে আমরা নানা ধরনের পানীয় পান করে **(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)**

বিশ্বে করোনায় মৃত্যু প্রায় ২৬ লাখ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: সারাবিশ্বে এখন পর্যন্ত করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হিসেবে শনাক্ত হয়েছে ১১ কোটি ৭০ লাখ ৬৮ হাজার আটশ নয়জন এবং মারা গেছে ২৫ লাখ ৯৯ হাজার একশ ৯৮ জন। বিশ্বে করোনায় আক্রান্তদের মধ্যে সুস্থ হয়ে গেছে ৯ কোটি ২৬ লাখ ৪৫ হাজার সাতশ ৮৫ জন এবং বর্তমানে আক্রান্ত অবস্থায় **(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)**

বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধা



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ঐতিহাসিক ৭ মার্চ উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গত রোববার সকাল **(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)**

সীমান্তে ১ লাখ অভিবাসীকে আটক



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: মেক্সিকো থেকে যুক্তরাষ্ট্রমুখী অভিবাসীদের স্রোত বাড়ছেই। গত ফেব্রুয়ারী মাসে যুক্তরাষ্ট্র-মেক্সিকো সীমান্তে এক লাখ অভিবাসীকে আটক করেছে যুক্তরাষ্ট্রের সীমান্তরক্ষী বাহিনী। শনিবার (৬ মার্চ) বিশেষ সূত্রের বরাতে এ খবর দিয়েছে বার্তাসংস্থা রয়টার্স। খবরে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তে বাড়তে থাকা অভিবাসী স্রোতের এ বিষয়টি আগে প্রকাশ করা হয়নি। ২০০৬ সালের পর এটাই একমাসে সর্বোচ্চ অভিবাসী আটকের ঘটনা। নাম প্রকাশ না **(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)**

যুক্তরাষ্ট্রে ৩০ হাজার ওয়েবসাইটে চীনের হামলা!

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাপক আকারে সাইবার হামলা চালিয়েছে চীনকেন্দ্রিক কিছু হ্যাকার। এরা অন্তত ৩০ হাজার প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে অনুপ্রবেশ করে তথ্য চুরি ও নষ্ট করেছে। শনিবার (৬ মার্চ) এসব কথা জানিয়েছে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম ইকোনমিক টাইমস। যুক্তরাষ্ট্রের অভিযোগ, **(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)**

বিয়ের আসরে কাঁদতে কাঁদতেই প্রাণ গেল কনের

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বিয়ের পর বাবার বাড়ির চিরচেনা পরিবেশ ছেড়ে রীতি মেনে শ্বশুরবাড়ি যেতে হয় মেয়েদের। আর নিজের বাড়ি ছেড়ে শ্বশুরবাড়ির দিকে পা বাড়ানোর সময় কনের কান্নায় ভেঙে পড়ার ঘটনা খুবই পরিচিত। কিন্তু এই অতিপরিচিত ঘটনায় ভারতের ওড়িশার **(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)**

গোরম্যান এখন সন্দেহভাজন!

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের শপথ অনুষ্ঠানে কবিতা পাঠ করে ব্যাপকভাবে আলোচিত হওয়া ২২ বছর বয়সী কবি অ্যামান্ডা গোরম্যানকে তাঁর অ্যাপার্টমেন্টের **(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)**

ছেলে সহ ট্রাম্পের বিরুদ্ধে মামলা



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ক্যাপিটল হিল কাণ্ডে সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও তার ছেলে ডোনাল্ড ট্রাম্প জুনিয়রের বিরুদ্ধে মামলা **(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)**

APOLLO INSURANCE BROKERAGE INC.
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
BASE NO. B03152
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Avenue, Astoria, NY 11106
Tel : 718-472-9800 Fax : 718-472-9801
Email: apollobrokerageinc@gmail.com exitluxuryinc@gmail.com Website: www.exitluxuryinc.com

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
সারা বছর জুড়ে একাউন্টিং সার্ভিসেস
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
আই আর এস এবং স্টেট অডিট সমাধান
পে-রোল এবং বুককিপিং
আপনার ট্যাক্স ফাইল একজন সিপিএ দিয়ে করুন
আহাদ আলী, সিপিএ
Tel: (929)371-9915 | info@ahadandco.com
2153 Westchester Ave Suite 200, Bronx, NY 10462
47-01 Van Dam Street Long Island City, NY 11101

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
আমরা IATA
Digital One Travel
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা ARC
সবচেয়ে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
7305 37th Road, Jackson Heights, NY 11372
Email: digitalonetravel@gmail.com (কাবাব কিং এর পার্শ্বে, ডাইভারসিটি প্লাজা)
Phone: 917-396-4140, 917-592-7828
আমেরিকার যে কোন ট্রেট থেকে বাংলাদেশে যাওয়ার জন্য ইন্টারনেটের চাইতে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
সুপার সেল $689+
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

CENTURY 21 AMERICAN HOMES
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-446-1300
F: 718-452-2152
khanf04@yahoo.com
c21amhomes.com
76-26 Broadway, Elmhurst, NY 11373
Ferdous Khan
Real Estate Licensed Sales Assoricate

CORE CREDIT REPAIR
www.cmscreditsolutions.com
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন ?
ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না ? তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন।
Late Payments
Tax Liens
Charge Offs
Garnishment
Inquiries
Collections
Call us: 646-775-7008
Mohammed A Kashem
Credit Consultant
37-53, 72nd Street, Suite # 1
Jackson Heights, NY 11372
Email: info@cmscreditsolutions.com

SUNNATI HAJJ & UMRAH GROUP
Haji trusted since 2000
IATA
All Air Tickets Visa Services
SAUDIA EMIRATES ETIHAD KUWAIT QATAR
Peace Tour
Tel: 718-739-3189
Cell: 347-527-6276, 347-750-3909
87-26, 175 Street, Apt. #1A, Jamaica, NY 11432
Email: sunnatihajj@gmail.com
Web: www.hajjmakkah.com

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

আপনি কি সপ্তাহে ২,০০০ ডলার আয় করতে চান?
লারনার পারমিট, রোড টেস্ট এবং টিএলসি পরীক্ষা দিয়ে বার বার ব্যর্থ হয়েছেন?
তাহলে আজই যোগাযোগ করুন
6 WEEKS DDS
5 WEEKS CLASS
R & R Driving School
471 McDonald Avenue (Basment), Brooklyn, 347-836-1279
(মহিলাদের জন্য মহিলা প্রশিক্ষক দ্বারা ড্রাইভিং শিখানোর ব্যবস্থা আছে)

স্বল্পমূল্যে Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
(বিস্তারিত সেখুন ৯ পাতায়)
KABIR CHOWDHURRY
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372

www.banglapatrikausa.com

BANGLA HOME CARE
BANGLA CDPAP SERVICES

LOVE WITH CARE IS HUMANITY"

বাঙালীর জন্যে বাঙালীর সেবা, মানুষ মানুষের জন্যে



Corporate Office
72-26 BROADWAY (2ND FL.)
JACKSON HEIGHTS, NY 11372

WE ARE HIRING HHA
HHA CERTIFICATE CLASS AVAILABLE

HHA সার্টিফিকেট এর মাধ্যমে আপনি ঘরে-বাইরে
যে কোন রোগীকে স্বাস্থ্য-সেবা দিতে পারেন।

- Highest Rate • Home Care Services
- CDPAP Services • MLTC Related Supports
- Medicaid Apply, Renewal & Code Removal



BROOKLYN OFFICE : 518 McDONALD AVENUE, BROOKLYN, NY 11218

FOR MORE INFO

718-708-9751 | 646-769-0966 | 718-415-3924 | 718-629-7169
718-414-7210 | 718-500-2388

E-MAIL: BANGLACDPAP.CLIENTS@GMAIL.COM

বাংলা পত্রিকা
৩-এর পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika
The Weekly Bangla Patrika // Monday // March 8 // 2021

ম্যানহাটান বাংলা-সাংস্কৃতিক স্কুলের ভার্চুয়াল সম্মিলন ও শিশু -কিশোর পারফরমেন্স অনুষ্ঠিত

আশরাফ হাসান: আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে ম্যানহাটান বাংলা-সাংস্কৃতিক স্কুলের ভার্চুয়াল সম্মিলন ও শিশু-কিশোর পারফরমেন্স অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৮ ফেব্রুয়ারী বিপুল সংখ্যক অভিভাবক, শিক্ষার্থী, শুভানুধ্যায়ীদের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা ও চিকিৎসক, পেনসেলভিনিয়া ডেক্সেল ইউনিভারসিটির এমিরেট অধ্যাপক ডা. জিয়া উদ্দিন (বাকি অংশ ২৯ পাতায়)

২৬ মার্চ মুক্তি পাচ্ছে সঙ্গীত-চিত্র ‘ফিরে এসো বঙ্গবন্ধু’

স্বীকৃতি বড়ুয়াঃ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদের টাইটল স্পন্সরশিপে, যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ায় ‘এইচডি বাংলা’ (hdbangla.com) টেলিভিশনের উদ্যোগে এবং সার্বিক তত্ত্বাবধানে এই প্রথম বাংলাদেশ, ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের জনপ্রিয় কণ্ঠ তারকাদের নিয়ে আগামী ২৬ মার্চ ২০২১-এ মুক্তি পেতে যাচ্ছে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে সঙ্গীত-চিত্র ‘ফিরে এসো বঙ্গবন্ধু’ ।

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদের পক্ষে সভাপতি একুশে পদকপ্রাপ্ত লেখক ও বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. নুরুন নবী এবং ক্যালিফোর্নিয়ায় ‘এইচডি বাংলা’ টেলিভিশনের পক্ষ থেকে সভাপতি ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সাইফুর রহমান ওসমানী জিতু’র মধ্যে ফিরে এসো বঙ্গবন্ধু সঙ্গীত-চিত্রটি নির্মাণে এক আনুষ্ঠানিক চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়।

যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভাপতি ড. নুরুন নবী ক্যালিফোর্নিয়ার ‘এইচডি বাংলা’ সংস্থাকে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালী ‘জাতির জনক’ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে নির্মিত ‘ফিরে এসো বঙ্গবন্ধু’ সঙ্গীত চিত্রটি তৈরি এবং প্রকাশের জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদ এবং সংগঠনের অন্যান্য অঙ্গরাজ্যের পরিষদ যথা ক্যালিফোর্নিয়া, জর্জিয়া, ম্যাসাচুসেটস, পেনসিলভেনিয়া, বৃহত্তর ওয়াশিংটন ডিসি, মিশিগান, সাউথ নিউজার্সী এবং ফ্লোরিডা ‘ফিরে এসো বঙ্গবন্ধু’ সঙ্গীত চিত্র প্রকাশের একমাত্র টাইটল স্পন্সর হতে পেরে আমরা আনন্দিত ও গর্বিত। ড. নবী আরও বলেন এই সঙ্গীত চিত্রের মাধ্যমে আমরা বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে যুক্তরাষ্ট্র তথা সারা বিশ্বে নতুন প্রজন্মের মাঝে উপস্থাপন করতে পারব।

ড. নূরান নবী ‘ফিরে এসো বঙ্গবন্ধু’ সঙ্গীত-চিত্র সম্পর্কে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করে বলেন প্রবাসের মাটিতে আমাদের অনেক সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও মুজিব শতবর্ষ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে ‘ফিরে এসো বঙ্গবন্ধু’ সঙ্গীত চিত্রটি হবে বঙ্গবন্ধুর প্রতি আমাদের জন্য- এ এক নতুন ভিন্নধর্মী অনন্য উপহার ও শ্রদ্ধাঞ্জলি।

‘এইচডি বাংলা’র নির্বাহী কর্মকর্তা সাইফুর রহমান ওসমানী জিতু বলেন, এই প্রথম ৩টি দেশের সমন্বয়ে সেরা কণ্ঠ তারকারা এতে অংশ নিচ্ছেন। যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসী বাঙালীদের পক্ষ থেকে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে পেরে আমরা গর্বিত। এই প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন ‘ফিরে এসো বঙ্গবন্ধু’ সঙ্গীত চিত্র নির্মাণ প্রকল্পে টাইটেল স্পন্সার হিসেবে স্বাধীনতার স্বপক্ষের শক্তি যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভাপতি ড. নূরন নবী এবং প্রকল্পের মূল-সমন্বয়কারী যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদের ক্যালিফোর্নিয়া শাখার সাধারণ সম্পাদক রানা হাসান মাহমুদের একনিষ্ঠ সহযোগীতা এই প্রকল্প বাস্তবায়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন।

‘ফিরে এসো বঙ্গবন্ধু‘ গানটি লিখেছেন কলকাতার স্বনামধন্য গীতিকার শুভদ্বীপ চক্রবর্তী এবং গানটির সুরকার কলকাতার জনপ্রিয় সঙ্গীত পরিচালক চিরন্তন ব্যানার্জি। গীতিকার শুভদ্বীপ চক্রবর্তী এবং সঙ্গীত পরিচালক চিরন্তন ব্যানার্জি দু’জনেই দীর্ঘদিন ধরে কলকাতায় বঙ্গবন্ধুর ওপর গবেষণা, গান রচনা, সুর এবং বেশ কিছু সঙ্গীতচিত্র নির্মান করে কলকাতা এবং বাংলাদেশে বহুল প্রশংসিত হয়েছেন। ‘ফিরে এসো বঙ্গবন্ধু’ সঙ্গীত চিত্রটি চিত্রায়িত হচ্ছে বাংলাদেশ, কলকাতা এবং যুক্তরাষ্ট্রের লস এঞ্জেলেস ও নি-উইয়র্ক শহরে।

যুক্তরাষ্ট্রে নির্মানাধীন এই সঙ্গীত চিত্রে অংশগ্রহণকারী প্রবাসী তারকাদের মধ্যে রয়েছেন- নিউইয়র্ক থেকে জনপ্রিয় কণ্ঠ শিল্পী তনিমা হাদী ও লস এঞ্জেলেস থেকে মারভীন অধিকারী রূপম। ভারতের কলকাতা থেকে অংশগ্রহনকারী কণ্ঠশিল্পীদের মধ্যে রয়েছেন ২০১৭ শ্রেষ্ঠ মহিলা নেপথ্য কণ্ঠশিল্পী বিভাগে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত কণ্ঠ তারকা ইমন চক্রবর্তী, জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী রাঘব চ্যাটার্জি এবং ‘ফিরে এসো বঙ্গবন্ধু’র সুরকার চিরন্তন ব্যানার্জি ও এইগানের গীতিকার শুভদ্বীপ চক্রবর্তী।

বাংলাদেশ থেকে নির্বাচিত কণ্ঠ তারকাদের মধ্যে অংশ নিচ্ছেন পাঁচবার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার এবং একুশে পদক প্রাপ্ত জনপ্রিয় কণ্ঠতারকা সৈয়দ আব্দুল হাদী, ২০০৬ সালের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রাপ্ত জনপ্রিয় কণ্ঠতারকা সামিনা চৌধুরী, ১৯৭২ সালে বাংলা পপ-রক গানের পথিকৃত ‘স্পন্দন শিল্পী গোষ্ঠী’র প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের দ্বিতীয় প্রজন্মের সন্তানদের দ্বারা গঠিত বর্তমানে সবচেয়ে আলোচিত ব্যান্ড ‘স্পন্দন’ এবং নতুন প্রজন্মের বর্তমান জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী এ.পি. শুভ। স্পন্দনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য কাজী হাবলুর নেতৃত্বে এ নতুন ব্যান্ডের সদস্যদের মধ্যে রয়েছেঃ প্রয়াত ফিরোজ সাঁইয়ের তিন ছেলে রেজওয়ান ফিরোজ, রাইহান ফিরোজ, রেদওয়ান ফিরোজ এবং কাজী হাবলুর ছেলে কাজী আনান।

ঢাকায় ‘স্পন্দন’র কর্মাধক্ষ্য কাজী হাবলুর তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশের অংশগ্রহনকারী শিল্পীদের কণ্ঠ ধারন ও ভিডিও চিত্রগ্রহণ, যুক্তরাষ্ট্রের নিউজার্সীর আর্ট ল্যাব মিডিয়া প্রডাকশনের রাজীব রাসেল এবং ক্যালিফোর্নিয়ার লস এঞ্জেলেস শহরে মারভীন অধিকারী রূপম ‘ফিরে এসো বঙ্গবন্ধু’ কণ্ঠ ও সঙ্গীত চিত্রের ধারণ করা হবে। কলকাতার আপটেম্পু স্টুডিওতে ‘ফিরে এসে বঙ্গবন্ধু’ সঙ্গীত চিত্রের সুরকার চিরন্তন ব্যানার্জি ও শুভদ্বীপ চক্রবর্তীর যৌথ তত্তাবধানে পোস্ট প্রোডাকশনের কাজ সম্পন্ন করা হবে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে আগামী ২৬ মার্চ ‘ফিরে এসো বঙ্গবন্ধু’ সঙ্গীত চিত্রটি বাংলাদেশের বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেল, ফেইসবুক, ইউটিউব, রকু টিভি, মোবাইল ফোন, আইওএস, এন্ডরয়েড এ্যপস, hdbangla.com ওয়েবসাইট-সহ যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা, ইউরোপ সহ বিশ্বের বিভিন্ন ডিজিটাল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে প্রচার করা হবে।



বাংলাদেশী ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যান্ড আর্কিটেক্টস এসোসিয়েশনের কোভিড রিলিফ কার্যক্রম

ক্যালিফোর্নিয়া: আমেরিকান এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশী ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যান্ড আর্কিটেক্টস, সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া চাপটার কোভিড মহামারীর ভয়াবহ পরিস্থিতিতে বাংলাদেশী সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে নিম্ন আয়ের মানুষের পাশে দাঁড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে। গত জানুয়ারীতে দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার ঘনবসতিপূর্ণ লিটল বাংলাদেশ অঞ্চলে কোভিডে ৫০০ এরও বেশি বাংলাদেশী-আমেরিকান পরিবার আক্রান্ত হয়েছিলেন। বাংলাদেশী ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যান্ড আর্কিটেক্টস কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে কভিডে আক্রান্ত পরিবার এবং এই মহামারীর সময় চাকরি হারানো পরিবারগুলিতে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হবে। তারা জানুয়ারীর শেষের পরথেকে একটি অনলাইন তহবিল সংগ্রহের অভিযান শুরু করেছে এবং ফেব্রুয়ারী এবং মার্চ মাসে প্রতি সপ্তাহে কমিটি কয়েক শত পরিবারকে দুই থেকে চার সপ্তাহের খাদ্য বিতরণ করেছে। খাদ্যগুলো ছিল মুরগি, ডিম, সবজি, ক্যান ফুড ইত্যাদি।

সংগঠনের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট শহীদ আলম বলেছেন, “আমরা আমাদের সম্প্রদায়ের কোনও পরিবার যাতে খাবারের ঘাটতি না ঘটে তা নিশ্চিত করব এবং আমরা তাদের পাশে থাকব।চ এই চ্যারিটি ড্রাইভে এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সহযোগিতা করেন জয়নুল আবেদীন, শহীদ আলম, রানা হাসান মাহমুদ, মিকাঈল খান, হাসিবুল শরীফ, ইসমাইল হোসেইন এবং আবু কাজী রুবেল। এই চ্যারিটি ড্রাইভ দীর্ঘ সময়ের জন্য টেকসই কিনা তা নিশ্চিত করতেবাংলাদেশী ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যান্ড আর্কিটেক্টস কমিটি সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার সাথে কৌশলগত অংশীদারিত্ব করেছে। যদিও গত মার্চ মাসে মহামারীটি শুরু হওয়ার পর থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উদার অবদান রেখেছেন। তবে সংস্থা হিসাবে বাংলাদেশী ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যান্ড আর্কিটেক্টস কমিটি এই প্রথম এই দাতব্য প্রোগ্রামে অংশ নিয়েছে। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।



যুক্তরাষ্ট্রে ভার্চুয়াল শোক সভায় বক্তারা

‘শাহীন রেজা নূরের মৃত্যুতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং আগামী প্রজন্ম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে’

নিউইয়র্ক: অসাধারণ প্রতিভাবান এবং নির্ভীক দেশপ্রেমিক সাংবাদিক শাহীন রেজা নূর চলে যাওয়ায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং আগামী প্রজন্ম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদ বুদ্ধিজীবী সাংবাদিক সিরাজুদ্দীন হোসেনের সন্তান, প্রজন্ম ৭১ এর সাবেক সভাপতি, সাংবাদিক শাহিন রেজা নূর-এর মৃত্যুতে গত ২৮ ফেব্রুয়ারী ভার্চুয়ালে অনুষ্ঠিত শোকসভায় বিশিষ্টজনেরা এমন অভিব্যক্তি প্রকাশ করেন।

যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদ এবং একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির নিউইয়র্ক চ্যাপ্টারের উদ্যোগে আয়োজিত সভায় যৌথভাবে সভাপতিত্ব করেন একুশে পদকপ্রাপ্ত যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. নুরুন নবী ও একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির নি-উইয়র্ক চ্যাপ্টারের সভাপতি সাংবাদিক শাহীন রেজা নূরের ছোট ভাই ফাহিম রেজা নূর।

সভায় অংশ নেন নিউইয়র্কে বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল সাদিয়া ফয়জুননেসা, কানাডার টরেন্টোতে বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল নাইম উদ্দীন আহমেদ, শাহীন রেজা নূরের বড় ভাই বীর মুক্তিযোদ্ধা শামীম রেজা নূর, ছোট ভাই সেলিম রেজা নূর ও তৌহিদ রেজা নূর প্রমুখ।

সভাপতির বক্তব্যে ড. নুরুন নবী বলেন, বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে জাগ্রত করতে শাহীন রেজা নূরের অবদান অপরিসীম। তিনি তার কথা আর লেখনীর মাধ্যমে স্বাধীনতা বিরোধীদের বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে দেশের প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় আলোকিত করার চেষ্টা করে গেছেন মৃত্যুর আগ পর্যন্ত। তার অসাধারণ স্মৃতিশক্তি এবং দেশপ্রেম আমাকে অভিভূত করেছে।

কনসাল জেনারেল সাদিয়া বলেন, সাংবাদিক শাহীন রেজা নূর অকালেই চলে গেলেন, একাত্তরের ঘাতকদের বিরুদ্ধে আমি তার যে দৃপ্ত পদক্ষেপ দেখেছি, সেই পদক্ষেপকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি। তিনি প্রজন্ম ’৭১ এর সভাপতি থাকাকালীন পোস্টারে ছাপিয়েছিলেন “তোমাদের যা বলার ছিল, বলছে কি তা বাংলাদেশ?” যা স্বাধীনতার পক্ষের সকলের বুকে ছুরির মত বিদ্ধ হয়েছিল, সবাইকে আবার মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত শাহীন রেজা নূরের প্রত্যয় ছিল বাংলাদেশ যেন ধর্মান্ধ, (বাকি অংশ ২১ পাতায়)

স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণ : সর্বজনের প্রশ্ন



আনু মুহাম্মদ

গত ২৬ ফেব্রুয়ারী জাতিসংঘ বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের সুপারিশ করেছে। এর আগে এ সম্পর্কিত ঘোষণা দেওয়া হয় ২০১৮ সালে। সে সময় এর জন্য বাংলাদেশে সরকারিভাবে উৎসবও করা হয়েছিল। এর আনুষ্ঠানিক বাস্তবায়ন ২০২৪ সালে হওয়ার কথা থাকলেও করোনার কারণে তা ২ বছর পিছিয়ে ২০২৬ সাল করা হয়েছে। লাওস ও মিয়ানমারও এ যোগ্যতা অর্জন করেছে। মিয়ানমারের জন্য সুপারিশ স্থগিত রাখা হয়েছে সামরিক শাসনজনিত অনিশ্চয়তা বিবেচনায়।

জাতিসংঘের সর্বশেষ তালিকা অনুযায়ী বিশ্বে ৪৭টি দেশ ও দ্বীপপুঞ্জ স্বল্পোন্নত দেশের তালিকাভুক্ত। এর মধ্যে ৩৩টি আফ্রিকায়। এশিয়া ও প্যাসিফিক অঞ্চলে আছে ১৩টি, লাতিন আমেরিকায় একটি। সবচেয়ে দরিদ্র ও দুর্বল দেশগুলোকে এ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ১৯৭১ সালে। বাংলাদেশ এই তালিকাভুক্ত হয় ১৯৭৫ সালে। স্বল্পোন্নত তালিকাভুক্ত দেশগুলোতে বাস করে বিশ্বের প্রায় ৮৮ কোটি মানুষ, বিশ্বের জনসংখ্যার যা ১২ শতাংশ। বিশ্ব জিডিপির ২ শতাংশ এসব দেশ থেকে আসে।

স্বল্পোন্নত দেশ গ্রুপের পরের ধাপ উন্নয়নশীল দেশ, যা বোঝাতে কম উন্নত বা অনুন্নত দেশ শব্দবন্ধও ব্যবহার করা হয়। ৪৭ বছর আগে এই গ্রুপ গঠন করার পরে এর মধ্যে পাঁচটি দেশ স্বল্পোন্নত তালিকা থেকে বের হতে পেরেছে। এগুলো হলো- বতসোয়ানা, কেপ ভার্দে, ইকুয়েটরিয়াল গিনি, মালদ্বীপ ও সামোয়া। জাতিসংঘের কমিটি বলেছে, এই সময়ে আরও দুটি দেশ ভানুয়াতু এবং অ্যাঙ্গোলা এই উত্তরণের তালিকায় আছে। নেপাল এবং তিমুরও শর্ত পূরণ করেছে। লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ানের মধ্যে স্বল্পোন্নত দেশ একমাত্র হাইতি। এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশ ছাড়াও ছিল আফগানিস্তান, ভুটান, কম্বোডিয়া, লাওস, মিয়ানমার ও নেপাল।

জাতিসংঘের মাপকাঠি অনুযায়ী স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় অন্তর্ভুক্তির জন্য বাংলাদেশ প্রাথমিক শর্ত পূরণ করেছে। ২০১৮ সালে জাতিসংঘের ঘোষণায় বলা হয়েছিল- বাংলাদেশ, লাওস এবং মিয়ানমার প্রথমবারের মতো স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের শর্ত পূরণ হয়েছে। তবে এটি আরও কয় বছর দ্বিতীয় দফায় শর্ত পূরণ করতে পারলে চূড়ান্তভাবে এলডিসি তালিকা থেকে এ দেশগুলো বের হতে পারবে। একই ঘোষণায় আরও জানানো হয়েছিল- ভুটান, কিরিবাতি সাওতোম এবং সলোমন দ্বীপপুঞ্জ ইতোমধ্যে সব শর্ত পূরণ করে অর্থাৎ জাতীয় আয়, শিক্ষা ও চিকিৎসার শর্ত পূরণ করে স্বল্পোন্নত দেশের গ্রুপ থেকে বের হওয়া এবং উন্নয়নশীল দেশের কাতারে দাঁড়ানোর যোগ্যতা অর্জন করেছে। এর পর তা জাতিসংঘের ইকোনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল কাউন্সিল হয়ে সাধারণ পরিষদে গিয়ে চূড়ান্ত হওয়ার কথা।

কোনো দেশের অর্থনীতিকে জিডিপি/জিএনপি দিয়ে পরিমাপ করায় বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ প্রধান পথনির্দেশকের ভূমিকা পালন করে। বিশ্বব্যাংকই সারাবিশ্বের বিভিন্ন দেশকে মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করে থাকে। এগুলো হলো- ১. নিম্নআয়ভুক্ত দেশ (মাথাপিছু আয় এক হাজার ২৫ মার্কিন ডলার পর্যন্ত। ২. নিম্ন-মধ্যম আয়ভুক্ত দেশ (এক হাজার ২৬ ইউএস ডলার থেকে চার হাজার ৩৫ ডলার); ৩. উচ্চ-মধ্যম আয় (চার হাজার ৩৬ ইউএস ডলার থেকে ১২ হাজার ৪৭৫ ডলার)। উচ্চ আয়ভুক্ত দেশ (১২ হাজার ৪৭৬ মার্কিন ডলার থেকে বেশি)।



সেই হিসাবে বাংলাদেশের মানুষের বার্ষিক গড় আয় মাথাপিছু এক হাজার ২৫ ডলার অতিক্রম করায় বাংলাদেশ ২০১৩ সাল থেকেই নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশ নিম্নআয়ভুক্ত দেশের তালিকা থেকে নিম্ন-মধ্যম আয়ের তালিকায় প্রবেশ আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হলে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর নিয়মকানুন অনুযায়ী সুবিধা-অসুবিধার কিছু পরিবর্তন হবে। যেমন নিম্নআয়ভুক্ত দেশগুলোর জন্য বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বিশেষ সুবিধা আর পাবে না। এ ছাড়া স্বল্পসুদে ঋণ পাওয়ার বিবেচনার মধ্যেও বাংলাদেশ আর থাকতে পারবে না।

কিন্তু জিডিপি দিয়ে উন্নয়ন পরিমাপের মধ্যে ফাঁকিই বেশি। ভারতের দৃষ্টান্ত টানা যায় এখানে। সেদেশে অর্থনীতির ভিত বাংলাদেশের চেয়ে শক্ত হলেও গতি-প্রকৃতিতে অভিন্নতা আছে। সে দেশে মাথাপিছু আয় এখন দুই হাজার ইউএস ডলারের বেশি। অথচ পরিসংখ্যানে দেখা যায়, প্রায় ৭০ শতাংশ ভারতীয় জনগণের আয় দৈনিক ১.২৫ ইউএস ডলারেরও নিচে (বৈশ্বিকভাবে গৃহীত দারিদ্র্য সূচক) বা ১০০ রুপির নিচে, যদিও তাদের জাতীয় গড় মাথাপিছু আয় বছরে এক লাখ রুপি বা দিনে ২৫৫ রুপি। দিল্লিতে মাথাপিছু আয় ভারতের গড় মাথাপিছু আয়ের তিন গুণ। বাংলাদেশের চিত্রও একই রকম।

মাথাপিছু আয় দিয়ে একটি দেশের আর্থিক লেনদেন বা বাণিজ্যিক উৎপাদন, বিতরণ, পরিষেবার বিস্তার সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যেতে পারে; কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বোঝা যায় না। যে সমাজে বৈষম্য বেশি, সেখানে গড় আয়ের হিসাব বরং বিভ্রান্তিকর তথ্য দেয়। একটি পরিবার যদি ১০ লাখ টাকা আয় করে, পাশাপাশি অন্য একটি পরিবার যদি ১০ হাজার টাকা আয় করে, তাহলে উভয় পরিবারের গড় আয় হবে পাঁচ লাখ পাঁচ হাজার টাকা। এতে কি দুই পরিবারের প্রকৃত অবস্থা বোঝা যায়? বর্তমান মাথাপিছু আয় হিসাবে আমাদের দেশে চার সদস্যের পরিবারের বার্ষিক গড় আয় হয় প্রায় ৮ হাজার মার্কিন ডলার অর্থাৎ মাসে প্রায় ৫৭ হাজার টাকা। তার মানে, বাংলাদেশের সব নাগরিক শিশু-বৃদ্ধ, নারী-পুরুষ সবারই মাথাপিছু আয় মাসে এখন ১৪ হাজার টাকার বেশি। অথচ সরকারি পরিসংখ্যান বলে, বাংলাদেশের ৮০ শতাংশ মানুষের মাসিক আয় ১০ হাজার টাকার নিচে; ৪০ শতাংশের চার হাজার টাকারও কম।

একটি দেশে জিডিপি অনেক বেশি হলেও টেকসই উন্নয়ন দুর্বল হতে পারে। মাথাপিছু আয় বেশি হলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জীবনযাত্রার মান নিম্ন হতে পারে। এ বিষয়ে অমর্ত্য সেন অনেক কাজ করেছেন। ভারতের ভেতরেও রাজ্য থেকে রাজ্য তফাত দেখিয়েছেন। আফ্রিকার বহু দেশে মাথাপিছু আয় বাংলাদেশের চেয়ে বেশি। মধ্যম আয়ের বা উন্নয়নশীল বিবরণে তারা বাংলাদেশ থেকে অনেক আগে থেকেই এগিয়ে, কিন্তু মানুষের জীবনযাত্রার মান সেসব দেশে বাংলাদেশের চাইতেও নিচে। মিয়ানমারে মাথাপিছু আয় বাংলাদেশের সমান। মানে তারাও নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশ। নাইজেরিয়ার মাথাপিছু আয় বাংলাদেশের দ্বিগুণেরও বেশি। কিন্তু তাদের জীবনযাত্রার মান বাংলাদেশের চেয়ে দ্বিগুণ ভালো- এটা বলা যাবে না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বরং আরও খারাপ। সে জন্য মানব উন্নয়ন সূচকে নাইজেরিয়া বাংলাদেশেরও পেছনে।

জিডিপি/জিএনআই এবং মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতে উন্নয়ন পরিমাপ করা নিয়ে মূলধারার অর্থশাস্ত্রেও এখন সংশয় ও প্রশ্ন ক্রমেই বাড়ছে। সে জন্য মানব উন্নয়ন সূচক (হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স), টেকসই উন্নয়ন পরিমাপ করতে প্রকৃত উন্নতি নির্দেশক (জেনুইন প্রগ্রেস ইন্ডিকেটর), মোট জাতীয় সুখ (গ্রস ন্যাশনাল হ্যাপিনেস) ইত্যাদি বহু পথ ও পদ্ধতি নেওয়া হয়েছে। বিশ্বের বহু দেশে এ বিষয়ে উদ্যোগ দেখা যায়। স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বাংলাদেশের আগে বের হয়ে গেছে ভুটান। মাথাপিছু জাতীয় আয়েও বাংলাদেশ থেকে ভুটান অনেক এগিয়ে। আইএমএফের বৈশ্বিক রিপোর্ট অনুযায়ী, ভুটানে মাথাপিছু আয় বাংলাদেশের দ্বিগুণেরও বেশি। তারপরও ভুটান জিডিপি মাথাপিছু নিয়ে সীমাহীন উচ্ছ্বাসে গা ভাসায়নি বরং এই হিসাব পদ্ধতিকেই প্রত্যাখ্যান করেছে। বিশ্বকে দেওয়া তাদের নিজস্ব উদ্ভাবনী পদ্ধতিতে সর্বমোট ৯টি ক্ষেত্র বিবেচনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়- মানসিক ভালো থাকা, সময়ের ব্যবহার, সম্প্রদায়, জীবনী শক্তি, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য, পরিবেশ- বাস্তুতান্ত্রিক স্থিতিস্থাপকতা, জীবনযাত্রার মান, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং সুশাসন। এছাড়া এসব ক্ষেত্রের সঙ্গে মাথাপিছু আয়সহ ৩৩টি নির্দেশক আছে। অন্যান্য নির্দেশক- নিরাপত্তা, সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক, সাক্ষরতা, বাস্তুতান্ত্রিক বিষয় এবং ঘুম ও কাজে ব্যয়কৃত সময়। দুর্নীতি ও অপচয়ের কারণে প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধি পেলেও সে কারণে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিও বড় দেখায়, জিডিপির অঙ্কও বাড়ে। চোরাই অর্থনীতির সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের সন্ত্রাসী ও দুর্নীতিমূলক তৎপরতায় জিডিপি বাড়ে; কিন্তু সমাজের বড় একটা অংশের জীবন-জীবিকা বিপদগ্রস্ত হয়। গত কয় দশকে শিক্ষা ও চিকিৎসার বাণিজ্যিকীকরণে ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। তাতে জিডিপি বেড়েছে, কিন্তু মানুষের অধিকার সংকুচিত হয়েছে। নদীনালা, খালবিল, বন দখল ও ধ্বংসের মাধ্যমেও জিডিপি বাড়তে পারে, কিন্তু তা দীর্ঘ মেয়াদে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করে না, বরং দেশকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে।

বস্তুত বাংলাদেশের অর্থনীতির স্থিতিশীল প্রবৃদ্ধির পেছনে বড় অবদান হচ্ছে দেশি ও প্রবাসী শ্রমিকদের। এ ছাড়া আছে কৃষি। অথচ এই তিন ক্ষেত্রে যুক্ত শ্রমজীবী মানুষের আয় এবং জীবনের নিরাপত্তা দুটিই ঝুঁকিপূর্ণ, অনিশ্চিত। উন্নয়নের রঙিন প্রচারণায় ঢাকা পড়ে যায় তাদের কথা।

একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর হাতে বিপুল পরিমাণ সম্পদ কেন্দ্রীভূত হওয়ার ফলে জিডিপি ফুলে-ফেঁপে উঠলেও মানুষের অবস্থার গুণগত পরিবর্তন হয় না। সে জন্য গত কয়েক বছরে মাথাপিছু আয় দ্বিগুণ হয়েছে, কিন্তু সর্বজনের বা সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের প্রশ্ন- আমার আয় কোথায় গেল? তরুণদের প্রশ্ন- আমার কাজ কোথায়; আমার আয় কোথায়? সর্বজনের প্রশ্ন- আমাদের নদী কই? বন কই? মাঠ কই? জীবন কই? নিরাপত্তা কই? পানের জন্য বিশুদ্ধ পানি কই? বাতাসে শ্বাস নিতে এত কষ্ট হয় কেন?

লেখক: অর্থনীতিবিদ; অধ্যাপক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

RiverSpring Health Plans touches the lives of more than 15,000 New Yorkers.

ElderServe Health, Inc, doing business as RiverSpring Health Plans, contracts with both the Centers for Medicare and Medicaid Services and the New York State Department of Health to offer you personalized care coordination and help you remain in your own home and live as independently as possible.

RiverSpring Health Plans offers a care management concierge service that provides our members, their families and caregivers with truly personalized support. **We are the family that families reach out to in times of need**. RiverSpring Health Plans touches the lives of more than 15,000 New Yorkers, bringing care and compassion into the homes of our members 24 hours a day, 7 days a week.

RiverSpring Health Plans operates RiverSpring MAP (HMO-D-SNP), a dual Medicare and Medicaid plan that offers affordable prescription drug coverage, access to the best doctors and hospitals, in addition to a $155 a month over the counter benefit, and more. With RiverSpring MAP, our members will have a “one-stop shop” and receive covered Medicare and Medicaid benefits through a single plan and a trusted care team.

Call 1-800-362-2266 (TTY: 711) from 8am-8pm Eastern Time, 7 days a week and a RiverSpring MAP benefits professional will be happy to answer questions about the services available to you. RiverSpring Health Plans has several plan options and we can help you choose the right one for you.

RiverSpring MAP is an (HMO D-SNP) plan with Medicare and Medicaid contracts. Enrollment in RiverSpring MAP depends on contract renewal.

ElderServe Health, Inc. complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex.

You can get this information for free in other languages. Call 1-800-362-2266 and TTY/TDD: 711 during 8 a.m. – 8 p.m. Eastern Time, 7 days a week. The call is free.

RiverSpring Health Plans

বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

Editor : **Abu Taher**

Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

অনন্য এক অর্জন

এগিয়ে যাক আত্মনির্ভর বাংলাদেশ

স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণে জাতিসংঘের চূড়ান্ত সুপারিশ পেয়েছে বাংলাদেশ। জাতিসংঘের কমিটি ফর ডেভেলপমেন্ট পলিসি বা ইউএন-সিডিপি পাঁচ দিনব্যাপী ত্রিবার্ষিক পর্যালোচনাসভা শেষে ২৬ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার রাতে এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে। ১৯৭৫ সাল থেকে স্বল্পোন্নত দেশের কাতারে থাকা বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণে সিডিপির সব শর্ত পূরণ করে ২০১৮ সালে। সিডিপি তিনটি সূচকের ভিত্তিতে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের বিষয়টি পর্যালোচনা করে। তিনটি সূচকেই বাংলাদেশ শর্ত পূরণ করে অনেক এগিয়ে গেছে।

করোনাভাইরাস মহামারির বাস্তবতায় উত্তরণ প্রক্রিয়াকে টেকসই ও মসৃণ করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের পক্ষ থেকে সিডিপির কাছে প্রস্তুতির জন্য পাঁচ বছর সময় চাওয়া হয়েছে। সব ঠিক থাকলে পাঁচ বছরের প্রস্তুতিকাল শেষে ২০২৬ সালে বাংলাদেশের উন্নয়নশীল দেশে আনুষ্ঠানিক উত্তরণ ঘটবে। উন্নয়নশীল দেশের কাতারে উঠলে সস্তা ঋণ পাওয়া এবং বিভিন্ন রপ্তানি সুবিধা হারাবে বাংলাদেশ। ফলে সেই সুবিধাগুলো উত্তরণের প্রস্তুতি পর্বে চাওয়া হয়েছে। প্রস্তুতির এই সময়ে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে প্রাপ্ত সব সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারবে। তা ছাড়া বর্তমান নিয়মে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের বাজারে বাংলাদেশ ২০২৬ সালের পর আরো তিন বছর অর্থাৎ ২০২৯ সাল পর্যন্ত শুল্কমুক্ত সুবিধা ভোগ করতে পারবে।

নিম্ন আয়ের দেশ থেকে বাংলাদেশের উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়ার চূড়ান্ত সুপারিশ আসার পর অর্থনীতির সক্ষমতা বাড়াতে সরকারকে মনোযোগী হতে পরামর্শ দিয়ে অর্থনীতিবিদরা পণ্য বহুমুখীকরণ ও সক্ষমতায় জোর দিতে বলেছেন। তাঁদের মতে, সাময়িকভাবে বাজার নিয়ে সমস্যা হলেও তা কাটিয়ে ওঠার সক্ষমতা বাংলাদেশের রপ্তানিকারকদের আছে। এর সঙ্গে যেসব নীতি-সহায়তা প্রয়োজন, সেগুলো নিশ্চয়ই সরকার দেবে বলেও মনে করেন তাঁরা। এখন দ্বিপক্ষীয় মুক্ত বাণিজ্যচুক্তির প্রতি মনোযোগ দিতে হবে। আমদানি শুল্ক কমানোসহ উচ্চমাত্রার সংরক্ষণমূলক নীতি পাল্টাতে হবে সরকারকে। সেই সঙ্গে প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বাড়িয়ে ব্যবসায়ীদের এখনই উদ্যোগী হওয়ার বিষয়টিকেও গুরুত্বের সঙ্গে দেখছেন বিশেষজ্ঞরা।

বাংলাদেশের এই অনন্য অর্জনের খবর জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ২৭ ফেব্রুয়ারী শনিবার এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের ফলে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশ একটি প্রত্যয়ী ও মর্যাদাশীল দেশ হিসেবে জায়গা করে নেবে। এ অর্জনকে সুসংহত ও টেকসই করার ওপর জোর দিয়েছেন তিনি। সত্যিকার অর্থেই এ অর্জনকে সুসংহত ও টেকসই করার পথ আমাদের তৈরি করতে হবে।

বাংলাদেশ এমন একটি সময়ে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের জন্য চূড়ান্ত সুপারিশ পেল, যখন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উদযাপন করছে জাতি। বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের রোল মডেল। আগামী দিনের অর্থনীতির প্রথম সারিতে বাংলাদেশ থাকবে বলে মনে করা হচ্ছে। এই অনন্য অর্জন সামনে রেখে এগিয়ে যাক আত্মনির্ভর বাংলাদেশ।

সাতই মার্চের অমরত্ব প্রসঙ্গে



আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী

সাত-ই মার্চ, সকালে ঘুম থেকে উঠেই মনে পড়ল আজ ৭ই মার্চ। ৫০ বছর আগের এই দিনটির কথা মনে পড়ল। ঢাকায় সেই দিনটি ছিল রৌদ্র উদ্ভাসিত। সারা শহর রাজনৈতিক উত্তেজনায় থমথম করছে। শহরে গুজব ছড়িয়ে পড়েছে, শেখ সাহেব আজ পূর্ব পাকিস্তান, তথা বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করবেন। মানুষ আশায়-আকাঙ্ায় উদ্বেল। রেসকোর্সে সভা হবে বিকেল ৩টায়। কিন্তু তার আগেই রেসকোর্স জনসমুদ্রে পরিণত হয়েছে। শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অসংখ্য মিছিল রেসকোর্স ময়দানের দিকে যাচ্ছে। তাদের কণ্ঠে স্লোগান–'আপসের মুখে লাথি মারো, স্বাধীনতা ঘোষণা করো।'

আমার বুকে সকাল থেকেই উত্তেজনা। বঙ্গবন্ধু এখন কী করবেন? সারা দেশের মানুষের মনে তিনি স্বাধীনতার প্রত্যাশা জাগিয়ে তুলেছেন। সেই প্রত্যাশা পূরণ না করলে দেশের মানুষ চরম হতাশ হবে। তার নেতৃত্বের এখানেই শেষ। তখনকার চীনপন্থি বামেরা, বিশেষ করে এনায়েতুল্লা খানের 'হলিডে' পত্রিকা আনবরত প্রচার করছে, শেখ মুজিব ইয়াহিয়ার সঙ্গে তলে তলে আপস করে বসে আছেন। ছয় দফার আসল দফা দুটোই তিনি ছেড়ে দিয়েছেন। শিগিগরই তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে যাচ্ছেন।

এটা ছিল প্রচারণা। আমি ভাবছিলাম বঙ্গবন্ধুর সমস্যার কথা। আজ রমনার মাঠে স্বাধীনতার ঘোষণা না দিলে তার নেতৃত্বের আজই শেষ। জনগণ তার নেতৃত্ব প্রত্যাখ্যান করবে। আর আজ যদি তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন, তাহলে পাকিস্তান আর্মিকে প্রস্তুত রাখা হয়েছে, তারা হিংস্র হায়েনার মতো ঢাকা শহরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। ঢাকা শহর রক্তে ভেসে যাবে।

বঙ্গবন্ধুর জনসভা ডাকা হয়েছে রমনার রেসকোর্স ময়দানে। (তখনো এর নাম শহীদ সোহরাওয়ার্দী ময়দান রাখা হয়নি) এই ময়দানের কাছেই ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট ভবনের প্রাঙ্গণে মিলিটারি মোতায়েন করা হয়েছে। তাদের হাতে হেভি আর্মস। সেই সঙ্গে ওয়াকিটকি। সর্বক্ষণ মাঠের অবস্থা তারা হেডকোয়ার্টারে জানাচ্ছে। ময়দানের আকাশে উড়ছে হেলিকপ্টার। প্রয়োজনে ময়দানের জনসভার ওপর আকাশ থেকে বোমাবর্ষণের ব্যবস্থা পাকা করে রাখা হয়েছে। ময়দানের জনতার হাতে অস্ত্র বলতে ছিল লাঠি। আর এই নিরস্ত্র জনতার বিরুদ্ধে ইয়াহিয়া সরকার রীতিমতো বিশাল যুদ্ধের ব্যবস্থা করেছে। জনতার শক্তিকে তাদের এত ভয়।

৭ মার্চের দুই দিন আগে প্রকাশিত ফয়েজ আহমেদের সাপ্তাহিক স্বরাজ পত্রিকায় আমি একটা প্রবন্ধ লিখেছিলাম 'কমপ্রোমাইজ, না কন্টফ্রন্টেশন' আজ যা লিখছি, তখন আমি এ কথাগুলোই লিখেছিলাম। মুজিব-নেতৃত্বের সামনে আজ উভয় সংকট। যদি তিনি ইয়াহিয়ার সঙ্গে আপস করে ক্ষমতায় যান, তাহলে এখানেই তার নেতৃত্বের শেষ। আর তিনি যদি সামরিক জান্তার সঙ্গে কনফ্রন্টেশনে যান, তাহলে ভয়াবহ রক্তপাত অনিবার্য। অহিংস আন্দোলনের এখানেই শেষ। বঙ্গবন্ধুকে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের ডাক দিতে হবে।' হলিডের লেখার প্রতিবাদ জানিয়ে লিখেছিলাম, 'বঙ্গবন্ধু ইয়াহিয়ার সঙ্গে আপস করে ক্ষমতায় যাবেন না। কারণ তার সামনে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর রাজনীতির উদাহরণ রয়েছে। শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেজর জেনারেল ইসকান্দার মির্জাকে বিশ্বাস করে তাদের সঙ্গে আপস করে ক্ষমতায় গিয়েছিলেন। তার পরিণতি কী হয়েছিল বঙ্গবন্ধু জানেন।

সাত-ই মার্চের জনসভায় বঙ্গবন্ধু একটু দেরি করে এসেছিলেন। জনসভায় মাইকের সামনে দাঁড়ালেন। জনতা উল্লাসে ও স্লোগানে ফেটে পড়ল। তার গায়ে শাদা পাঞ্জাবির ওপর কালো মুজিবকোট। তাতেই আমার কাছে তাকে মনে হচ্ছিল রোমান সম্রাট জুলিয়াস সিজারের মতো। নির্মলেন্দু গুণের কবিতায় মহাকাব্যের নায়কের মতো বঙ্গবন্ধুর সেদিনের চেহারার বর্ণনা আছে।

তার বক্তৃতার একপর্যায়ে তিনি যখন বললেন, 'তোমাদের যার যা আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থেকো, শত্রুকে আমরা



ভাতে মারব, পানিতে মারব।' তখনই আমি বুঝেছিলাম, অহিংস আন্দোলনের শেষ। নেতা জাতিকে কৌশলের সঙ্গে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। তারপর যখন তিনি বললেন, 'এবারের সংগ্রাম, আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম, মুক্তির সংগ্রাম,' তখন বুঝতে বাকি রইল না, নেতা কী সূক্ষ্ম রাজনৈতিক কৌশলে স্বাধীনতার ঘোষণা দিলেন।

একদিকে সাত-ই মার্চের এই ঘোষণা ছিল স্বাধীনতার ঘোষণা। অন্যদিকে ছিল সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের জন্য জাতিকে প্রস্তুত হওয়ার নির্দেশ। আমাকে এক বিদেশি সাংবাদিক বন্ধু বলেছেন, তিনি বিশ্বের বহু নেতার বিবৃতি, ভাষণ পাঠ করেছেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর ভাষণের কোনো তুলনা খুঁজে পাননি। তিনি পাকিস্তানের আর্মির সঙ্গে ইমিডিয়েট কনফ্রন্টেশন এড়াতে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা দেননি। যদি দিতেন, তাহলে বায়াফ্রার 'একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণার' মতো ভুল করতেন।

এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে এটাকে বিচ্ছিন্নতাবাদ আখ্যা দিয়ে শাসক শক্তি হিংস্র হামলা চালায়। বায়াফ্রার স্বাধীনতালাভ আর ঘটেনি। এই ভুল বাংলাদেশের বঙ্গবন্ধু করেননি। তিনি তার অতুলনীয় রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়ে প্রচ্ছন্নভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন। এই ঘোষণা শুনে হতবুদ্ধি পাকিস্তান আর্মি সঙ্গে সঙ্গে বুঝে উঠতে পারেনি, এটা বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা এবং জাতির কাছে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ কি না।

বঙ্গবন্ধু সাত-ই মার্চের ভাষণে যে কূটনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয় রেখেছেন, তা তার সমসাময়িক বিশ্বনেতাদের মধ্যে বিরল। তিনি এই ভাষণে শান্তিপূর্ণভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্ন মীমাংসারও প্রস্তাব রেখেছেন। তিনি হানাদার আর্মিকে বলেছেন, 'তোমরা ব্যারাকে ফিরে যাও। তোমরা আমাদের বন্ধু এবং ভাই। তোমাদের কেউ কিছু বলবে না।' এ কথায় তিনি পরিষ্কারভাবে সামরিক জান্তাকে ইঙ্গিত দিয়েছেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা স্বীকার করে সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নিলে সমস্যাটির শান্তিপূর্ণ মীমাংসা হতে পারে।

পাকিস্তানের মাথামোটা পাঞ্জাবি শাসকেরা এই শান্তির পথ বেছে নেয়নি। তারা ঢাকার টেলিভিশন ও বেতারে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ প্রচার নিষিদ্ধ করে। এটা যেন উত্তপ্ত উনুনে দেশলাইয়ের জ্বলন্ত কাঠি নিক্ষেপ। সারা দেশ গর্জে ওঠে। বেতার ও টেলিভিশনের কর্মীরা সরকারি নির্দেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর জন্য একযোগে কাজ বর্জন করেন। সারা পূর্ব পাকিস্তানের বেতার ও টেলিভিশন নীরব। সামরিক জান্তা শেষ পর্যন্ত গোঁফ নামাতে বাধ্য হলেন। তারা ৭ মার্চের ভাষণ প্রচারের অনুমতি দিলেন।

১৯৭১ সালের ৮ মার্চ। সেদিন যারা ঢাকা শহরের দৃশ্য দেখেননি, তারা এই ভাষণ কী বিপর্ব ঘটিয়েছিল, তা দেখার সৌভাগ্য অর্জন করেননি। আমি সেই সৌভাগ্য অর্জন করেছিলাম। ঢাকার রাস্তায় সেদিন হাজার হাজার মানুষ নেমে পড়েছিল। প্রতিটি রেডিও, টেলিভিশন, দোকানের সামনে মানুষের ভিড়। বঙ্গবন্ধুর ভাষণ তাতে বাজছে। জনতা জয়োল্লাসে ফেটে পড়ছে।

এবারের সাত-ই মার্চের গুরুত্ব এই যে, এবার মুজিব জন্মশতবার্ষিকীর বছরটি আমরা পার হয়েছি। এই ভাষণের বয়স ৫০ বছর। আমাদের স্বাধীনতারও এবার সুবর্ণজয়ন্তী পালন সম্ভব হতো না, সেই ভাষণ আজ সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করার দিন। এই ভাষণের তাত্পর্যও নতুন করে ধারণ করার দিন।

স্বাধীনতার শত্রুরা এই ভাষণকেও বিকৃত করার, এর অপব্যাখ্যার চেষ্টা করেছে। সফল হয়নি। বঙ্গবন্ধুকে যেমন তারা জাতির ইতিহাস থেকে মুছে ফেলতে পারেনি, তেমনি পারেনি সাত-ই মার্চের এই ঐতিহাসিক ভাষণকেও। সাত-ই মার্চের ভাষণ আমাদের স্বাধীনতার সবচাইতে বড় দিকনির্দেশনা। এই ভাষণের কোনো মৃত্যু নেই।

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৪ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৫ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদেরকে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

নামাজের সময়-সূচী

মার্চ	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
ফজর	৫.০১	৫.০০	৪.৫৮	৪.৫৬	৪.৫৫	৪.৫৩	৪.৫৩
সূর্যোদয়	৬.১৭	৬.১৬	৬.১৪	৬.১২	৬.১১	৬.০৯	৬.০৯
জোহর	১২.০৭	১২.০৬	১২.০৬	১২.০৬	১২.০৫	১২.০৫	১২.০৫
আসর	৪.১০	৪.১১	৪.১২	৪.১৩	৪.১৪	৪.১৫	৪.১৫
মাগরিব	৫.৫৫	৫.৫৬	৫.৫৮	৬.০০	৬.০১	৬.০২	৬.০২
এশা	৭.০৯	৭.১১	৭.১৩	৭.১৪	৭.১৫	৭.১৬	৭.১৬

উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ সুবর্ণ জয়ন্তীর বছরে সেরা খবর



ড. আতিউর রহমান

মুজিববর্ষ ও সুবর্ণ জয়ন্তীর এ বছরে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের কাতার থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের চূড়ান্ত সুপারিশ পেয়েছে। আনন্দঘন এই সময়ে এটিই বাঙালির কাছে সেরা সংবাদ। ২৬ ফেব্রুয়ারী বাংলাদেশ সময় রাত সাড়ে ৯টার দিকে এ খবর মেলে। এই উত্তরণের অংশ হিসেবে প্রথম ধাপের খবর এসেছিল ২০১৮ সালে এমন সময়েই। মাথাপিছু আয়, মানবসম্পদ এবং অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত ভঙ্গুরতার তিনটি সূচক একযোগে উত্তরণ ঘটিয়ে সেবার আমরা এই সুসংবাদটি পেয়েছিলাম। তখনই জেনেছিলাম জাতিসংঘের 'কমিটি ফর ডেভেলপমেন্ট পলিসি' (সিডিপি) তিন বছর পর আবার বসবে এই উত্তরণের দ্বিতীয় মূল্যায়নে। সেই মূল্যায়ন পর্বটি শেষ হয়েছে কয়েক দিন আগে। এই তিন বছর আমাদের বিচক্ষণ প্রধানমন্ত্রী গতিশীল নেতৃত্বে উন্নয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব বিভাগ ও গোষ্ঠীর সঙ্গে সমন্বয় করে বাংলাদেশের উন্নয়ন অভিযাত্রা সচল রেখেছেন। কভিড-১৯-এর হামলায় যখন বিশ্বের প্রায় সব দেশেই 'জীবন ও জীবিকা' সংরক্ষণে হিমশিম খাচ্ছে, তখন তিনি বাংলাদেশের অর্থনীতিকে দারুণ মুনশিয়ানার সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। এই দুঃসময়েও গত অর্থবছরে ৫.২৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধিই শুধু আমরা অর্জন করেছি তা-ই নয়, অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা-রও সূচনা করেছি। পরিকল্পনার প্রথম অর্থবছরে আমরা প্রবৃদ্ধির হার ৭.৭ শতাংশ অর্জন করার স্বপ্ন দেখছি। ফলে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত থাকবে। মাথাপিছু আয় বাংলাদেশের এই উত্তরণের পেছনে এক বড় চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেছে। ২০০৯ সালে ক্ষমতায় এসেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দ্রুত প্রবৃদ্ধি বাড়ানোর দিকে নজর দিয়েছেন। অবকাঠামোর উন্নয়ন ব্যবসা-বাণিজ্য সহজীকরণ, কভিডের এই সংকটকালে নানা মাত্রিক প্রণোদনা দিয়ে তিনি অর্থনীতির চাকাকে নিরন্তর সচল রেখেছেন। যার ফলে যেখানে ২০০৮-০৯ অর্থবছরে মোট জিডিপির আকার ছিল ১০৩.৫ বিলিয়ন ডলার, সেখানে ২০১৯-২০ অর্থবছরে তা ৩৩০.২ বিলিয়ন ডলার হয়েছে। তার মানে, মোট অর্থনীতির আকার তিন গুণেরও বেশি হয়ে গেছে এই এক যুগে। আমাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার যেহেতু স্থিতিশীল (১ শতাংশের আশপাশে) তাই সহজ হিসাবেই মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির হার তিন গুণের অনেকটাই বেশি। সিডিপির মানদন্ড অনুযায়ী মাথাপিছু আয় এক হাজার ২৩০ ডলার হলেই চলত। ২০২০ সালে আমাদের মাথাপিছু আয় ছিল এক হাজার ৮২৭ ডলার। এখন তো তা দুই হাজার ৬৪ ডলার। আমাদের অর্থনীতির চালিকাশক্তি হিসেবে কৃষির সাফল্যের পাশাপাশি রেমিট্যান্স ও রপ্তানির অগ্রগতির কথা না বললেই নয়। এই এক যুগে রপ্তানি ১৫.৫৭ বিলিয়ন ডলার থেকে বেড়ে ৪০.৫৪ বিলিয়ন হয়েছে। রিজার্ভ সাত বিলিয়ন থেকে বেড়ে ৪৪ বিলিয়নে দাঁড়িয়েছে। দারিদ্র্যের হার ৪৮.৯ শতাংশ থেকে কমে ২০.৫ শতাংশ হয়েছে। কভিডের কারণে সাময়িকভাবে এ হার কিছুটা বেড়েছে।

মাথাপিছু আয়ের মতোই অন্য দুটি সূচকেও বাংলাদেশের অর্জন আশাব্যঞ্জক। জনসম্পদ সূচকের মানদন্ড ৬৬। আমাদের অর্জন ৭৫.৪। অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত ভঙ্গুরতার মানদন্ড ৩২। আমাদের সূচক ২৭। সংখ্যা যত কম হবে, এই সূচক ততই ভালো। সেই বিচারে আমরা জলবায়ু চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা, রোহিঙ্গা সংকটসহ কভিড মোকাবেলায় আশাতীত সাফল্য দেখিয়েছি। সিডিপির চূড়ান্ত সুপারিশ জুন মাসে জাতিসংঘের উচ্চ কমিটি 'ইকোসক'-এ যাবে এবং সেপ্টেম্বরে সাধারণ অধিবেশনে যাবে। কভিড সংকটের কারণে আমরা আরো দুই বছর বেশি সময় পাব প্রস্তুতিমূলক স্বাভাবিক তিন বছরের সঙ্গে। তার মানে, ২০২৬ সালে আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হব।

সবগুলো সূচক পর পর দুবার পূরণ করে এই চূড়ান্ত সুপারিশ অর্জনের কৃতিত্ব আমাদের বিচক্ষণ নেতৃত্বের এবং এ দেশের সব মানুষের। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই সুসংবাদ পাওয়ার পরের দিন যে সংবাদ সম্মেলন করেছেন তাতেও তিনি বলেছেন, এ অর্জন সম্ভব হয়েছে সব জনসাধারণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায়। বিশ্বজুড়ে বাংলাদেশ প্রত্যয়ী ও মর্যাদাশীল একটি দেশ হিসেবে জায়গা করে নেবে। আমাদের উদ্যোক্তাদের জন্য বেশ কিছু বাড়তি সুবিধাও মিলবে এই উত্তরণের ফলে। এলডিসি থাকা মানেই ঝুঁকিপূর্ণ দেশের তালিকায় ছিলাম। তাই আমাদের 'সভরেন রেটিং' বাড়ানো যাচ্ছিল না। সে কারণে বাণিজ্যিক ঋণের জামানত ও সুদ দুটিই বেশি গুনতে হতো। এই উত্তরণের ফলে আমাদের 'কান্ট্রি রেটিং' আরো উন্নত হবে। বহুজাতিক বিনিয়োগকারীদের মনে বাংলাদেশ সম্পর্কে আস্থা বাড়বে। বিদেশি ঋণ প্রাপ্তি সহজতর হবে। সুদের হার কম হবে। আমাদের ব্যবসায়ীদের এলসি কনফারমেশনের জন্য যে খরচ বিদেশি ব্যাংকগুলো দাবি করে তা কমবে। বেশি বেশি বিদেশি বিনিয়োগ এলে দেশে কর্মসংস্থান বাড়বে। আমাদের ভ্যাট, কর তথা রাজস্ব আদায় বাড়বে। এই মুহূর্তে আমাদের কর-জিডিপির অনুপাত খুবই হতাশাজনক। প্রযুক্তির ব্যবহার ও জনবলের দক্ষতা বাড়িয়ে আমাদের রাজস্ব আহরণের গতি বিপুল হারে বাড়াতে হবে।

এই উত্তরণের সুফল হিসেবে উচ্চশিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং স্বাস্থ্য খাতে সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগ বাড়বে। সরকার এরই মধ্যে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, হাইটেক পার্কসহ অনেক মেগাপ্রকল্পের কাজ দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। নয়া বাস্তবতায় অনেক বিদেশি উদ্যোক্তা এসব আধুনিক অবকাঠামোর সুযোগ নিশ্চয় নেবে। আমাদের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আরেকটি অত্যাধুনিক টার্মিনাল নির্মাণের যে কাজ চলছে তাতেও বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আকর্ষণ করা সহজ হবে। উত্তরণের পর আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্য আরো প্রতিযোগিতামূলক হবে। বিদেশি প্রতিযোগীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকতে হলে উত্তরণ-পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশকে আমদানি-রপ্তানি-করনীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন আনতে হবে। চাপে পড়ে হলেও এসব নীতি-সংস্কার আখেরে সবার জন্যই ভালো হবে। একই কারণে আমাদের কারখানাগুলোকে আরো পরিবেশ ও শ্রমিকবান্ধব হতে হবে। সবুজ জ্বালানির ব্যবহার, শ্রমিকের অধিকার নিশ্চিত করার মাধ্যমে আমাদের শিল্প-কারখানাকে আরো আধুনিক ও মানবিক করার তাগিদ বাড়বে। প্রতিযোগী মূল্যে পণ্য রপ্তানির জন্য এই পরিবর্তন অপরিহার্য হবে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে অর্থনৈতিক কূটনীতিকে আরো স্মার্ট করতে হবে।

তবে উত্তরণের পর আমাদের চলমান বেশ কিছু সুযোগ-সুবিধাও হারাতে হবে। একমাত্র দক্ষতা অর্জন করেই সেই ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়া সম্ভব। তবে ভারত, চীন এবং উন্নত দেশগুলোতে এখন যে শুল্ক সুবিধা আমাদের রপ্তানিপণ্য পেয়ে থাকে, তা হয়তো উঠে যাবে ২০২৬-এর পর। তবে ইউরোপীয় ইউনিয়নে তা ২০২৯-এর আগে উঠবে না। আমরা উপযুক্ত অর্থনৈতিক কূটনীতি পরিচালনা করতে পারলে প্রস্তুতি পর্বের এই সময়সীমা আরো বাড়াতে পারি। এমনকি ভিয়েতনামের মতো উন্নত দেশ ও জোটের সঙ্গে মুক্তবাণিজ্য চুক্তিও করতে পারি।

আমাদের জাতির মননে বঙ্গবন্ধু যে লড়াকু মানসিকতা গেঁথে দিয়ে গেছেন এবং বঙ্গবন্ধুকন্যা যেভাবে বিচক্ষণতার সঙ্গে আমাদের উন্নয়ন অভিযাত্রার নেতৃত্ব দিচ্ছেন–সেসবই আমাদের এই প্রাপ্তির পেছনে বড় ভূমিকা রেখেছে। আর আমাদের পরিশ্রমী মানুষের লড়াই করে এগিয়ে যাওয়ার সক্ষমতার কথা আর নতুন করে না-ই বা বললাম। তবে এটিই গল্পের শেষ নয়।

তবে মনে রাখতে হবে যে এলডিসি হিসেবে এত দিন মেধাস্বত্ব, পেটেন্ট, আইসিটি ও সেবা খাতে বিশেষ বিশেষ যেসব সুবিধা পেতাম, উত্তরণের পর সেসব উঠে যেতে পারে। আমাদের ওষুধশিল্প ২০৩৩ পর্যন্ত উন্নত বিশ্বে শুল্কবিহীন সুবিধা পেতেই থাকবে। ওই সময় পর্যন্ত আইপিআরের শর্তগুলোও শিথিল থাকবে। প্রযুক্তি ও কাঁচামালও আমরা সহজ শর্তে আমদানি করতে পারব। এরপর আমাদের নিজস্ব গবেষণা, পেটেন্টসহ উন্নততর বাণিজ্যে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে হবে। গার্মেন্ট খাতেও এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার মানসিকতা আমাদের গড়ে তুলতে হবে। যুক্তরাষ্ট্রে কিন্তু শুল্ক দিয়েই আমরা আরএমজি রপ্তানিতে আমাদের শক্তিমত্তা দেখাচ্ছি। জলবায়ু তহবিলেও আমাদের জন্য বরাদ্দ কমে যেতে পারে। তবে এ ক্ষেত্রে আমরা খুব বেশি অর্থ কিন্তু পাইনি। শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ মানবসম্পদ উন্নয়নে যেসব বৃত্তি, অনুদান আন্তর্জাতিক ও উন্নত দেশ থেকে পেয়ে থাকি, সেসব হয়তো কমে যাবে। তবে দর-কষাকষি করে খানিকটা রক্ষা করাও সম্ভব। বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, এডিবি, জাইকা–তাদের দীর্ঘমেয়াদি ঋণের সুদের হার খানিকটা বাড়াবে। এ প্রক্রিয়া এরই মধ্যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে শুরু হয়ে গেছে। তবে ভয় পেলে চলবে না। কৃষি ও রপ্তানিপণ্যের বহুমুখীকরণ ও প্রযুক্তির ব্যবহার আমরা নিশ্চয় তাদের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে সক্ষম। অবকাঠামোর উন্নয়ন, ব্যবসার পরিবেশ সক্ষমতা, বন্দর ও লজিস্টিক ব্যবস্থাপনায় সক্ষমতা বাড়িয়ে নিশ্চয় শুল্ক দিয়েও আমাদের পণ্যকে বিশ্বে প্রতিযোগী করে তুলতে পারি। তাই এখন আমাদের নতুন পণ্য, নতুন বাজার এবং উৎপাদন পদ্ধতিকে আধুনিক করার দিকে মনোযোগ দিতে হবে। আমরা যদি আগামী দিনে জ্ঞানভিত্তিক ও সবুজ অর্থনীতির দিকে মনোযোগ দিই এবং সে জন্য কাঙ্ক্ষিত মানবসম্পদ উন্নয়ন করতে পারি, তাহলে উত্তরণের পরেও বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে জোর কদমে।

আমাদের জাতির মননে বঙ্গবন্ধু যে লড়াকু মানসিকতা গেঁথে দিয়ে গেছেন এবং বঙ্গবন্ধুকন্যা যেভাবে বিচক্ষণতার সঙ্গে আমাদের উন্নয়ন অভিযাত্রার নেতৃত্ব দিচ্ছেন–সেসবই আমাদের এই প্রাপ্তির পেছনে বড় ভূমিকা রেখেছে। আর আমাদের পরিশ্রমী মানুষের লড়াই করে এগিয়ে যাওয়ার সক্ষমতার কথা আর নতুন করে না-ই বা বললাম। তবে এটিই গল্পের শেষ নয়। আমাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির যে ধারার সূচনা করেছি তা শুধু অক্ষুণ্ন নয়, আরো গতিময় করতে হবে। দক্ষিণ কোরিয়া তেমনটি করেই আজ উন্নত দেশ। ভিয়েতনামও সেই পথে হাঁটছে। মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড এবং চীনও একই পথের যাত্রী। তাই কোনো দিকে না তাকিয়ে দেশি-বিদেশি সম্পদের সমাবেশ করে অন্তর্ভুক্তিমূলক উচ্চ প্রবৃদ্ধির পথেই আরো অনেকটা পথ হাঁটতে হবে। এলডিসি থেকে উত্তরণ করলে আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে স্বল্প সুদে ঋণ পাব না, জাতিসংঘ থেকে অনুদান এবং সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য ফ্রি টিকিট পাব না–এসব অবান্তর ভাবনা থেকে আমাদের বের হয়ে আসতে হবে। আমরা এখন আর কতই বা অনুদান ও রেয়াতি সুদে বিদেশি ঋণ নিই? প্রায় সব ঋণই তো 'নন-কনসেশনাল' হয়ে গেছে। ভূ-রাজনৈতিক বাস্তবতার সুযোগ নিয়ে শক্তিশালী প্রতিযোগী হিসেবেই বাংলাদেশকে বিশ্ব অর্থনীতির মাঠে দৌড়ে খেলতে হবে। চীন থেকে অনেক বিদেশি উদ্যোক্তাই 'রুলস অব অরিজিন'-এর সুযোগ নেওয়ার জন্য বাংলাদেশে আসতে শুরু করেছেন। বাংলাদেশ থেকেই বিদেশিরা তাঁদের পণ্য রপ্তানি করবেন। আমাদের খেয়াল রাখতে হবে, এসব পণ্য রপ্তানি থেকে তাঁদের আয়ের একটি বড় অংশ যেন বাংলাদেশেই পুনঃ বিনিয়োগ হয়। আমাদের মধ্য ও উচ্চ আয়ের মানুষের সংখ্যাও দ্রুত বাড়ছে। তাদের উচ্চমানের পণ্যের ভোগের চাহিদাও বাড়ছে। বাড়ন্ত এই অভ্যন্তরীণ বাজারের দিকে নিশ্চয় বিদেশি বিনিয়োগকারীদেরও মনোযোগ রয়েছে। তাই আমাদের দেশীয় বাজারেও প্রযুক্তিনির্ভর নয়া পণ্যের বিকিকিনি বাড়বে।

আমাদের তাই দ্রুতই 'নিট আমদানিকারক' দেশের পরিচয় ঘুচিয়ে আরো আমদানিবিকল্প এবং রপ্তানিমুখী শিল্প গড়ার প্রাতিষ্ঠানিক ও অবকাঠামোগত সুযোগ বাড়িয়ে যেতে হবে। রপ্তানি পণ্যের কাঁচামাল আমাদের দেশেই দেশি-বিদেশি উদ্যোক্তারা আমাদের ইপিজেড, বেজা, বেপজা, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে উৎপাদন করবেন–সেই সক্ষমতা অর্জনের দিকেই আমাদের নীতি-মনোযোগ বাড়াতে হবে। এরই মধ্যে আমরা সিমেন্ট, পেট্রো কেমিক্যাল, উন্নতমানের বড় সুতা উৎপাদনে প্রভূত উন্নতি করেছি। এসব সহায়ক শিল্পের উন্নয়নে একদিকে দেশি বাজারের জন্য শিল্পায়নের জন্য কাঁচামালের চাহিদা মিটছে, অন্যদিকে আমাদের প্রতি ইউনিট রপ্তানি আয় থেকে মূল্য সংযোজনও বাড়ছে।

আমাদের উন্নয়নের এই ধারাকে আরো বেগবান করতে তাই সরকারকে অবারিত বিদ্যুৎ সরবরাহ, নির্ঝঞ্ঝাট পরিবহন, দক্ষ বন্দর ব্যবস্থাপনা, দক্ষ জনশক্তি এবং ডিজিটাল গভর্ন্যান্সকে আরো উন্নত করার যেসব নীতি বর্তমান সরকার গ্রহণ করেছে, সেগুলো যেন চলতে থাকে। পাশাপাশি আমাদের সক্রিয় ব্যক্তি খাতকে আরো দক্ষ করার জন্য ব্যবসায় সহায়ক নীতি, তথ্য, আর্থিক খাতের আরো আধুনিকায়ন ও সুশাসন এবং সর্বোপরি মহামারি-উত্তর নয়া পৃথিবীতে নিজেদের শক্তিমত্তা বজায় রাখতে সবুজ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক টেকসই উন্নয়নের কৌশলকে আরো জোরদার করার কোনো বিকল্প নেই। এসব নীতি রূপান্তরের প্রশ্নে বঙ্গবন্ধুকন্যা পুরোপুরি অঙ্গীকারবদ্ধ। নেতৃত্বের এই গুণপনা আমরা এই অভাবনীয় মহামারি প্রতিরোধে, বিশেষ করে টিকা ব্যবস্থাপনায় খুব মনোযোগের সঙ্গে দেখেছি। বোঝাই যায়, তিনি অনেক দূরে দেখতে পান। এলডিসি থেকে উত্তরণ-উত্তর পর্বে এই নীতি-বিচক্ষণতা এবং আমাদের সরকারি-বেসরকারি-সামাজিক সক্ষমতা অর্জনের স্পৃহা অব্যাহত থাকুক। নিশ্চয় সামনের দিনগুলো হবে আমাদের।

লেখক: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু চেয়ার অধ্যাপক এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৪ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৫ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদের-কে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

বাংলাদেশ কম্যুনিটিতে এখন সবচেয়ে বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজন্সি

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া



SUPER WINTER SALE

আমরা IATA অনুমোদিত

ফোন: 718-721-2012

উমরাহ্ স্পেশাল

★ হোটেল ★ ভিসা ★ ট্রান্সপোর্টেশান

KUWAIT AIRWAYS

QATAR AIRWAYS القطرية

Emirates

TURKISH AIRLINES

السعودية SAUDIA

আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়

Digital Travel Astoria

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া

2578, 31st Street, Astoria, NY 11102

সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে 30th Avenue Station

Cell: 917-459-7181

We are on Facebook

website: www.digitaltraveltour.com

সাপ্তাহিক ২৫ বছরে
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

মুসলিম সংস্কৃতি প্রসঙ্গে

শাহ্ আব্দুল হান্নান

আমার এক নিকটাত্মীয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্সে পড়ে এবং একটি ছাত্রীনিবাসে থাকে। তার কিছু অভিজ্ঞতা শুনে অবাক হলাম। বিষয়টি যেহেতু মুসলিম জাতিসত্তা ও মুসলিম পরিচিতির সাথে সম্পৃক্ত, তাই এটি একাধারে গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর। সে আমাকে জানাল, আজকাল বেশ কিছু মুসলিম মেয়ে পয়লা বৈশাখ, পয়লা ফাল্গুন এবং অন্য কিছু দিবসে হাতে শাঁখা ও মাথায় সিঁদুর দেয়। এটা বেশি ঘটে থাকে চারুকলা ও সঙ্গীত বিভাগে। কিছু মুসলিম মেয়ে পূজায় শাঁখা-সিঁদুর পরে শরিক হচ্ছে এবং সে দিনের জন্য নতুন কাপড় কেনে। সে আরো বলল, হিন্দু মেয়েরা তাকে জিজ্ঞাসা করেছে, মুসলিম মেয়েরা এরকম করে কেন? তারা তো ঈদের দিন এ রকম করে না।

মুসলিম পরিচয় ও জাতিসত্তা সম্পর্কে বিভ্রান্তি এর কারণ বলে মনে হয়। ইসলাম অন্য ধর্মের লোকদের ধর্মীয় স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। তাদের সংস্কৃতি তারা চর্চা করবে, এ ব্যাপারে তাদের সব অধিকার রয়েছে। কিন্তু এর মানে এই নয় যে, তাদের ধর্মীয় সংস্কৃতি মুসলিমদের গ্রহণ করতে হবে। মক্কায় অবতীর্ণ সূরা আল কাফিরুনে বলা হয়েছে, 'তোমাদের ধর্ম তোমাদের এবং আমার ধর্ম আমার'। এই আয়াতের অনেক সাংস্কৃতিক গুরুত্ব রয়েছে। এখানে একই সাথে বলা হয়েছে, অন্য জাতির ধর্মীয় স্বাধীনতা থাকবে। কিন্তু তাদের ধর্মীয় আচার-আচরণ গ্রহণ করা হবে না। 'আমার ধর্ম আমার' বলার তাৎপর্য এটাই। এর অর্থ, অন্য ধর্মের বিশ্বাস ও সংস্কৃতি মুসলিমরা গ্রহণ করতে পারে না। রাসূল সা: নিজেও অন্য ধর্মের সংস্কৃতি গ্রহণ নিষিদ্ধ করেছেন। সব ক্ষেত্রে তিনি মুসলিম ও অমুসলিম সংস্কৃতির পার্থক্য দেখিয়ে দিয়েছেন, যাতে মুসলিম স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট হয়।

মুসলিম জাতিসত্তা সম্পর্কে অনেকের ধারণা পুরোপুরি নেই। অথচ এটা জানা দরকার। না জানলে নানা বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে পারে। আমার এক নিকটাত্মীয়ের নাম নাজমুস সাকিব। তাকে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছিলাম, তোমার নামের উৎস কী? এ দেশের মুসলিমরা কেন সব খাবারের ক্ষেত্রে হারাম-হালালের বিষয়টি মেনে চলে? কেন বাংলাদেশের বেশির ভাগ নারী ও কিশোরী মাথা ঢেকে চলে ও ওড়না পরে? কেন তারা মদ-জুয়াকে নিষিদ্ধ মনে করে? কেন বাংলাদেশের মুসলিমরা স্রষ্টা একজন এবং তার শরিক নেই মনে করে? কেন প্রায় সব ঘরে কুরআন আছে? কেন তা তিলাওয়াত করা হয়? এ রকম আর কোনো গ্রন্থ আছে কি? প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর এটাই যে, এসব এসেছে ইসলাম থেকে, কুরআন থেকে, রাসূল সা: থেকে। এসবের উৎস কোনো স্থান বা কোনো দেশ নয়। রাসূল সা: ছাড়া অন্য কোনো নেতা নয়। উপরিউক্ত বিষয়গুলো বুঝলে আমরা মুসলিম জাতিসত্তা ভালো করে বুঝতে পারব।

নামকরণ সম্পর্কে কিছু কথা বলতে চাই। সারা বিশ্বে মুসলিমরা তাদের নাম প্রধানত আরবিতে রাখে। স্থানীয় ভাষার কিছু অংশ নিলেও যেমন– ইন্দোনেশিয়া; কিন্তু মূল অংশ আরবি। আজকাল অনেকে আরবি ঐতিহ্যের নাম বদলিয়ে দিতে চেষ্টা করছেন। অনেকে বাংলা নাম চালু করার পক্ষে। কিন্তু এটা হবে আমাদের হাজার বছরের ঐতিহ্যের বিরোধী। আমাদের নামের ঐতিহ্য থাকতে হবে। আরেকটি কথা। আমরা অনেকে ডাকনাম রাখি আলাদা করে। কিন্তু এ রকম ধারা পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে নেই। মূল নামেরই একটি অংশ দিয়ে ডাকা হয়। যেমন– মোহাম্মদ জাফর। তাকে জাফর বলে ডাকা হয়। তার জন্য ডাকনাম বকুল, শিমুল ইত্যাদি রাখা হয় না। এই ঐতিহ্য চালু হওয়া ভালো যে, আমরা ডাকনাম আলাদা করে না রেখে মূল নামেরই একটি অংশ দিয়ে ডাকব। যেমন আগেই উল্লেখ করেছি। আরেকটি উদাহরণ, যেমন– মোহাম্মদ তোফাজ্জল হোসাইনকে হোসাইন বলে ডাকা যায়। এ জন্য আলাদা করে হীরা, মুক্তা, আরজু, খোকন এসব নাম রাখার দরকার নেই। বিষয়টি বিবেচনা করে দেখবেন। ইমাম, আলেম ও অন্যান্য মুসলিম নেতাকে এই লেখার সব ক'টি বিষয় বিবেচনা করে জনমত সৃষ্টি করার জন্য অনুরোধ করছি।

লেখক: সাবেক সচিব, বাংলাদেশ সরকার

EFFICIENT MEDICAL CARE DHAKA DENTAL P.C.

ডা. বর্ণালী হাসান এমডি ও ডেন্টিস্ট মাহফুজুল হাসান ডি.ডি.এস
দুটি অফিসের মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসা সেবা দিয়ে আসছেন


DR. MAHFUJUL HASAN D.D.S


DR. BORNALI HASAN MD

উভয় অফিসে এপয়েন্টমেন্টের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

চিকিৎসা সেবায় আগ্রহী ব্যক্তিরা যেকোন একটি অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন। প্রায় সব ধরনের মেডিকেইড, প্রাইভেট এবং ইউনিয়ন ইনসিওরেন্স গ্রহণ করা হয়।

মেডিকেইড, ফিডালিস কেয়ার, হেলথ ফার্স্ট ও এ্যাফিনিটি ইনসিওরেন্সের গ্রাহকেরা তাৎক্ষণিক ভাবে দাঁতের চিকিৎসা নিতে পারেন।

আমাদের শাখা দু'টি

JAMAICA
170-09 Hillside Ave. Jamaica, NY 11432
Tel: (718) 291-2710 (MEDICINE),
(718) 480-8877 (DENTAL)

SUNNY SIDE
40-14 Green Point Ave. Sunnyside, NY 11104
Tel: (718) 392-2858 (MEDICINE),
(718) 779-1300 (DENTAL)

General Dentist :
Dr. Hatim Gandhi, D.D.S
Dr. Frederik Fisher, D.D.S

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী



- ইমিগ্রেশন
- রিয়েল এস্টেট
- এক্সিডেন্ট
- ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
- ব্যাংক্রাপসি
- ডিভোর্স সহ বিভিন্ন

সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।

মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, Email: azizbbu@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ

অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।



SHARIF TAX SERVICE


SHARIF Q. ALAM (HIRA)
B.Sc. (Hons), MS, DU
20 Years experience
Tax Prepare
NYS-Lic! Real Estate Sale agent

IRS Authorize e-file provider
37-47 77th Street,
Jackson Heights, NY 11372
PH: 917-547-7298
917-858-4249
e-mail: shariftaxservice@gmail.com

SERVICES:
- Tax Service
- Immigration
- Real Estate

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা ন্যূনতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার খ ঠরংধ'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিগ্যালাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282, Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

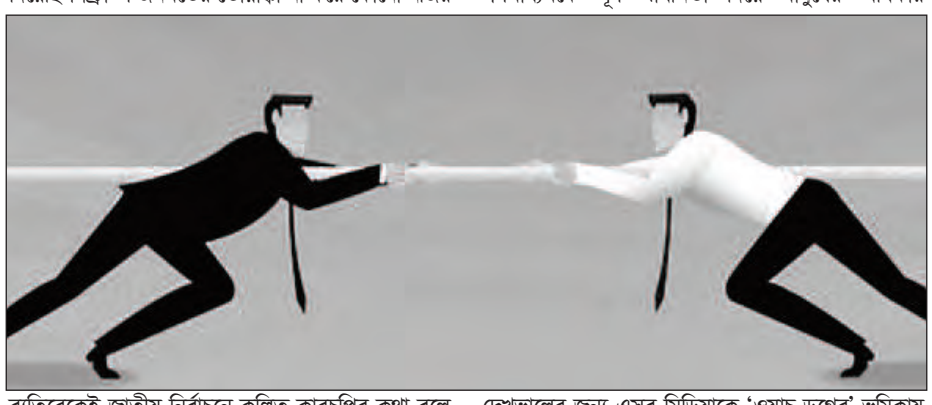
দেশ অসুস্থ রাজনৈতিক শৈলী নিয়ে চলছে



সালাহউদ্দিন বাবর

সব গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই একটা সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। এটা রাজ-নীতির শৈলী ও সৌন্দর্য বটে। রাজনীতি কূটচালের প্রাধান্য থাকবে, আন্তঃদলের সাথে দ্বন্দ্ব ও প্রতিযোগিতা ও ভোটযুদ্ধে পরস্পর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকবে এটা স্বাভাবিক। কিন্তু নীতি ও মতের পার্থক্য সত্ত্বেও পরস্পরের মধ্যে শ্রদ্ধা ও সহমর্মিতা পোষণের শিষ্টাচারের অনেক দৃষ্টান্তই দেখা যায়। নীতির কারণে ভিন্ন দলের সাথে বৈরিতা ও অসুস্থ প্রতিযোগিতা দৃশ্যমান কোথাও কোথাও হলেও রাজনীতির অঙ্গনের প্রকৃত আদর্শ স্থাপনকারীরা নিজ মত পোষণ এবং বাস্তব জীবনের নিজের বিশ্বাস ও আদর্শের প্রতি অটল থাকা, তার প্রচার ও অনুশীলন করা সত্ত্বেও আর ভিন্ন দলের আদর্শের প্রতি অনাস্থার পরও তাকে অশ্রদ্ধা অকারণ নিন্দা পরিহার করে থাকেন। অপরকে তার মতের ওপর আস্থায় রাখার জন্য, নিন্দা না করে তার ভিন্ন মত পোষণের অধিকারকে স্বীকার করে অপূর্ব সহিষ্ণুতা দেখান। তারা বিরুদ্ধবাদীদের বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে তাকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা করার নীতিতেই বিশ্বাসী। এর ফলে সেখানে রাজনীতিতে সঙ্ঘাত সংঘর্ষ এড়ানো সম্ভব হয়। এই পথ অনুসরণ করলে রাজনীতি হয়ে ওঠে 'বুদ্ধির যুদ্ধ'। সে যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে নিজের রাজনৈতিক বিশ্বাসের শ্রেষ্ঠত্ব এভাবেই প্রতিষ্ঠা করে থাকেন। এমন পথ থেকে বিচ্যুতি ঘটলে রাজনৈতিক দলগুলো একসময় হয়ে উঠবে মাসলম্যানদের ক্লাব। দলের আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাবে শক্তি ও সংঘর্ষ সঙ্ঘাত। জনমতের প্রতি শ্রদ্ধা যে রাজনীতির প্রধান দর্শন তা আর বজায় থাকবে না। শুরু হয়ে যাবে শক্তির প্রদর্শনী, যার অনিবার্য ফল হবে জীবনক্ষয়ের বিষয়। দীর্ঘ দিনের অনুশীলন ও চর্চার ফলেই আজকে ক্ষমতার হাতবদল ঘটছে জনমতের প্রাধান্যে। না হলে ফিরে যেতে হতো অতীতের সেই জংলি শাসনে। পথ পরিহার করায় বিশ্বের শান্তি সংহতি প্রতিষ্ঠা হয়েছে বটে। তবে পৃথিবীর সর্বত্র এমন অর্জন সম্ভব হয়নি। বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের বহু দেশেই ক্ষমতার হাতবদলের প্রক্রিয়া আজো এমন মসৃণ হয়ে উঠেনি। সেখানে গণতন্ত্রের ব্যাখ্যাও সার্বজনীন নয়। আরো পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, বাংলাদেশেও গণতন্ত্রের পথ এখনো এমন মসৃণ তো নয়ই বরং এত বেশি কন্টকাকীর্ণ যে, নিয়তই এখানে ঘটছে সংঘর্ষ, সংঘাত ও প্রাণহানি।

এ দিকে পশ্চিমা দুনিয়ায়ও সম্প্রতি ঘটে গেছে এক দুর্যোগ। মাত্র কিছুদিন আগে যুক্তরাষ্ট্রেও রাজনীতিতে সৃষ্টি হতে চলেছিল সেই পুরনো দিনের দ্বন্দ্ব সঙ্ঘাতের পুনরাবৃত্তি। এই অঘটনের মূলে ছিল জনমতের প্রতি অনাস্থা এবং আইনের সরল পথ থেকে বিচ্যুতি। ফলে সে দেশের গণতন্ত্রের শত বছরের যে শৈলী ও ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে, তাকে নস্যাৎ করার প্রয়াস চালিয়ে ছিলেন সে দেশেরই বিগত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তার এই বিচ্যুতির কারণে যুক্তরাষ্ট্রে ঐতিহ্য বিনষ্ট হয়েছে তো বটেই সেই সাথে মার্কিন নাগরিকদের মধ্যে ব্যাপক সঙ্ঘাত ও বিভেদ সৃষ্টির প্রবল আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল।ট্রাম্প জনমতের তোয়াক্কা না করে কোনো নজির



ব্যতিরেকেই জাতীয় নির্বাচনে কল্পিত কারচুপির কথা বলে গোটা যুক্তরাষ্ট্রকে ভয়াবহ এক বিভেদ ও বিপর্যয়ের মুখোমুখি করেছিলেন। তিনি এত দূরও বলেছিলেন, আমেরিকান নির্বাচনকে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর কারচুপির পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে; অথচ তার সেই ভুয়া অভিযোগ যুক্তরাষ্ট্রের স্বচ্ছ নির্বাচন পরিচালনাকারীদের ললাটে কালিমা লেপনের অশুভ চেষ্টা এবং তিনি অন্ধ স্বার্থেই তা করেছিলেন। তার এমন আচরণ যদি পর্যালোচনা করা যায় তবে এটাই প্রতীয়মান হবে যে, তৃতীয় বিশ্বের যেসব খল রাজনীতিক নির্বাচনে জনগণের দেয়া রায়কে বরাবরই যে ভাবে নস্যাৎ ও ফল উল্টে দেয়ার ব্যবস্থা করে থাকেন,ট্রাম্পও সেভাবে ফল উল্টে দেয়ার চেষ্টা করেছেন। নির্বাচনের ফলাফলকে অনুমোদন দেয়ার জন্য সে দেশের জনপ্রতিনিধিদের ক্যাপিটল ভবনে অনুষ্ঠিত সম্মেলনেও ট্রাম্প তার উগ্র সমর্থকদের লেলিয়ে দিয়েছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রসহ গোটা গণতান্ত্রিক বিশ্ব এবং আন্তর্জাতিক মিডিয়া এর তীব্র নিন্দা করেছে। এরপরও তার এতটুকু সম্বিত ফিরে আসেনি। তিনি নিজেকে মূলত ক্ষমতালিপ্সু একজন কান্ডজ্ঞানহীন ব্যক্তি হিসেবেই বিশ্বের দরবারে তুলে ধরেছেন মার্কিন রাজনীতিতে যা অভূতপূর্ব।

সে যাই হোক, আমরা মূল আলোচনায় ফিরে আসতে চাই। রাজনীতির উত্তম শৈলী ও সদাচরণ নিয়েই আমরা আলোচনা শুরু করেছিলাম। গণতন্ত্রকে যারা মূলমন্ত্র হিসেবে বিবেচনা করেন তারা ক্ষমতাসীন হলে জনকল্যাণের পাশাপাশি রাষ্ট্রে জবাবদিহিমূলক প্রশাসনকে আরো শক্তিশালী করার প্রচেষ্টা চালান; যাতে সমাজ ও রাষ্ট্রে শুদ্ধাচারের নীতি প্রতিষ্ঠা পায় এবং ন্যায় থেকে অন্যায়কে পৃথক করার কোনো উদ্যোগই যাতে বাধাগ্রস্ত না হয়। সমাজে গণতন্ত্র মানবিক মূল্যবোধ যাতে বিঘ্নিত হতে না পারে সে জন্য স্বাধীন মতপ্রকাশের সব গণমাধ্যমকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে মানুষের অধিকার দেখভালের জন্য এসব মিডিয়াকে 'ওয়াচ ডগের' ভূমিকায় রাখা হয়।

তবে এসব গণতান্ত্রিক দেশের অনেকগুলোতেই, সেখানে বসবাসকারী বহু মানুষ বৈষম্যের শিকার হন না এমন নয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের স্বাধীনতা সঙ্কুচিত করা হচ্ছে। ধর্ম, বর্ণ, ভাষা এবং ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী তাদের অনেক অধিকার ভোগ করতে পারেন না। বিশেষ করে ধর্ম ও বর্ণের নিরিখে বহু মানুষ নিগৃহীত হয়ে থাকেন এমন কি তাদেরকে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকের মতো করে রাখা হয়। তাদের বহু অধিকার ভোগ করার ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হতে হচ্ছে। যেমন ভারত নিজেকে 'গণতন্ত্রের চ্যাম্পিয়ন' হিসেবে জাহির করার সর্বাত্মক চেষ্টা চালায়। কিন্তু সেখানে উগ্র ধর্মান্ধরা যারা বর্তমান সরকারের সমর্থক তারা সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠীর সদস্যদের প্রতিনিয়ত চরমভাবে আক্রমণ করে থাকে এবং বহু মুসলিম নর-নারীকে এতে জীবন দিতে হয়। ভারতে মুসলিম জনগণের বহু অধিকার এমনকি তাদের নাগরিকত্ব পর্যন্ত হরণ করে নেয়া হয়েছে। সে দেশের সরকারই বস্তুত এমন বৈষম্যমূলক আচরণ করে এবং তাদের সমর্থকদের সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে থাকে।

তৃতীয় বিশ্বে গণতন্ত্রের স্বরূপ একেবারেই ভিন্ন, তা উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এসব দেশে গণতন্ত্র নিয়ে এতটা বাগাড়ম্বর করা হয় যা বাইরের পৃথিবীকে বিভ্রান্ত করছে। এসব দেশের গণতন্ত্রের ব্যাখ্যা শাসকশ্রেণীর মর্জিমাফিক হয়ে থাকে। দেশের শাসকদের মেজাজ মর্জি, চিন্তা ও আচরণকেও সুষমামন্ডিত করার জন্য সরকারের পেটোয়া সাংবাদিক বুদ্ধিজীবী সাংস্কৃতিক কর্মীরা লাগাতারভাবে সব ভ্রান্ত মতের প্রচার কাজে নিয়োজিত থাকেন। এসব সংগঠনের মোকাবেলায় নিরপেক্ষ কোনো প্লাটফর্ম সৃষ্টির চেষ্টা করার কোনো উদ্যোগই সফল হতে পারে না। কেননা প্রশাসন সৃষ্টি করে থাকে নানা বাধা বিপত্তি। তাই এমন উদ্যোগ গ্রহণকারীরা নানা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়ে থাকেন। একটা চরম অবরুদ্ধ পরিবেশে তাদের জীবন যাপন করতে হয়। এমন দেশে ক্ষমতাসীনদের সমর্থক যারা সরকারের ছত্রছায়ায় গড়ে উঠেন, তারা মূলত পেশিতন্ত্রে বিশ্বাসী। তাদের প্রধান কাজ হচ্ছে, সরকারের সহায়তা এবং বিরুদ্ধবাদীদের শায়েস্তা করা। এভাবে সাধারণ জনগণের মত ও তাদের স্বাধীন আকাংখা পন্ড করে দিয়ে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার ন্যক্কারজনক ভূমিকা রাখা হয়। এসব পেটোয়া সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় অপ্রতিরোধী হয়ে ওঠে। জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সমৃদ্ধি বা নিরাপত্তার বিষয়গুলো সেই সমাজে মূল্যহীন। এসব সমাজে সঙ্ঘাত সন্ত্রাস মূলত যেন নিত্যদিনের স্বাভাবিক ঘটনা। মানবিক মূল্যবোধের চর্চা যেখানে নেই সেখানে ন্যায়-অন্যায়ের প্রভেদ, সুনীতিকে দুর্নীতি থেকে পৃথক করা মহৎ চেতনা ও সুবিবেচনা দুর্লভ বিষয় হয়ে ওঠে। সেখানে আইন কানুনের কোনো কমতি নেই। কিন্তু তা শুধু কেতাবেই লিপিবদ্ধ। এসব বিধিবিধানের কোনো অনুশীলন নেই। ক্ষমতার স্বার্থে যা দরকার সেটিই সেখানে আইন এবং সামগ্রিক অধিকার কোনো বিবেচনার বিষয় নয়।

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের এক সদস্য দেশ। তাই এখানে তৃতীয় বিশ্বের ভিন্ন রাষ্ট্রের সব বৈশিষ্ট্যই প্রবলভাবে দৃশ্যমান। প্রতিটি দেশের পথ চলার জন্য তাদের শাসনতন্ত্র বা সংবিধান রয়েছে। সেগুলো নিয়ে আলোচনা অর্থহীন কেননা সব বিধানই প্রকৃতপক্ষে স্বৈরাচার তৈরি করে থাকে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সংবিধান নানা বিবেচনায় স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এ জন্য অবশ্যই প্রশংসা করা যেতে পারে। কিন্তু এই শুদ্ধ গ্রন্থের সব বিধিবিধান অনুশীলন করা হয় না। এখানেও স্বার্থ সুবিধার বিষয়গুলো দেখেশুনে এবং বেছে বেছে চর্চার নজির রয়েছে। বিশেষ করে গণতন্ত্র, মৌলিক মানবাধিকার, আইনের শাসন কায়েমের যেসব ধারায় দিকনির্দেশনা রয়েছে তা সযতনে পাশ কাটিয়ে যাওয়া হয়। ফলে জনমানুষের অধিকার ও আইনের আশ্রয় লাভ করা দুরূহ। স্বাভাবিকভাবেই (বাকি অংশ ৩০ পাতায়)

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।

বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর

২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে

প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়

ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই



নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়



আমরা বাংলায় কথা বলি

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।

❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ (347) 851-2688

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।

ইমিগ্রেশন ও আপনি



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি' শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্য রইলো আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ।

আশাকরি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এই বিভাগ আপনাদের জন্যে। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনার এতটুকু হলে আমরা আনন্দিত হবো।

প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহেও আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

দুটি ইমিগ্রেশন বিলের উপর হাউজে ভোট গ্রহণ এ সপ্তাহেইঃ

হাউজে মেজরিটি লিডার স্টেনি হয়ার (ডি-মেরিল্যান্ড) গত ২ মার্চ মঙ্গলবার বলেছেন যে, দুটি ইমিগ্রেশন বিলের উপর হাউজে এ সপ্তাহেই ভোট গ্রহণ করা হবে। প্রথম বিলটিতে আনডকুমেন্টেড কৃষি কাজের জন্য পার্লামেন্ট রেসিডেন্সির সুযোগ থাকবে। অন্য বিলটি হবে বিভিন্ন স্টেটে শিশুকালে আসা অবৈধ ইমিগ্র্যান্টদের সিটিজেনশীপের আবেদন করার সযোগ সংক্রান্ত। বিল দুটি হচ্ছেঃ

কৃষি শ্রমিক আধুনিকায়ন বিল এবং আমেরিকান ড্রিম এবং প্রতিশ্রুতি এ্যাক্ট।

উল্লেখ্য যে, দুটি বিলই গত কংগ্রেসের সময় হাউজে দ্বি-দলীয় সমর্থনে পাশ হয়েছিল।

কৃষি শ্রমিক আধুনিকায়ন এ্যাক্টঃ

কৃষি শ্রমিক আধুনিকায়ন বিলটি গত সপ্তাহে ৩ মার্চ কংগ্রেসম্যান জো লফগ্রেন (ডি-সিএ) এবং কংগ্রেসম্যান ড্যান নিউহাউজ (আর ডব্লিউএ) পুনরায় উত্থাপন করেছেন। এটা অনুরূপ সেই বিল যেটি গত ২০১৯ সালে হাউজে পাশ হয়েছিল। বিলটিতে দলের সদস্যদের সমর্থন রয়েছে এবং মার্চের শেষ নাগাদ হাউজ ফ্লোরে আসবে। বিলটি আইনে পরিণত হলে কৃষিখাতে কাজ করার জন্য শ্রমিকদের ওয়ার্ক অথরাইজেশন দেয়া হবে।

বিলটি জরুরী বৈশিষ্টগুলো হচ্ছেঃ

ক) বিলটি কৃষি শ্রমিকদের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছে (তাদের স্বামী-স্ত্রী এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান) তাদের জন্য একটি কর্মসূচি প্রতিষ্ঠা করা যাতে তারা কৃষি কর্মের ধারাবাহিকতায় বৈধ স্ট্যাটাস অর্জন করতে পারে।

খ) কৃষি শ্রমিক হিসেবে ২ বচওে কমপক্ষে ১৮০ দিন কাজ করে অস্থায়ী স্ট্যাটাস সার্টিফায়েড এগ্রিকালচার ওয়ার্কার (সিএডব্লিউ) অর্জনের সুযোগ। সিএডব্লিউ স্ট্যাটাস (প্রতি বছর ১০০ দিন কমপক্ষে কাজ করলে) নবায়ন করা যাবে অনির্দিষ্টকালের জন্য।

গ) আবেদনকারীর (স্বামী/স্ত্রী এবং সন্তানসহ) ব্যাকগ্রাউন্ড চেক এবং কঠিন ক্রিমিনাল ও জাতীয় নিরাপত্তা বাধা পার হতে হবে।

ঘ) এর বাইওে আর কিছু করতে হবে না। তবে দীর্ঘ সময় কাজ করে যারা এদেশে থাকতে আগ্রহী তারা ১ হাজার ডলার জরিমানা সাপেক্ষে দীর্ঘকাল কৃষি শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে পারলে গ্রিনকার্ড লাভের সুযোগ পাবেন। যেমনঃ

১) এই বিল আইনে পরিণত হওয়ার তারিখের পূর্বে ১০ বছর কৃষি শ্রমিক হিসেবে কাজ করেছে এমন শ্রমিকদের এ ধরনের কাজে আরও অতিরিক্ত বচর পূর্ণ করতে হবে।

২) আবার ১০ বছরের কম কম কাজ করলে তাকে কৃষি শ্রমিক হিসেবে অতিরক্ত ৮ বছর পূর্ণ করতে হবে।

আমেরিকান ড্রিম এ্যান্ড প্রমিজ এ্যাক্টের জরুরী বৈশিষ্ট্যঃ

ক) এই বিলের সাথে নির্দিষ্ট কিছু বহিরাগতদের বিরুদ্ধে রিমুভ্যাল প্রক্রিয়া বাতিল এবং নিষিদ্ধ হবে এবং তাদের জন্য গ্রিনকার্ড লাভের সুযোগ অবধারিত হবে।

এ রকম বিদেশী শ্রমিকদের ১০ বছরের শর্ত সাপেক্ষ পার্মানেন্ট রেসিডেন্স পাওয়ার জন্য হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ডিপার্টমেন্ট রিমুভ্যাল প্রক্রিয়া বাতিল করে দেবে।

গ) বিলটিতে বিভিন্ন যোগ্যতা অর্জনের শর্ত থাকবে। যেমনঃ এমন বিদেশীকে শারীরিকভাবে এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করতে হবে এবং কিছু একাডেমিক প্রোগ্রামে অন্তর্ভূক্ত হতে হবে বা সম্পন্ন করতে হবে।

ঘ) যারা ডেফার্ড এ্যাকশন ফর চিল্ড্রেন এ্যারাইভাল (ডাকা) স্ট্যাটাস পেয়েছে এবং নবায়নের জন্য অযোগ্য বিবেচিত হয়নি তাদের



পার্মানেন্ট রেসিডেন্স হয়নি তাদের পার্মামেন্ট রেসিডেন্স এর জন্য আবেদনের ব্যবস্থা করবে ডিএইচএস।

ঙ) যেসব বিদেশী শ্রমিক নির্দিষ্ট প্রোগ্রাম সম্পন্ন করে আবেদন করে ডিএইচএস তাদের শর্তসাপেক্ষ পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট স্ট্যাটাস প্রত্যাহার করে নেবে।

এই উভয় বিলের অবস্থা সম্পর্কে আমরা আমাদের সম্মানিত পাঠকদের অবহিত করবো।

সুপ্রিমকোর্ট আনডকুমেন্টেড ইমিগ্র্যান্টদের ডিপোর্টেশান মোকাবিলা কঠিনতর করে তুলছে-

এদিকে গত সপ্তাহে সুপ্রিম কোর্টের একটি ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত শিরোনাম হয়েছে। ৪ মার্চ বৃহস্পতিবার ইউএস সুপ্রিম কোর্ট পেরিইদা বনাম উইলকিনসন মামলার সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। ৫ বিচারকের সংখ্যাগরিষ্ঠ বিচারক (৩ বিচারক বিরুদ্ধে আর ১জন অংশ নেননি) রুল দিয়েছেন যে, রিমুভ্যাল প্রার্থীদের অবশ্যই প্রমাণ দিতে হবে তারা কোন অপরাধে দন্ডপ্রাপ্ত হয়নি। ডিপোর্টেশন বাতিলের জন্য অবশ্যই দায়িত্ব বর্তাবে আবেদনকারীর উপর। সুপ্রিম কোর্টের এই সিদ্ধান্ত যারা দীর্ঘকাল যুক্তরাষ্ট্রে থেকে ডিপোর্টেশন মামলা মোকাবিলা করছে, তাদের জন্যে কঠিন করে তুলবে।

মামলার কাহিনী

ফ্লেমেন্তে এভেলিনো পেরিইদা যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধভাবে প্রবেশ করে অবস্থান করছেন। পেরিইদার বিরুদ্ধে রিমুভ্যাল প্রক্রিয়া শুরু করেন। মিঃ পেরিইদা ২৫ বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্রে বাস করছেন। তিনি রিমুভ্যাল বাতিলের জন্য আবেদন করেন। ইমিগ্রেশন এন্ড ন্যাশনালিটি এ্যাক্ট (আইএনএ), ৮ ইউএসসি ধারা ১২২৯ এ (সি) (৪), ১২২৯ বি (বি) (১) (সি) অনুযায়ী তার ডিপোর্টেশন কেস যখন পেন্ডিং তখন তিনি নেব্রাস্কা স্টেটের আইনে এক অপরাধের জন্য দন্ডিত হন। তিনি ভূয়া সোস্যাল সিকিউরিটি কার্ড ব্যবহার করে কাজের চেষ্টা করেছিলেন। পেরিইদা অপরাধের বিরুদ্ধে 'নো কমেন্ট' করলে নেব্রাস্কা আইনে তার ১০০ ডলার জরিমানা হয়। ইমিগ্রেশন জাজ রুল জারী করে বলেন, পেরিইদাকে ডিপোর্ট করার জন্য এই দন্ড যথেষ্ট।

বোর্ড অব ইমিগ্রেশনের আপিল এবং ৮ম সার্কিটের সিদ্ধান্তে বলা হয়, রেকর্ডে পেরিইদার অপরাধ প্রমাণিত হয় না টিক কোন আইন লংঘনের কথা তিনি স্বীকার করেছেন। কিন্তু যেহেতু রিমুভ্যাল বাতিলের যোগ্যতা প্রমাণের দায়িত্ব পেরিইদার কিন্তু মামলার রেকর্ডে সেই প্রমাণ যথার্থভাবে পাওয়া যায় না বিধায় তিনি অব্যাহতি লাভে অযোগ্য বলে বিবেচিত হন।

ইউএস সুপ্রিম কোর্ট নিম্ন আদালতের এই রায় বহাল রাখেন।

নিউইয়র্ক থেকে কে. চৌধুরীর প্রশ্নঃ

আমার ওয়ার্কপারমিট ও সোসাল সিকিউরিটি নম্বর আছে। আমি একজন অবিবাহিত মানুষ, আমি বৈধভাবে এদেশে অবস্থান করতে চাই। এ ব্যাপারে বন্ধুরা অনেক পরামর্শ দেয়। কিন্তু আমি আপনার এই বিভাগের মাধ্যমে জানতে চাচ্ছি যে কোন সিটিজেন মেয়ের সাথে বিয়ে হলে আমি গ্রিনকার্ড পাবার জন্যে উপযুক্ত বলে বিবেচিত হতে পারি কিনা? এ ব্যাপারে পরামর্শ পেলে উপকৃত হবো এবং কৃতজ্ঞ থাকবো।

কে. চৌধুরীর প্রশ্নের উত্তরঃ

আপনাদের অবগতির জন্যে প্রথমেই উল্লেখ করি যে একজন গ্রিনকার্ডধারী নিম্নে উল্লেখিত তার আত্মীয়ের জন্যে আবেদন করতে পারেনঃ

স্পাউস (স্বামী/স্ত্রী,
অবিবাহিত সন্তান।

অবিবাহিত সন্তানদের আবার দুটি ক্যাটাগরী আছেঃ

ক) ২১ নিম্ন বয়সের এবং (খ) উদ্ধ বয়সের সন্তান।

২১ নিম্ন বয়সের সন্তানেরা ২-এ এবং ২১ উর্দ্ধ বয়সের সন্তানেরা ২-বি ক্যাটাগরীতে পড়ে।

আবার ইউএস সিটিজেনরা তাদের নিম্নে উল্লেখিত আত্মীয়ের জন্যে আবেদন করতে পারেনঃ

স্পাউস (স্বামী/স্ত্রী),
বিবাহিত এবং অবিবাহিত সন্তান,
মা বাবা এবং
ভাইবোন।

আরো উল্লেখ্য যে ইউএস সিটিজেনের স্পাউস এবং অবিবাহিত সন্তানেরা প্রথম প্রিফারেন্সে পড়ে।

একজন সিটিজেনের স্পাউসকে শুধুমাত্র এদেশের বৈধ প্রবেশধারী হলেই চলবে। কিন্তু গ্রিনকার্ডধারী স্পাউসকে এদেশের বৈধ প্রবেশধারী এবং তার স্ট্যাটাস এডজাস্ট না হওয়া পর্যন্ত তাকে বৈধ স্ট্যাটাসধারী হিসেবে এদেশে বসবাস করতে হবে।

আপনি উল্লেখ করেছেন যে আপনার ওয়ার্ক পারমিট ও সোস্যাসল সিকিউরিটি নম্বর আছে। আপনার জন্যে আমাদের পরামর্শ সহ প্রয়োজনে একজন অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশন এটনীর সাথে সাক্ষাত নিয়ে আলোচনা করতে পারেন। যিনি আপনার জন্যে উপযুক্ত পরামর্শ দেবেন।

সর্বশেষ আবারো আপনাদের করোনামুক্ত সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় আজকের মত এখানেই শেষ করছি। ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪
ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০
ই-মেইল:
kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদ: হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases**
*** Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।
অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

হরিষে বিষাদের মাস একাত্তরের মার্চ



ড. এম এ মাননান

মার্চ এলেই মনে পড়ে অনেক কথা, অনেক স্মৃতি, অনেক ঘটনা। উনিশ শ একাত্তরের মার্চ শুধু একটি মাস নয়, একটি অগ্নিঝরা সময়ের কাহিনি। আন্দোলনের কাহিনি, ছলনার কাহিনি, প্রতারণার কাহিনি, একটি স্বাধীন দেশের ক্রূর বিশ্বাসঘাতক শাসকগোষ্ঠীর নিজের জনগণের ওপর অশ্রুতপূর্ব নির্মমতার কাহিনি, একটি জনগোষ্ঠীর জেগে ওঠার কাহিনি, একটি দেশ সৃষ্টির কাহিনি। মার্চ আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে অনেক, দিয়েছেও অনেক। নিয়েছে প্রাণ, নিয়েছে সম্ভ্রম, নিঃশেষ করে দিয়েছে অনেক শান্তি; তবে দিয়েছে স্বাধীনতা, দিয়েছে সম্মান, দিয়েছে মুক্ত বাতাসে নিঃশ্বাস নেওয়ার অধিকার। এই মার্চ মাস বাঙালির মধ্যে জাগিয়ে তুলেছে ৫ হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে অন্য অঞ্চল থেকে আগত আগ্রাসিদের দ্বারা নির্যাতিত, লুণ্ঠিত জাতি থেকে উত্তরণ ঘটিয়ে স্বাধীন জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার তীব্র বাসনা। তাই মার্চ মাসকে আমরা ভুলতে পারি না; ভুলবও না। হরিষে বিষাদের এ মাস আমাদের ইতিহাসে লিখিত হয়ে থাকবে স্বর্ণাক্ষরে।

পহেলা মার্চের কথা তেমনটা মনে নেই। শুধু এটুকু মনে আছে, সেদিন জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল কিন্তু প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান তা স্থগিত ঘোষণা করেন, যা বেলা ১টায় রেডিওর খবর থেকে জানতে পারি। এতে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় ছাত্রজনতার মধ্যে। পূর্বাণী হোটেলে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে তখন সংসদীয় দলের বৈঠক চলছিল। সবাই গগনবিদারী স্লোগানে রাজপথ মুখরিত করে ছুটল হোটেল পূর্বাণীর দিকে, নেতার নির্দেশের জন্য। নেতা আন্দোলন আরো তীব্র করার আহ্বান জানান এবং পরের দুই দিন সারা পূর্ব পাকিস্তানে হরতাল পালনের ডাক দেন। ঘটনাপরম্পরা থেকে এটুকু বুঝেছি, জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার কারণে পহেলা মার্চেই মৃত্যুঘণ্টা বেজে উঠেছে পাকিস্তানের।

তবে ২ মার্চ এসেছিল জাঁকজমক সহকারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায়, যে বটতলা ছিল সে সময়কার ছাত্র-আন্দোলনের মিলনভূমি। বটের ছায়ায় দাঁড়িয়ে আমরা গুণমুগ্ধ শ্রোতা হয়ে শুনেছি ছাত্রনেতা তোফায়েল আহমেদ, আবদুল কুদ্দুস মাখন, শাহজাহান সিরাজ, আ স ম আবদুর রব, ওবায়দুল কাদের এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দের আগুনঝরা বক্তব্য। আর এ বটতলাতেই ২ মার্চ ঘটল অভাবনীয় ঘটনা। উড়িয়ে দেওয়া হলো সবুজের বুকে বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত প্রথম জাতীয় পতাকা। আমাদের নিজের পতাকা, আমাদের স্বাধীনতার প্রতীক। কী উল্লাস তখন উপস্থিত ছাত্রছাত্রীদের মাঝে; না দেখলে কাউকে সে উল্লাসের ব্যাপকতা বোঝানো অসম্ভব। ইতিহাস হয়ে থাকল সে দিনের স্বল্প সময়ের এ ঘটনাটি। ৫ মার্চে পালিত হলো সারা দেশে সর্বাত্মক হরতাল। হরতাল হয়েছিল জনতার ওপর গুলিবর্ষণের প্রতিবাদস্বরূপ। তখন বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে এমনিতেই চলছিল বিক্ষোভ, বন্ধ ছিল অফিস-আদালত-দোকানপাট সবকিছু। তার নির্দেশই তখন আইন; আমরা বলতাম মুকুটহীন সম্রাটের আইন। এ দিন ছাত্রলীগ-নিয়ন্ত্রিত ডাকসুর উদ্যোগে বায়তুল মোকাররম মসজিদের সামনে থেকে মিছিল বের হয়। বিকালে কবি-সাহিত্যিক-শিক্ষকরাও রাজপথে নেমে আসেন বিভিন্ন শহরে নিরীহ মানুষদের হত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে। বঙ্গবন্ধুও সংবাদ সম্মেলন করে আগামী চার দিন ধরে লাগাতার হরতাল ঘোষণা করলেন; ৭ মার্চে রেসকোর্স ময়দানে ভাষণের কথা জানালেন। বিকালে তিনি ডাকসু আর ছাত্রলীগ নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করলেন। মনে হলো এতে সরকারবিরোধী আন্দোলন আরো অনেক বেশি তীব্র আর বেগবান হবে।

বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ৩ মার্চ সারা দেশে পালিত হয় হরতাল। আমরা হল থেকে মিছিল করে সারা দুপুর রাজপথেই অবস্থান করি আর বিকালে পল্টন ময়দানে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের জনসভায় যোগ দিই; অগণিত মানুষের পদচারণায় তখন গুলিস্তানের মোড় আর পল্টনের চারদিক মুখরিত।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ১৯ মিনিটের ঐতিহাসিক জ্বালাময়ী প্রেরণাদায়ী ভাষণ উত্তপ্ত করে তুলল উত্তাল মার্চকে। পাকিস্তানের সামরিক জান্তার প্রতি হুঁশিয়ারি আর বাঙালীদের করণীয় সম্পর্কে স্পষ্ট বক্তব্য দিয়ে তিনি সবাইকে শুধু মুক্তিপাগল করেই তোলেননি, সবার মধ্যে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাও তীব্র করে তোলেন, আগামীর গেরিলাযুদ্ধের জন্য প্রস্তুতির সংকেত দিয়ে দেন, যে কোনো প্রকার পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত থাকতে বলেন। এ ভাষণে ছিল না-বলা অনেক কথা। তবু দেশবাসী যা বোঝার বুঝে ফেলে। তারা বুঝে ফেলে, রক্ত ঝরানো ছাড়া মুক্তি মিলবে না। রক্ত দিতে প্রস্তুত হতে হবে।



বঙ্গবন্ধুর ডাকে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছে পূর্ব পাকিস্তানের সবাই। তার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের নির্দেশে তখন চলছে সারা পূর্ব পাকিস্তান। কার্যত পাকিস্তানি শাসন অচল। চলছে ডিফেক্টো 'প্রেসিডেন্ট' শেখ মুজিবের শাসন। এমনি টালমাটাল পরিস্থিতিতে অনেক পানি ঘোলা করার পর পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ঢাকায় আসেন ১৫ মার্চ বিকালে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলোচনার জন্য। আসলে আলোচনার নামে সময়ক্ষেপণ ছিল মূল উদ্দেশ্য। এ দিন আমরা দেখলাম সারা ঢাকা শহরে একটা ভীতিকর পরিবেশ–প্রায় সর্বত্র পুলিশ আর সেনাদের আনাগোনা রাস্তার মোড়ে মোড়ে। পত্রিকায় দেখেছি, বিমানবন্দরটা হয়ে উঠেছিল নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার চাদরে ঢাকা এক বিজন এলাকা। পরের দিন ১৬ মার্চ বিকাল ৩টায় বৈঠক হলো। প্রায় আড়াই ঘণ্টার বৈঠকের ফল আগের মতোই তথৈবচ। আমরা আগেই আঁচ করতে পেরেছিলাম বৈঠকে কী হতে পারে। কারণ ঐ সময় পশ্চিম পাকিস্তানে বসে ভুট্টো কষছিলেন অন্য চক্রান্ত। তিনি সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের নেতা হয়েও গোঁ ধরছিলেন যে তাকে ছাড়া কোনো সিদ্ধান্ত নিলে তিনি তা মেনে নেবেন না। তার মানে, ইয়াহিয়া-মুজিব আলোচনা মানেই ইয়াহিয়া-ভুট্টোর সাজানো নাটক। সংবাদপত্রে এমনই মন্তব্য করা হচ্ছিল, বিশেষ করে ইত্তেফাকে।

১৯ মার্চের দুটি ঘটনা পরিস্থিতিকে করে তোলে আরো উত্তাল। একটি ছিল দুপুরের একটু আগে শেখ মুজিব আর ইয়াহিয়ার আলোচনা বৈঠক, যে বৈঠকের ফলাফল ছিল আগের বৈঠকগুলোর মতোই নিষ্ফল। ইঙ্গিত পাওয়া যায় অচলাবস্থার। আরেকটি ঘটনা ছিল সেদিন জয়দেবপুরে (গাজীপুরে) জনগণের সঙ্গে পাকিস্তানি সেনাদের হঠাৎ সংঘর্ষ, যে সংঘর্ষে দেড় শতাধিক বিক্ষোভকারী ও নিরীহ মানুষ নিহত হয়। হতাহত হয় অগুনতি মানুষ। সংঘর্ষটি ঘটেছিল যখন পাকিস্তানি সৈন্যরা জয়দেবপুর সেনানিবাস থেকে ঢাকার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। আমরা রেডিও থেকে খবরটি জানতে পেরেছিলাম। পরে বর্তমান মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক এবং গাজীপুরের মুক্তিযোদ্ধা কাজী মোজাম্মেল হকের কাছ থেকে এক আলাপচারিতায় জানতে পারি পুরো বিষয়টি। তাদের ভাষ্যমতে, ১৯ মার্চ সত্যিকার অর্থে শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধের আগেই মুক্তিযুদ্ধ।

সারা প্রদেশে চলছে বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে লাগাতার অসহযোগ আন্দোলন। এরই মধ্যে ২০ মার্চ সকালের দিকে শুনলাম বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে রমনার প্রেসিডেন্ট ভবনে। এটি চতুর্থ দফা বৈঠক এই হঠকারী প্রেসিডেন্টের সঙ্গে। আমরা অপেক্ষা করছিলাম দেখতে, কী হয় এ বৈঠকে। দুপুরের দিকে শুনলাম বৈঠক ফলপ্রসূ হয়নি। গোঁয়ার ইয়াহিয়া কোনো সমঝোতার দিকে যাননি। এদিনেই বিকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অদূরে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অনুষ্ঠিত হলো সাবেক নৌসেনাদের এক সমাবেশ, যে সমাবেশে বঙ্গবন্ধুর ঘোষিত স্বাধীনতাসংগ্রামের প্রতি সংহতি প্রকাশ করে একটি সম্মিলিত মুক্তিবাহিনী কমান্ড গঠনের জন্য সব বাঙালী সৈনিকের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। সকালের বিফলতা আর বিকালের এ আহ্বানে আমরা হলের বন্ধুবান্ধবরা খুবই উজ্জীবিত বোধ করছিলাম। তবে সারা ক্যাম্পাসে একটা ঘুমোট ভাব লক্ষ করছিলাম। সন্ধ্যায় টেলিভিশনের খবরে জানা গেল, ২৩ মার্চ আবার শেখ মুজিবের সঙ্গে ইয়াহিয়া খানের আরেকটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়নি, স্থগিত করা হয়। স্থগিতের কথা প্রচার হওয়ার পর উত্তেজিত ছাত্রজনতার হাতে পল্টন ময়দানে (সেখানে উপস্থিত ছিলাম) কয়েকটি ঘটনা ঘটে–পাকিস্তানের পতাকা পুড়িয়ে দেওয়া হয়; জিন্নাহর কুশপুত্তলিকা পোড়ানোসহ তার ছবি ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়; বঙ্গবন্ধুর ছবি টাঙানো হয়; স্বাধীন বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত পতাকা উড়িয়ে দেওয়া হয়। আরো ঘটনা ঘটে। পল্টন ময়দান থেকে ধানমন্ডির ৩২ নম্বর রোডে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে গিয়ে ছাত্রজনতা বঙ্গবন্ধুর হাতে বাংলাদেশের পতাকা তুলে দিয়ে উল্লাসে ফেটে পড়ে এবং বঙ্গবন্ধুর সব নির্দেশ মান্য করার অঙ্গীকার করে। আওয়ামী লীগও এদিনটিকে ঘোষণা করে প্রতিরোধ দিবস হিসেবে। পল্টন ময়দানের সভার ঘোষণার পর সারা ঢাকা শহরের বাড়িতে বাড়িতে উড়তে থাকে পাকিস্তানের পতাকার বদলে বাংলাদেশের পতাকা। দেখে মনে হচ্ছিল এ যেন এক নতুন শহর, বাঙালিদের শহর, আমাদের রাজধানী। তবে শঙ্কাও হচ্ছিল। কখন না জানি কী হয়। কারণ একটাই। পাকিস্তানিদের তো বিশ্বাস করা যাচ্ছে না। প্রেসিডেন্ট নিজেই তো ছলচাতুরী করছে আমাদের নেতার সঙ্গে। বারবার বৈঠক ব্যর্থ করে দিচ্ছে। কোনো দাবিই মানছে না; আবার আলাপ-আলোচনার নামে কৌশল খাটাচ্ছে।

আশঙ্কা আর আশঙ্কায় সীমাবদ্ধ থাকেনি। দুদিন পরেই ২৫ মার্চ মধ্যরাতের অন্ধকারে হামলে পড়ে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী বাঙালীদের ওপর। 'অপারেশনস সার্চলাইট' নাম দিয়ে শুরু করে নৃশংস আক্রমণ, ব্যাপক গণহত্যা। নির্বিচারে হত্যা করে নিরীহ বাঙালিদের-রাস্তায়, বাড়িতে, দোকানে, অফিসে, রেল স্টেশনে, বাস টার্মিনালে, বন্দরে, পুলিশ নিবাসে, যেখানে বাঙালী ছিল সেখানেই। এক রাত্রেই মৃত্যুপুরী বানিয়ে দেয় সারা ঢাকা শহরকে। অন্যান্য শহরেও ছিল হত্যার উৎসব। বেইমানি করল পাকিস্তানের সামরিক জান্তা, শাসকগোষ্ঠী। প্রতারণা করল বাঙালির অবিসংবাদিত নেতার সঙ্গে যিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করার কিছুক্ষণের মধ্যেই বন্দি হলেন সামরিক জান্তার হাতে আর নীত হলেন পাকিস্তানের কারাগারে, যেখানে নিত্যদিন মুখোমুখি হয়েছেন মনুষ্যরূপী হায়েনাদের। স্বাধীনতার ঘোষক উপস্থিত ছিলেন না কিন্তু তার অনুগত আর ভালোবাসার সাড়ে সাত কোটি বাঙালি ২৬ মার্চ ভোররাত থেকেই শুরু করল মুক্তিযুদ্ধ। 'জয় বাংলা' স্লোগানে শাসকদের ভিত কাঁপিয়ে দিয়ে পাকিস্তানি হানাদারদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল সারা দেশের মানুষ। শুরু হলো বিশ্বের সেরা প্রশিক্ষিত সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রায় খালি হাতে নিরস্ত্র বাঙালির মরণপণ যুদ্ধ–রক্ত দেবে, মরবে, তবু দেবে না এক টুকরো মাটি বাংলা থেকে অন্য কারো হাতে। তাই বলি, মার্চ আমাদের রক্ত দেওয়ার মাস, বাঙালীর চরম ত্যাগের মাস, আমাদের স্বাধীন, মুক্ত হওয়ার মাস।

মার্চ এলেই তাই মনে পড়ে এসব বিষাদের কথা। ফিরে যাই একাত্তরে। টুকরো টুকরো স্মৃতিগুলো ঝাঁপটা দেয় মনের চারদিকে। মার্চের দিনগুলো 'তোমরা' মন থেকে কখনো বিদায় নিয়ো না। তোমরা আমাদের মনকে জিন্দা রেখো। একাত্তরের দিনগুলোকে ভুলতে চাই না। অতীতকে স্মৃতিতে রেখে তার আলোতে আলোকিত হয়ে না থাকতে পারলে কীভাবে গড়ে তুলব ভবিষ্যতের বাংলাদেশকে?

লেখক: উপাচার্য, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

MITU DISABILITY CENTER



ROMJAN (Consultant)
646-730-8416



JABBAR SHARIFF
Attomey & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET
$500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration

Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।
এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

37-47 73 ST. #215, JAKSON HEIGHTS NY 11372

TEL: 718-701-2666

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Hollis:
196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423

Jackson Heights Office:
7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372

Brooklyn Office:
686 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218

Alam Podiatry, P.C.

Ozone Park Office:
530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208

Bronx Office:
3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467

Parkchester Office:
1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

সাপ্তাহিক ২৫ বছরে
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

ডোনাল্ডট্রাম্প এবং টেমিং অব দ্য শ্রু

মৌরিন দাউদ

শেকসপিয়ার কি একজন নারীবিদ্বেষী ছিলেন? 'দ্য টেমিং অব দ্য শ্রু'-কে কি পাঠতালিকা থেকে বিদায় দেওয়া উচিত? বইটির শেষান্তে কেইটের আত্মসমর্পণের ধ্রুপদি বাণী শোনার পর! কেইটের ভাষ্য নারীরা স্বামীর সম্পত্তি (তাদের জিম্মাধীন) অথবা সার্বভৌম; তার ভাষ্য, স্ত্রীদের উচিত তাদের যা কিছু আছে তা স্বামীদের পায়ের তলায় সমর্পণ করা।

এ বক্তব্যকে কি আপসে মেনে নেওয়া যায়, যদি কেইট শেষ পর্যন্ত একটা চোখটিপ দেয়, মেরি পিকফর্ডের মতো; পিকফর্ড ১২২৯ সালের একটা ছবিতে ডগলাস ফেয়ারব্যাংকের সঙ্গে যেমনটা করেছিলেন! অথবা কেইট যদি শেষান্তে শ্যাম্পেইনকে বিষাক্ত করে দেয় (সায়ানাইড মিশিয়ে)?

'শেকসপিয়ার আওয়ার লাইভ!'-এর লেটেস্ট এডিশনে এ প্রশ্নগুলো নিয়ে তর্ক হয়েছে। এ অনুষ্ঠানটি হচ্ছে শেকসপিয়ার থিয়েটার কম্পানির একটা সাপ্তাহিক শো।



ডারমাউথের ইংরেজির অধ্যাপক লিন্ডা বুজ তাঁর প্রবন্ধ 'স্কলডিং ব্রাইডস অ্যান্ড ব্রিডলিং স্কল্ডস'-এ লিখেছেন–টিউডর-স্টুয়ার্ট আমলের ইংল্যান্ডে, কী শহরে কী গ্রামে, ব্যাপক মোহিনী শক্তি বিনিয়োগ করা হয়েছে বেয়াড়া মহিলাদের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করার জন্য, বিশেষ করে সেসব নারীর নিয়ন্ত্রণের জন্য যারা পুরুষের ইচ্ছার চেয়ে নিজের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়ে তাদের যৌনতা বা বাকশক্তির চর্চা করত। যে ডিসকোর্সে জিহ্বাকে শরীরের বেয়াড়া অংশ সাব্যস্ত করা হয়, তাতে নারীর বাচনকে পুরুষের বাচন বলে একটা প্রতীকী অবস্থান দেওয়া হয়। এটাকে লিঙ্গী কর্তৃত্বের আনলফুল অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন বলতে হয়, যাতে পুরুষের বন্ধ্যকরণের সিম্বলিকস অবশ্যই দায়ী।

কলঙ্ক লেপনের 'ধর্মাচার' নারীদের ক্ষেত্রে চর্চার বিষয়ে পরিণত হয়েছে, যাদের মুখরা জিহ্বার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট করা হয়েছে। কিছু 'আক্রমণকারী'র মুখে লাগাম পরিয়ে দেওয়া হয়েছিল; আর অন্যদের শাস্তি দেওয়ার চেয়ারে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং পানিতে চোবানো হয়েছে।

চার শতক পরেও নারী রাজনীতিকদের বা রাজনীতিতে জড়িত নারীদের এখনো 'সেক্সিস্ট' লোকজন হুল ফোটায়। কিন্তু কী এমন ঘটে, যদি আমরা লিঙ্গীয় অবস্থানটাকে বদলে দিই। একজন পুরুষ রাজনীতিক, যা কিছুই ঘটুক না কেন, 'টেমিং অব দ্য শ্রু'-এর মোস্ট কনসিকুয়েনশিয়াল প্রডাকশনের কেন্দ্রে থাকে। ডোনাল্ড ট্রাম্পকে তারা লাগাম পরাতে চায়, যাতে তারা তার 'মুখরা জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণে নিতে পারে। কিন্তু তার পরও তার ভোট অক্ষুণ্ন থাকবে, রিপাবলিকানদের ব্যর্থ প্রয়াস সত্ত্বেও।

এটা একটা বেহুদা কাজ। কেইটের মতো ট্রাম্পকেও দেখা হয়েছে দুষ্ট লোক (নরকের কীট) হিসেবে। আমেরিকার রাজনীতির ইতিহাসে তাঁর মুখ সবচেয়ে খারাপ। কিন্তু তাঁকে আরো সভ্য হওয়ার জন্য রাজি করানোর চেষ্টা করা হয়নি, যেমন করা হয়েছিল কেইটের ক্ষেত্রে। রিপাবলিকানরা এখন হর্টেনসনের লাইনটি স্মরণ করে, 'দেয়ার ইজ স্মল চয়েস ইন রটেন অ্যাপলস।'

লিন্ডসে গ্রাহাম বলেন, ট্রাম্প একজন 'হ্যান্ডফুল'–শব্দটি সাধারণত 'স্পিরিটেড ওমেনের' স্বভাব-চরিত্রের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বলা হয়। ট্রাম্প এ সপ্তাহান্তে মার-এ-লাগোতে যাচ্ছেন তাঁর 'সবারেইন লর্ড'-এর সঙ্গে গলফ খেলতে। তিনি চেষ্টা করেন ২০২২ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে। এটাকে তিনি ট্রাম্পের লিগ্যাসির সঙ্গে মিলিয়ে দেখেন। কিন্তু ট্রাম্প এর কড়া সমালোচনা করেন না, বরং তিনি মধ্যবর্তী নির্বাচনকে দেখেন 'প্রতিশোধ গ্রহণের' বিষয় হিসেবে বা সেলফ প্রমোশনের বিষয় হিসেবে–এটাকে কোনোভাবে কাজে লাগানো যায় কি না।

কেইটের সঙ্গে যেমন পেট্রুচিও, তেমনি ট্রাম্পের সঙ্গে কেভিন ম্যাকার্থি খুব মশকারা করেন বা মজা করেন। তিনি বলেন, অভিশংসনের বিরোধিতা করে ট্রাম্প মার-এ-লাগোতে হিজরত করেছেন; বুনো স্বভাবের সাবেক প্রেসিডেন্টকে ভদ্রস্ত করা একটা ব্যর্থ চেষ্টা ইত্যাদি।

মিচ ম্যাকোনেল ট্রাম্পকে অপছন্দ করেন, অথচ মনে করেন তিনি সলোমনের মতো হয়ে যাচ্ছেন, অভিশংসন প্রস্তাব খারিজ করে দিয়েছেন খুবই সাধারণ যুক্তিতে। সিনেট ফ্লোরে তিনি বলেছেন, ট্রাম্প যে মিথ্যাচার করেছেন তার কারণে ক্যাপিটলে দাঙ্গা বেধেছে। কিন্তু বিস্ময় ও বিরক্তির সঙ্গে ম্যাকোনেল (তিনি নিজেকে সিনেটের সবচেয়ে বড় সুরক্ষক মনে করেন) ট্রাম্পের হিপোক্র্যাসির জন্য রুক্ষ ভাষা ব্যবহার করলেন, অথচ তাঁর সাহসিকতার প্রশংসা করলেন না। ম্যাকোনেলকে যাঁরা চিনেন তাঁরা জানেন ম্যাকোনেল সিনেট ফ্লোরে যেমনটা চান তেমনটাই করতে পারেন; তাঁর ক্ষেত্রে প্রসিডিউরাল বাধ্যবাধকতা নেই।

নির্বাচনী প্রতারণা বা জালিয়াতির অভিযোগের বিষয়ে রিপাবলিকানরা ট্রাম্পকে প্রচুর অক্সিজেন দিয়েছে, এটা তাঁকে ট্র্যাজেডির দিকে নিয়ে গেছে। ট্রাম্প সবচেয়ে বড় অকৃতজ্ঞ; তিনি ম্যাকোনেলের না ভোটে (সিনেটে) সন্তুষ্ট নন। তিনি চটজলদি একটা বিবৃতি দিলেন, যেটা মিচের প্রার্থীদের জন্য হুমকিস্বরূপ। তিনি মিচকে অস্থিরমতি, বদমেজাজি এবং গুমরামুখো কর্কশ রাজনৈতিক ব্যক্তি বললেন। আরো বললেন, তাঁর রাজনৈতিক ভিশনের, কর্মদক্ষতার এবং ব্যক্তিত্বের অভাব রয়েছে।

ম্যাকোনেলের তিরস্কৃত হওয়া উচিত। ট্রাম্প তাঁকে ছাড়া কিছু করতে পারতেন না। উভয়েই নিজের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য অপরকে ব্যবহার করেছেন। রক্ষণশীলদের জন্য ট্রাম্পের যে অর্জন, সুপ্রিম কোর্টকে নতুন করে সাজানো, ট্যাক্সকাটের ব্যবস্থা করা–সব কিছুই হয়েছে ম্যাকোনেলের জন্য।

বাইডেন ট্রাম্পকে বলেছেন, 'ফর্মার গাই'; তারপর তিনি তাঁর উষ্মা নিকি হ্যালির দিকে সরালেন। নিকি পলিটিকো ম্যাগাজিনকে বলেছেন, রিপাবলিকানদের উচিত ভালো ট্রাম্পকে বেছে নেওয়া এবং মন্দ ট্রাম্পকে বাদ দেওয়া। টেড ক্রুজের কর্মকান্ড মনে হয় সবচেয়ে বেশি নাড়া দেওয়ার মতো। ট্রাম্প ২০১৬ সালের নির্বাচনী প্রচারণার সময় তাঁর স্ত্রী ও বাবার ব্যাপারে আক্রমণাত্মক কথা বলেছিলেন। ওয়াশিংটনের ব্যাপারে সব সময় আমি একটা কথা বলি, সেখানকার গল্পটা এমন–'স্মার্ট পিপল ডোয়িং দ্য ডাম্ব থিংস।'

আমরা দেখতে চাই, একদা যে অবকাঠামো তাঁর হাতে ছিল সেটা ছাড়া ট্রাম্প তাঁর রাজকীয় নির্বাসনের কর্মকান্ড অব্যাহত রাখতে পারেন কি না। নির্বাচনী অভিযোগের চ্যালেঞ্জ নিয়ে দুরন্ত আইনজীবীদের সঙ্গে তাঁর বোকামিপূর্ণ কর্মকান্ড লক্ষণীয়। শেষ পর্যন্ত ট্রাম্প যা রেখে গেছেন সেটা হচ্ছে তাঁর দুর্বৃত্ত জিহ্বা।

লেখক: নিউইয়র্ক টাইমসের কলামিস্ট, পুলিৎজার পুরস্কারপ্রাপ্ত

সূত্র: দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস অনলাইন

ভাষান্তর: সাইফুর রহমান তারিক







ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সার্পোট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজ্যুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attornys Admittied in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

বাংলাদেশের উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে উত্তরণ এবং আমাদের মনোজাগতিক জাগরণ



মো. জাকির হোসেন

জাতিসংঘের কমিটি ফর ডেভেলপমেন্ট পলিসির (সিডিপি) পর পর দুটি ত্রিবার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে চলতি বছরের ২৬ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে উন্নয়নশীল দেশে চূড়ান্তভাবে উন্নীত হয়েছে। টেনেটুনে পাস নয়, 'এ গ্রেড' পেয়েই বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশে উত্তীর্ণ হয়েছে। এলডিসি ক্যাটাগরি থেকে উত্তরণের জন্য মাথাপিছু আয়, মানবসম্পদ সূচক এবং অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচক–এই তিনটি সূচকের যেকোনো দুটি অর্জনের শর্ত থাকলেও বাংলাদেশ তিনটি সূচকের মানদন্ডেই উন্নীত হয়েছে। জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাউন্সিলের (ইকোসক) মানদন্ড অনুযায়ী উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হতে হলে একটি দেশের মাথাপিছু আয় হতে হবে কমপক্ষে এক হাজার ২৩০ ইউএস ডলার। বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় এখন দুই হাজার ৬৪ ডলার। মানবসম্পদ সূচকে ৬৬ প্রয়োজন হলেও বাংলাদেশ অর্জন করেছে ৭২.৯। অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচক হতে হবে ৩২ শতাংশ বা এর কম, যেখানে বাংলাদেশের রয়েছে ২৪.৮ শতাংশ। বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিক্রমায় নিঃসন্দেহে এটি একটি মাইলফলক। উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে উত্তরণকে বাংলাদেশের জন্য বড় অর্জন হিসেবে আখ্যা দিয়ে প্রভাবশালী আমেরিকান পত্রিকা ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দক্ষিণ কোরিয়া, চীন ও ভিয়েতনামের উন্নয়নের বিভিন্ন পর্যায়ের সঙ্গে বাংলাদেশের মিল আছে। বাংলাদেশকে দক্ষিণ এশিয়ার সফল অর্থনীতি হিসেবেও আখ্যা দেওয়া হয়েছে ওয়াল স্ট্রিটের প্রতিবেদনে। প্রতিবেদনে আরো উল্লেখ করা হয়েছে, গত এক দশকে বাংলাদেশের রপ্তানি আয় আমেরিকান ডলারের নিরিখে ৮০ শতাংশ বেড়েছে। স্বাধীনতার পরে যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশ থেকে আজকের অবস্থানে পৌঁছাতে অনেক চড়াই-উতরাই পাড়ি দিতে হয়েছে। পাকিস্তানী শাসকদের নির্মম শোষণ-বঞ্চনায় স্বাধীনতার পর মাইনাস ১৪ শতাংশ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিয়ে বাংলাদেশ যাত্রা শুরু করেছিল। দেশটির টিকে থাকা নিয়েই শঙ্কা ছিল অনেকের। সে সময় আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা ও বড় পরাশক্তিগুলোর ধারণা হয়েছিল যে সদ্যঃস্বাধীনতা পাওয়া বাংলাদেশ মাথা তুলে দাঁড়াতেই পারবে না। হেনরি কিসিঞ্জারের নেতৃত্বাধীন এক কমিটি মনে করেছিল, এটি হবে আন্তর্জাতিক এক তলাবিহীন ঝুড়ি। এখানে যতই সাহায্য ঢালা হোক না কেন, তা কোনো কাজেই লাগবে না। দেশটিতে দ্রুতই দুর্ভিক্ষ ও মহামারি দেখা দেবে। ওই সময়ে সিআইএর এক প্রতিবেদনে বলা হয়, এত অল্প জায়গায় এত মানুষের বাস এবং এত দারিদ্র্যের কারণে দেশটি তার প্রতিবেশী এবং বিশ্বের জন্য বড় উদ্বেগের কারণ হতে পারে। মাত্র কয়েক কোটি টাকার বাজেট নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল যে ছোট্ট দেশটি, সেই দেশের বাজেট আজ পাঁচ লাখ কোটিকেও ছাড়িয়ে গেছে। আগামী বাজেট হয়তো ছয় লাখ কোটির বেশি হবে। কিন্তু স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তির আগেই উন্নয়ন আর অগ্রগতিতে বাংলাদেশ এক বিস্ময়ের নাম। বাংলাদেশকে এখন অন্যদের জন্য রোল মডেলের উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়। একসময় যেসব দেশ বাংলাদেশকে তলাবিহীন ঝুড়ির অপবাদ দিত, তারাই এখন প্রশংসাবাণে ভাসিয়ে ফেলছে। বলছে, এই বাংলাদেশ আর সেই আগের বাংলাদেশ নয়। গত এক যুগে বঙ্গবন্ধুকন্যার নেতৃত্বে বদলে গেছে এর সব কিছুই। বিশ্বব্যাংক বলছে, অর্থনীতি ও আর্থ-সামাজিক বেশির ভাগ সূচকে বাংলাদেশ ছাড়িয়ে গেছে দক্ষিণ এশিয়াকে। নিম্ন আয়ের দেশগুলোকে ছাড়িয়েছে তো অনেক আগেই। নিম্নমধ্যম আয়ের দেশ এখন বাংলাদেশ। স্বপ্ন দেখছে দ্রুততম সময়ের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে জায়গা করে নেওয়ার। ধান, সবজি, মাছ, ফল উৎপাদনে বাংলাদেশে রীতিমতো বিপ্লব হয়েছে। খাদ্য নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন, নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ, স্যাটেলাইট, পরমাণু ও সাবমেরিন ক্লাবে যোগদান, ফ্লাই-ওভার, মেট্রো রেল, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, নদীর তলদেশে টানেল ও গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণ, বিদ্যুৎ উৎপাদনে বিপ্লব, এলএনজি টার্মিনাল ও ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মাণের মতো মেগাপ্রজেক্ট বাস্তবায়নে বাংলাদেশের সাফল্য এখন বিশ্বের উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোর কাছে রীতিমতো রহস্য। নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের সরল স্বীকারোক্তি, কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিশ্বকে চমকে দেওয়ার মতো সাফল্য অর্জন করেছে বাংলাদেশ। বিশ্বখ্যাত জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সাময়িকী ল্যানসেট বলেছে, স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাফল্য রহস্যের মতো। কারণ স্বাস্থ্যসেবায় কম বরাদ্দ, দুর্বল স্বাস্থ্যব্যবস্থা ও ব্যাপক দারিদ্র্য সত্ত্বেও স্বাস্থ্য খাতে বাংলাদেশের অর্জন ব্যতিক্রমীও, অতি সম্প্রতি ব্রিটেনের অর্থনৈতিক গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর ইকোনমিকস অ্যান্ড বিজনেস রিসার্চ তাদের 'ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক লিগ টেবল-২০২১' নামের রিপোর্টে এই পূর্বাভাস দিয়েছে যে বাংলাদেশ এখন যে ধরনের অর্থনৈতিক বিকাশের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে তা অব্যাহত থাকলে ২০৩৫ সাল নাগাদ দেশটি হবে বিশ্বের ২৫তম বৃহৎ অর্থনীতি। যেসব দেশকে পেছনে ফেলে বাংলাদেশ ২৫তম অর্থনীতি হবে, তার মধ্যে আছে মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ডেনমার্ক, হংকং, সংযুক্ত আরব আমিরাত, মিসর, নরওয়ে, আর্জেন্টিনা, ইসরায়েল, আয়ারল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, নাইজেরিয়া, বেলজিয়াম, সুইডেন, ইরান এবং তাইওয়ান। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সমুদ্র সম্পদের ক্ষুদ্র অংশ মাত্র ব্যবহার করছে বাংলাদেশ। ব্লু ইকোনমির অপার সম্ভাবনা অব্যবহৃতই রয়ে গেছে। ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ নির্মাণে সমুদ্র সম্পদ তথা সুনীল অর্থনীতি এক বিরাট ভূমিকা রাখবে আশা করা যায়।

বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন বুকে ধারণ করে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলছে বাংলাদেশ। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) বলছে, একটি জনবহুল ও নিম্ন আয়ের দেশ হিসেবে বাংলাদেশ যেভাবে



প্রবৃদ্ধির সঙ্গে দারিদ্র্য দূর এবং বৈষম্য কমানোকে সংযুক্ত করেছে, তা প্রশংসনীয়। সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করে প্রবৃদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এখন উদাহরণ দেওয়ার মতো একটি দেশ বলেও মন্তব্য করেছে আইএমএফ। সরকারও পিছিয়ে পড়া ও অতিদরিদ্রদের জন্য সামাজিক কর্মসূচি খাতে অব্যাহতভাবে বাজেট বাড়িয়ে চলেছে। বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম–ডাব্লিউইএফের 'ইনক্লুসিভ ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স'-আইডিআই ২০১৮ র‍্যাংকিংয়ে দেখা যায়, অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন সূচকে (আইডিআই) ভারতের চেয়ে ২৮ ধাপ এবং পাকিস্তানের চেয়ে ১৩ ধাপ এগিয়েছে বাংলাদেশ। বিশ্বের ১০৩ দেশের বার্ষিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বিচার করে সুইজারল্যান্ডের দাভোসে এসংক্রান্ত প্রতিবেদনটি প্রকাশ করেছে ডাব্লিউইএফ। অর্থনীতির তিনটি মানদন্ড–'প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন', 'অন্তর্ভুক্তকরণ এবং আন্ত প্রজন্ম সমতা', 'প্রাকৃতিক ও আর্থিক সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা'র ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি তৈরি করে বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম। অর্থনীতির অনেক সূচকেই বাংলাদেশ ধারাবাহিকভাবে ভালো করেছে। কভিড পুরো পৃথিবীর হিসাব-নিকাশ পাল্টে দিয়েছে। শুধু আদম সন্তানের শ্বাসতন্ত্রই নয়, বৈশ্বিক অর্থনীতির হৃদপিন্ডকেও তছনছ করে দিয়েছে কভিড নামের ক্ষণে ক্ষণে রূপ পাল্টানো অতি ক্ষুদ্র ভাইরাস। কভিডের ভয়াবহ আক্রমণের মধ্যেও উন্নত দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থান ভালো। ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৫.২৪ শতাংশ। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যমতে, ২০২০ সালে কভিডের মধ্যে ব্যাংক আমানত বেড়েছে। ২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাসের তুলনায় ২০২০ সালের ডিসেম্বর মাসে ব্যাংক আমানত ১৩.৫ শতাংশ বেড়েছে।

উন্নয়নশীল দেশে বাংলাদেশের উত্তরণ একটি অনন্য অর্জন। ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়ার যে উন্নয়ন দেখে আমরা প্রশংসায় পঞ্চমুখ হই, তার পেছনে রয়েছে ভয়ংকর নিষ্ঠুর শাসন, সীমাহীন শোষণ ও নির্দয়ভাবে সম্পদ লুণ্ঠনের অন্ধকার অধ্যায়। লাখ লাখ আদিবাসীকে জোর করে তাদের ভিটামাটি থেকে উচ্ছেদ করে, হত্যা-নির্যাতন করে আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়া প্রতিষ্ঠা হয়েছে। সম্পদশালী রাষ্টগুলোকে উপনিবেশ বানিয়ে, তাদের সম্পদ লুণ্ঠন করে, মানুষকে দাস বানিয়ে, দাস ব্যবসা করে, অন্যায্য-শোষণমূলক বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে ইউরোপ-আমেরিকার অনেক দেশ অর্থনৈতিকভাবে উন্নত হয়েছে। সুইজারল্যান্ডসহ বেশ কিছু দেশ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের দুর্নীতিবাজ-চোরদের অবৈধ অর্থ নিজ দেশে জমা করার সুযোগ দিয়ে বিত্তশালী হয়েছে। বাংলাদেশ এর কোনোটিই করেনি। বাংলাদেশ যা অর্জন করেছে তা সততার সঙ্গে, ন্যায়ের পথে থেকে কষ্ট করে অর্জন করেছে। অর্জনের সূচনাটা ছিল ভয়ংকর চ্যালেঞ্জের। চারদিকে প্রতিকূলতা। অর্থনীতির ভগ্নদশার পাশাপাশি ছিল মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশবিরোধী শক্তির অহর্নিশি ষড়যন্ত্র। শ্বাপদসংকুল পরিবেশে মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে মাথা ঠান্ডা রেখে বঙ্গবন্ধুকন্যাকে বিচক্ষণতার সঙ্গে এগোতে হয়েছে। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর তৎকালীন শাসকদের আশকারা ও মদদে পাকিস্তান অক্টোপাসের মতো তার সব কয়টি কর্শিকা দিয়ে বাংলাদেশকে চেপে ধরেছিল। বঙ্গবন্ধুকন্যা ঝুঁকি নিয়ে, সাহস করে বাংলাদেশকে পাকিস্তানের রাহুমুক্ত না করলে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশে উত্তীর্ণ হওয়া দূরের কথা, জঙ্গিবাদে জর্জরিত আর ভঙ্গুর অর্থনীতি নিয়ে পাকিস্তানের মতো প্রায় অকার্যকর, ব্যর্থ রাষ্টে পরিণত হতো।

একটি প্রতিষ্ঠিত ও বাস্তব সত্য হলো, কোনো কিছু অর্জনের চেয়ে অর্জনকে রক্ষা ও সুসংহত করা কঠিন। বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণকালীন প্রস্তুতির জন্য ২০২৬ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছর সময় পাবে। এই সময়টুকু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তথ্য-উপাত্ত ও গবেষণালব্ধ বিশ্লেষণের মাধ্যমে উত্তরণকালীন কর্মপন্থা নির্ধারণ, সুসমন্বিত কর্মপরিকল্পনা ও সংস্কার কর্মসূচি প্রণয়ন এবং সে অনুযায়ী যথাযথ বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেওয়া, সহজে ব্যবসা সূচক অবস্থান উন্নতকরণ তথা ব্যবসাবান্ধব স্থিতিশীল বিনিয়োগ পরিস্থিতি তৈরি, অবকাঠামো উন্নয়ন, প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন, জনশক্তির উৎপাদনশীলতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি এবং আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারে যথাযথ সক্ষমতাসহ নানা ক্ষেত্রে কার্যকর কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা জরুরি। সবার ওপরে জরুরি আমাদের নিজেদের জাগরণ। বাঙালী জাতীয়তাবাদের পতাকাতলে দৃঢ়ভাবে ঐক্যবদ্ধ হওয়া। অতি কষ্টার্জিত অর্জন কেউ যেন ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে নস্যাৎ করতে না পারে সে বিষয়ে সতর্ক হওয়া। শারীরিক গঠন, ভাষা, সভ্যতা-সংস্কৃতিতে মিল সত্ত্বেও বাঙালীর ধমনিতে রয়েছে অস্ট্রিক, মোঙ্গলীয়, দ্রাবিড়, আর্য, পাঠান, মোগল, ইরানী তথা বিচিত্র রক্তের স্রোতোধারা। বাঙালী সমাজে ধর্মীয় দ্বিধাদ্বন্দ্ব, সামাজিক কুসংস্কার, সংকট, লোভ, দাসত্ব, বিশ্বাসঘাতকতা বারবার আঘাত করেছে। বাঙালীর প্রতি অতল ভালোবাসায় ও বাঙালীর সবটুকু কল্যাণের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে একবারের জন্য পাওয়া জীবনের সব ব্যক্তিগত সাধ-আহ্লাদকে দুপায়ে দলে কারাগারকে ঠিকানা করেছেন বঙ্গবন্ধু। পরিবারের সুখ-স্বপ্নকে বিসর্জন দিয়েছেন অবলীলায়। জেল-জুলুম-অত্যাচার-নিপীড়ন সবই হাসিমুখে মেনে নিয়েছেন বিশ্ব মানচিত্রে বাঙালীর একটি স্থায়ী নিবাস গড়তে। ফাঁসির রজ্জু মাথার ওপর ঝুলেছে, বুলেট তাড়া করেছে, কোনো কিছুই বাংলা ও বাঙালীর প্রতি বঙ্গবন্ধুর অদম্য ভালোবাসার পথে বাধা হতে পারেনি। বাঙালীর সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ঠিকানা ও পরম আত্মীয় বঙ্গবন্ধুকে যারা হত্যা করেছে, তারা বিশ্বাস-ঘাতক বাঙালী। বাংলার নবাব সিরাজের ওপর প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করে ক্লাইভের হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়েছিল মীরজাফর, জগেশঠ, উমি-চাঁদ, রায়দুর্লভ ও ঘসেটি বেগমরা। বিশ্বাসঘাতকদের লোভের কারণে ক্লাইভ ও তার উত্তরসূরিরা ২০০ বছর ধরে বাংলার সম্পদ লুণ্ঠন-পাচার করেছে। বাংলা আবার সম্পদশালী হয়ে উঠছে। নব্য মীরজাফর, জগেশঠ, উমি-চাঁদ, রায়দুর্লভ ও ঘসেটি বেগমরা দেশ-বিদেশে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। আমাদের গণতন্ত্রের ঘাটতি রয়েছে, রাজ-নীতিতে সহনশীলতার অভাব রয়েছে, দুর্নীতি-অর্থপাচার দীর্ঘদিনের সমস্যা। আমাদের সমস্যা আমাদেরই সমাধান করতে হবে, ক্লাইভদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে নয়। ৫০ বছর একটি জাতির জীবনে খুব দীর্ঘ সময় নয়। যে ইউরোপ দেখে আমরা মুগ্ধ হই, ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, সে ইউরোপে ৩০০ বছর ধরে অবিরাম রক্তপাত হয়েছে রাজনীতি ও ধর্মের নামে। ইউরোপ, আমেরিকা পুরোপুরি দুর্নীতিমুক্ত নয়।

মাথা উঁচু করে মর্যাদাশীল জাতি হিসেবে পরিচিত হওয়ার জন্য উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণে উচ্ছ্বসিত হওয়ার পাশাপাশি আমাদের মনোজাগতিক জাগরণের মাধ্যমে জাতিসত্তার পুনর্জাগরণ আবশ্যিক। স্বাধীনতার সাড়ে তিন বছরের মাথায় বাঙালি জাতির প্রাণভোমরা বঙ্গবন্ধুকে যারা সপরিবারে হত্যা করেছে, বঙ্গবন্ধুর ছায়াসঙ্গী জাতীয় চার নেতাকে জেলখানার মতো নিরাপদ জায়গায় হত্যা করেছে, তারা সবাই বাঙালী। ষড়যন্ত্রীরা কত ভয়ানক হতে পারে সে অভিজ্ঞতাকে স্মরণে রেখে সব গুজব, রটনা ও ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে আমাদের অর্জন-উন্নয়নের পাহারাদার আমাদের নিজেদেরই হতে হবে।

লেখক: অধ্যাপক, আইন বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

সাপ্তাহিক ২৫ বছরে বাংলা পত্রিকা The Weekly Bangla Patrika

হাসান-উজ-জামান

স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর অঙ্গীকার

বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতির ইতিহাসে সমগ্র মার্চ মাসের গুরুত্ব অপরিসীম। দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানি পাঞ্জাবি শাসকগোষ্ঠীর সুদীর্ঘ ২৩ বছরের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বৈষম্যের শিকার তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ তথা বাঙালিরা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর উপলব্ধি করে তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ের কোনো বিকল্প নেই। এই বোধ থেকেই বাঙালী জাতি ঐক্যবদ্ধ হতে শুরু করে। ১৯৪৭ সালেই কলকাতার সিরাজউদ্দৌলা হোটেলে বসে যুবনেতা শেখ মুজিবসহ ১৪ জন বাঙালি নেতা এই মর্মে সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী সম্ভাব্য সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক নির্যাতন-নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার কোনো বিকল্প নেই। যার প্রথম প্রতিবাদের প্রতিফলন ঘটে ১৯৫৪ সালে হক-ভাসানী-সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বাধীন যুক্তফ্রন্টের কাছে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে মুসলিম লীগের চরম ভরাডুবি ও যুক্তফ্রন্ট গঠনের পেছনে তদানীন্তন যুবনেতা শেখ মুজিবের বলিষ্ঠ ভূমিকার কারণে তিনি মাত্র ৩৪ বছর বয়সেই গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রিত্ব লাভ করেন।

বাঙালীর মুক্তি সনদ ছয় দফার ভিত্তিতে সত্তরের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ জয়লাভ সত্ত্বেও প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া কর্তৃক বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানের ভাবী প্রধানমন্ত্রী ঘোষণার পরও জুলফিকার আলী ভুট্টোসহ পাঞ্জাবিদের চক্রান্ত অব্যাহত থাকে। ক্ষমতা হস্তান্তরের পরিবর্তে বাঙালিদের নিধনের যাবতীয় প্রস্তুতি অব্যাহত থাকে। প্রহসনমূলক আলোচনার নামে জাহাজে করে অস্ত্র সরবরাহ অব্যাহত থাকে।

১৯৭০ সালের ২ মার্চ স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ পূর্ব বাংলার মানচিত্র ও লাল সূর্যখচিত সবুজ পতাকা উত্তোলন করে। মার্চের প্রথম থেকেই বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে শুরু হয় হরতাল। তবে জনস্বার্থে ওষুধের দোকান, হাসপাতাল, অ্যাম্বুল্যান্স, সংবাদপত্র, আবর্জনা বহনের ট্রাক, টেলিফোন, বিদ্যুৎ, দমকল, পানি সরবরাহ হরতালের আওতামুক্ত থাকে। স্বাধীনতাসংগ্রামের পক্ষে ৫ মার্চ মসজিদ, মন্দির, গির্জাসহ সব উপাসনালয়ে প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয়। ৬ মার্চ বেতার ভাষণে ইয়াহিয়া খান সেনাবাহিনীর মাধ্যমে জাতিকে শায়েস্তা করার হুমকি দেন। সমগ্র জাতি এ হুমকির তোয়াক্কা না করে বিক্ষোভ ও বিদ্রোহে ফেটে পড়ে। যেহেতু রাত পোহালেই ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ, তাই অধীর আগ্রহে কৌতূহল এবং উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে প্রতীক্ষার প্রহর গুনে সমগ্র জাতি। বাঙালীর বহু কাঙ্ক্ষিত ও প্রতীক্ষিত ৭ মার্চ দলবদ্ধভাবে জঙ্গি মিছিল ও লাঠিসোঁটা নিয়ে লাখো মানুষের ঢল নামতে থাকে তদানীন্তন রেসকোর্স ময়দান অর্থাৎ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে প্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুনতে। প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে কৃষক-শ্রমিক-ছাত্র-শিক্ষক-চাকরিজীবী জনসভাস্থলে পৌঁছেন। সবার মুখে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়–তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা-মেঘনা-যমুনা। তুমি কে, আমি কে, বাঙালি বাঙালি। তোমার নেতা আমার নেতা, শেখ মুজিব শেখ মুজিব। পিন্ডি না ঢাকা, ঢাকা ঢাকা। তোমার দেশ আমার দেশ, বাংলাদেশ বাংলাদেশ। বীর বাঙালী অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো, জয় বাংলা প্রভৃতি স্লোগানে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়। কোনো নেতার আহ্বানে, কারো ভাষণ শুনতে এত বড় জনসমুদ্র কখনো কোথাও হয়েছে কি না জানা নেই। কোনো নেতার ভাষণ কোনো দিন জাতিকে এত উজ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত করেনি। এটি সন্দেহাতীতভাবে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাষণের একটি, যা আজ জাতিসংঘের ইউনেসকো স্বীকৃত। যে ভাষণ উপস্থাপনের ক্ষেত্রে বাঙালির অবিসংবাদিত নেতার সামান্য ছন্দঃপতন ঘটেনি, যা তিনি উপস্থাপন করেন কবিতার মতো, যা ছিল সাবলীল অথচ অলিখিত। যেটি ছিল তৎকালীন সময়ের সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। বঙ্গবন্ধু যথার্থই উপলব্ধি করেছিলেন যে আলোচনার নামে প্রহসন করে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া তথা পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী বাঙালী জাতিকে নিশ্চিহ্ন করার গভীর চক্রান্তে লিপ্ত এবং বৈঠকের নামে তিনি প্রতারণার আশ্রয় নিচ্ছেন। তাই জাতিকে সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণের আহ্বান জানাতে তিনি সামান্য ভুল করেননি। জাতি তার নেতার অগ্নিমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রত্যন্ত গ্রামগঞ্জ, পাড়া-মহল্লা, ঘরে ঘরে যার যার সাধ্য অনুসারে পাকিস্তানী সশস্ত্র বাহিনীর হামলা প্রতিহতের প্রস্তুতি নেয়, এ লক্ষ্যে দেশব্যাপী আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ ও স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠিত হয়। একাত্তরের ৭ মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধুর অসহযোগ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সমগ্র বাংলাদেশে (তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান) পাকিস্তানি শাসনযন্ত্র অচল হয়ে পড়ে। সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত সব প্রতিষ্ঠান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদের স্বাক্ষরিত প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে পরিচালিত হতে থাকে। সর্বত্র উত্তোলন করা হয় স্বাধীন বাংলার মানচিত্রখচিত সবুজ পতাকা। ক্ষমতায় আরোহণ ছাড়া বিশ্বের কোথাও কোনো নেতার নির্দেশে রাষ্ট্র পরিচালিত হওয়ার এমন ঘটনা বিশ্বের ইতিহাসে বিরল। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য নেতৃত্বের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ স্বাধীনতাযুদ্ধ তথা সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রামকে বাঙালী জাতীয়তাবাদী মহামন্ত্রে উজ্জীবিত করে সফল পরিণতির দিকে এগিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছিল।

মহান স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর অঙ্গীকার হোক স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিরোধীদের সব ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে দেশাত্মবোধ তথা দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশ ও জাতিকে উন্নয়নের দ্বারপ্রান্তে এগিয়ে নেওয়ার। জাতির পিতার অসমাপ্ত স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শোষণ-নির্যাতন-নিষ্পেষণমুক্ত বাংলাদেশ বিনির্মাণে আত্মনিয়োগ করা। বঙ্গবন্ধু ঘোষিত শোষণহীন-অসাম্প্রদায়িক তথা সাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে আত্মনিয়োগ করা। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী সামনে রেখে এটিই হোক সমগ্র জাতির দৃঢ় অঙ্গীকার।

লেখক: ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব, মুক্তিযোদ্ধা সংহতি পরিষদ (মুসপ)

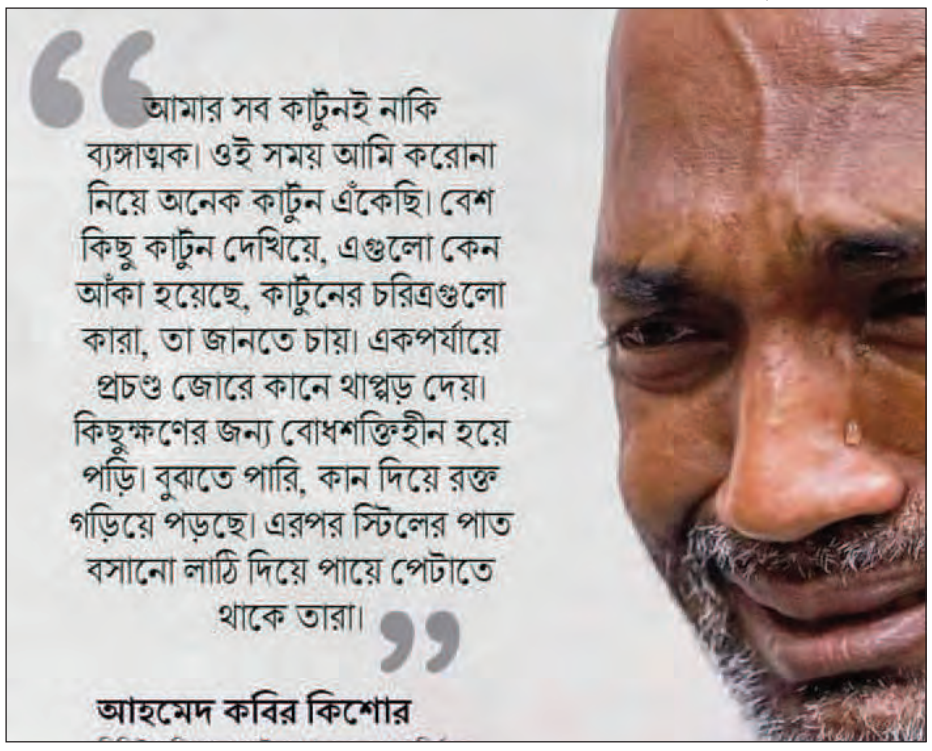
ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের সাতকাহন



গোলাম মাওলা রনি

কারাবন্দী অবস্থায় একজন লেখকের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে সারা দেশের রাজপথ যতটা না উত্তপ্ত হয়ে পড়েছে তার চেয়েও বহু গুণ উত্তপ্ত হয়ে পড়েছে মানুষের দেহ মন এবং মস্তিষ্ক। যিনি মারা গেছেন তার কারাবরণের কারণ সম্পর্কে দেশবাসী তেমন জানে না। তিনি কী লিখেছিলেন এবং তার সেই লেখনীর ফলে 'বাংলাদেশ' নামক রাষ্ট্রটির কী এমন ভয়ানক ক্ষতি হয়েছিল যার কারণে তাকে প্রায় আট মাস কারাগারে থাকতে হয়েছিল, এ কথাও জনগণ জানে না বা বুঝে না। রাষ্ট্রের পরিচালকরূপে যারা ক্ষমতা ভোগ করছেন তারাইবা কিভাবে একজন লেখকের লেখা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন বা হতে পারেন সেই বোধবুদ্ধি সচেতনতা কিংবা আগ্রহ এ দেশের লোকজন এখনো অর্জন করতে পারেনি। জনগণ যা খুব সহজেই বুঝে যায় তা হলো– ক্ষমতার দাপট কত ভয়ঙ্কর। দাপুটে লোকজন যা ইচ্ছে তাই করতে পারেন এবং তারা তা করেনও বটে।

আমাদের জনগণ আরো কিছু জিনিস খুব ভালো বুঝে। আর তা হলো– ক্ষমতাবানদের জন্য যা বৈধ তা আমজনতার জন্য বৈধ তো নয়ই ক্ষেত্রবিশেষে নিষিদ্ধ বটে। ক্ষমতাবানদের জিহ্বা-ঠোঁট ও চোখ প্রাচীন দুনিয়ার তলোয়ার, গদা আর বিষাক্ত তীরের চেয়েও ভয়ঙ্কর এবং হাল আমলের যেকোনো বিধ্বংসী পরমাণু বা জীবাণু অস্ত্রের চেয়েও অনেক ক্ষেত্রে ক্ষতিকর। আমাদের জনগণ বন্দুকের নল, ক্ষমতার লাঠি এবং বুট জুতো যেভাবে চেনে সেভাবে অন্য কোনো দরকারি অথবা পূজনীয় বিষয়বস্তু বা ব্যক্তিকে হয়তো চেনে না। তারা প্রযুক্তি, ন্যায়-অন্যায়, অধিকার, জাতীয় স্বার্থ ইত্যাদি বিষয়ের চেয়ে লাঠির নড়াচড়া এবং ক্ষমতার বাঁশির শব্দ ইত্যাদি সম্পর্কে পঞ্চ ইন্দ্রিয় সব সময় বেশি খাড়া করে রাখে। ফলে ক্ষমতাসীনরা যখন ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন বানালেন, সেদিনও যেমন জনগণ নীরব ছিল ঠিক তেমনি শত-সহস্র ভুক্তভোগীর মতো মুশতাক যেদিন গ্রেফতার হয়েছিলেন সে দিনও তারা অভ্যাসজাত নীরবতা ভঙ্গ করেননি। ফলে লেখকের মৃত্যুর পর যে হইচই শুরু হয়েছে এর মধ্যে ক্ষমতাসীনরা জনসম্পৃক্ততা দেখতে পাচ্ছেন না। তারা মনে করছেন, একটি 'সুস্থ ও স্বাভাবিক' মৃত্যু নিয়ে যারা গুজব ছড়িয়ে শান্ত পরিস্থিতি অশান্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছে 'তারা লোক ভালো নয়'।



লেখক মুশতাকের মৃত্যু নিয়ে যেসব কথাবার্তা বাজারে চলছে তা কিছুতেই জানতে পারছেন না ক্ষমতাবানরা। বাজারের কথা হলো– বাংলাদেশে এই প্রথমবারের মতো কোনো লেখক বন্দী অবস্থায় মারা গেলেন। লোকজন আরো বলছেন যে, তার 'স্বাভাবিক মৃত্যু হয়নি'। হয়তো বন্দী অবস্থাতে তার ওপর নির্যাতন চালানো হয়েছে। কেউ কেউ বলছেন, যে দেশে খুনি-চোর-ডাকাত-লুটেরা ও ধর্ষকরা জামিন পেয়ে যায় সেই দেশে একজন নিরীহ লেখক কী কারণে আট মাসে ছয়বার জামিন প্রার্থনা করে প্রত্যাখ্যাত হলেন এবং উচ্চতর আদালত থেকে কেনো প্রতিকার পেলেন না, তার কোনো কার্যকারণ মেলাতে পারছেন না। ক্ষমতার শীর্ষপর্যায় থেকে বলে দেয়া হয়েছে যে, এটাই কারাগারে প্রথম মৃত্যু নয়। এর আগে জাতীয় চার নেতাকে কারাগারের মধ্যে হত্যা করা হয়েছিল। কই, তখনতো কেউ হইচই করে বাজার গরম করেনি। এখনো কেন সেই হত্যাকা– নিয়ে ওভাবে আলোচনা করা হয় না? উল্লিখিত সওয়াল জবাব, আলোচনা, সমালোচনার মধ্যে কেউ কেউ আবার লেখক মুশতাকের শিক্ষাগত যোগ্যতা, ব্যতিক্রমী উদ্ভাবনী ক্ষমতা, তার বোহেমিয়ান জীবন এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সহজাত ক্ষমতা বর্ণনা করে তাকে একজন 'সর্বাঙ্গীণ ভালো মানুষ' হিসেবে প্রমাণ করতে চাইছেন। তারা আরো বলার চেষ্টা করছেন যে, বাংলাদেশে সর্বপ্রথম বাণিজ্যিকভাবে কুমির চাষের খামার তৈরি করে তিনি দেশে কুমির চাষের 'জনক'রূপে স্বীকৃতি পেয়েছেন। তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে বাংলাদেশে বহু সফল কুমির খামারি কুমিরের মাংস এবং চামড়া রফতানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে চলেছেন। তাদের মতে, তিনি একজন নাম করা কুমির গবেষকও ছিলেন এবং কুমিরের ওপর লিখিত তার একটি বই বাংলাদেশে সর্বাধিক বিক্রীত বইয়ের তালিকায় স্থান করে নিয়েছে।

মুশতাক সম্পর্কে যারা জানেন তাদের বক্তব্য হলো– তিনি স্বভাবজাত লেখক। দুনিয়ার ধান্ধাবাজি তার মাথায় ঢুকত না। সমাজের পাপ-পঙ্কিলতা, রাজনীতির দূষণ এবং ক্ষমতালোভী ব্যক্তিদের ফন্দিফিকির এবং নির্মমতা সম্পর্কে তিনি বেপরোয়া ছিলেন। তিনি সাদা চোখে যা দেখতেন তাই বিশ্বাস করতেন এবং অকপটে লিখতেন। আমাদের সমাজ হয়তো তার সেসব লেখালেখি সম্পর্কে জানত না। কিন্তু অন্ধকারের কুটুম্ব সবাই ঠিকই সবকিছু জানতেন এবং তাদের সেই জানা বুঝা দায় সেটিতেই তাকে পরপারে পাড়ি জমাতে হয়েছে।

মুশতাকের মৃত্যুর পর আরো অনেক মানুষের মতো আমিও ভাবাবেগ দ্বারা তাড়িত হয়েছি। বুঝার চেষ্টা করেছি কেনো এবং কিভাবে তিনি এতটা সাহসী হয়ে উঠেছিলেন যার কারণে রাষ্ট্র তাকে বিপজ্জনক মনে করেছিল। অথবা তিনি কেন এমন সব বিষয় লিখতেন যেসবের প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে তা নিয়ে বেখেয়াল থাকতেন। আমার মনে হয় তার বোহেমিয়ান জীবন, কুমির সম্পর্কে গবেষণা করতে গিয়ে মাসের পর মাস সুন্দরবনের গহিনে অবস্থান করে বন্য জীবনের সরলতা সততা, বনের বৃক্ষলতা-পশুপাখি এবং বনভূমিকেন্দ্রিক নদ-নদী, খালের কুমিরসহ অন্যান্য জলজ প্রাণীর জীবন সংগ্রাম, নৈতিকতা, আইন মেনে চলা এবং সঠিক পথে চলার অভ্যাস দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি জনারণ্যের ভ্রান্তিগুলো বরদাশত করতে পারেননি। সামাজিক মাধ্যমগুলোতে লেখক মুশতাকের অনেক ছবি ভাইরাল হয়ে পড়েছে। এসব ছবির মধ্যে একটি ছবি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। সেখানে দেখা যাচ্ছে, মুশতাক এবং তার স্ত্রী পাশাপাশি বড় বড় দুটো কুমিরের পিঠে অত্যন্ত আত্মবিশ্বাস ও বুকভরা ভালোবাসা নিয়ে বসে রয়েছেন। কুমির দু'টির ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয় তারা লেখক মুশতাক এবং তার স্ত্রীকে প্রচন্ড ভালোবাসত। ফলে তাদের ভালোবাসার মানব-মানবীকে পিঠে সওয়ারী হিসেবে পেয়ে ভয়ঙ্কর কুমিরগুলো নিজেদের সম্মানিত ভেবে একধরনের তৃপ্তি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করছিল অভিব্যক্তিতে। ছবিটি দেখে আমার মনে হয়েছে– মুশতাক সারা (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

BISWANATH PROBASHI KALLYAN SAMITY USA, INC.
বিশ্বনাথ প্রবাসী কল্যাণ সমিতি ইউএসএ, ইন্‌ক

বার্ষিক সাধারণ সভা ২০২১

আসসালামু আলাইকুম
বিশ্বনাথ প্রবাসী কল্যাণ সমিতি ইউএসএ ইনক'র সম্মানিত সকল সদস্য/ সদস্যাদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, সমিতির সাধারন সভা আগামি ১৪ মার্চ ২০২১ ইং রোজ রবিবার দুপুর ২টায় অনুষ্ঠিত হবে ব্রঙ্কসের মার্কস হোম কেয়ার অফিসে। উক্ত অনুষ্ঠানে সম্মানিত সকল সদস্য/সদস্যাকে যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

তারিখ: ১৪ মার্চ, রবিবার ২০২১
সময়: দুপুর ২ টা
স্থান: মার্কস হোম কেয়ার অফিস
১২৩২ ভার্জিনিয়া এভি. ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক
(কর্ণার এলিস এভিনিউ)

সমিতির গর্বিত সদস্য হউন সংগঠনকে গতিশীল করুন

নিবেদক:
হাজী মনির আহমেদ
সভাপতি
৯১৭-৮৬৩-৩৮২৪

আব্দুল মনাফ
সাধারণ সম্পাদক
৯১৭-৪০২-৯৪২২

সহযোগিতায়:
মো: সেবুল খান মাহবুব, আতাউল গণি আসাদ, আজাদুর রহমান, আযম আলী, আব্দুল আহাদ, সুলতানা জেবা চৌধুরী, মো: আবুল কালাম, নিজামুল ইসলাম, হাবিবুর রহমান, মতিন মিয়া, আব্দুস সালাম, শাহরিয়ার লিটন, তওফিকুর রহমান ফারুক, সিহাব আহমদ, আবুল আলম, লিয়াকত আলী, আবদুল্লাহ আদনান, আবদুল্লাহ এ রশিদ, খসরু আহমেদ।

প্রচার সম্পাদক মোহাম্মদ আবুল কালাম কর্তৃক প্রচারিত

AFFORDABLE SENIOR CARE OF NEW YORK LLC

ASC of NY

Licensed Home Health Care Agency

আমরা বাংলায় কথা বলি

আমাদের অফিস লোকেশন ব্রুকলিনের বাংলাদেশী অধ্যুষিত চার্চ ম্যাকডোনাল্ড এলাকায়

CDPAP

- বাড়িতে থেকেই পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য সেবা দিন
- আমরা দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশী কম্যুনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি।
- রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে।





CDPAP প্রোগ্রামের আওতায় HHA /প্রশিক্ষণ ছাড়াই আপনার বৃদ্ধ, অসুস্থ বা শারিরীকভাবে অক্ষম মা-বাবা, শ্বশুর-শ্বাশুড়ি, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীদের স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে আয় করতে পারেন।

✓ প্রশিক্ষণ ও **HHA** সার্টিফিকেট থাকলে আপনি
আমাদের মাধ্যমে যেকোন রোগীকে স্বাস্থ্যসেবা দিতে পারেন।

✓ আপনি কি **HHA** অথবা **PCA** হিসেবে চাকুরী খুঁজছেন?
তাহলে আপনি আমাদের প্রতিষ্ঠানে সুযোগ সুবিধাসহ আকর্ষণীয় বেতনে চাকুরী করতে পারেন।

CDPAP *প্রোগ্রামের জন্য কোন সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নেই।*

রোগীর জন্য নিজ গৃহে সেবা পেতে অথবা রোগীকে সেবা দানের বিস্তারিত তথ্য জানতে বাংলায় কথা বলুন।

CDPAP Specialist: Tarin: 347-362-1525, OFF: 718-851-0325

Brooklyn OFFICE

338 East 5th Street, Brooklyn, NY 11218
(Church Ave & East 5 street)
Tarin: 718-851-0325

Jackson Heights OFFICE

37-15, 73rd Street, Jackson Heights Suite # 208
(Bangladesh Plaza)
Solaiman: 302-513-3837

Email: info@ASCofNY.com
www.affordableseniorcarenewyork.com/cdpap.html

Affordable Senior Care of New York, LLC is a Licensed Home Health Care Agency
by the New York State Department of Health

Office Hour : Mon.-Friday (9am-5pm)

বাংলার হয়ে ওঠা

সাপ্তাহিক ২৫ বছরে বাংলা পত্রিকা The Weekly Bangla Patrika

মুসা আল হাফিজ

বাংলাভূমির প্রাচীন অধিবাসীরা ছিল অস্ট্রিক। তারা কথা বলত অস্ট্রিক ভাষায়। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা দাবি করে, এখানে প্রাপ্ত পুরনো নরকঙ্কালের প্রাচীনত্ব খ্রিষ্টপূর্ব ২৫০০ শতক। অর্থাৎ এখানে মানুষের বসবাস ছিল হরপ্পা সভ্যতার সমকালে। যদিও কেউ কেউ হরপ্পা সভ্যতার কালকে খ্রিষ্টপূর্ব ৪৫০০ শতক বলে দাবি করেছেন। এখানে মনুষ্য সমাজ খ্রিষ্টপূর্ব সাড়ে চার হাজার বছর আগেও ছিল, এমন দাবিও উচ্চারিত হয়েছে জোরেশোরে! কত জাতি এখানে বসতি গড়েছে। নেগ্রিটো, অস্ট্রিক, নিষাদ, দ্রাবিড়, মঙ্গোলীয়...

অস্ট্রিক জাতি থেকে গড়ে ওঠে বাঙালীর মূল অংশ। কেউ কেউ যাদেরকে নিষাদ বলে আখ্যা দেন। প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে ইন্দো-চীন থেকে আসাম হয়ে অস্ট্রিকরা আসে বাংলায়। এর আগে ছিল নেগ্রিটোরা। দক্ষিণ ভারতের আদি অধিবাসী দ্রাবিড়রা কাছাকাছি সময়ে এখানে প্রবেশ করে। দ্রাবিড়দের গায়ের রঙ কালো, গড় উচ্চতা মাঝারি। নিগ্রোদের মতো এদের ঠোঁট মোটা নয়। মাথা গোলাকার, চুল ঢেউ খেলানো বা মোটামুটি সপাট। তবে মঙ্গোলীয়দের মতো সটান নয়। নাকের উচ্চতা মাঝারি। চোখ বড়, চোখের মণি কালো বা ঘোলাটে কালো হয়। তারা এখানকার স্থানীয়দের সাথে মিশে যায়। ফলে তারা আর বিশুদ্ধ দ্রাবিড় থাকেনি। ক্রমে ক্রমে তারা সভ্যতা-সংস্কৃতি দিয়ে গ্রাস করে নেয় অস্ট্রিকদের। তাদের হাতে এখানে তৈরি হয় বিবিধ রাজ্য ও জনপদ। প্রাচীন বাংলা বিভক্ত ছিল নানা রাজ্যে, বিভিন্ন পরিচয়ে। বঙ্গ, রাঢ়, পুন্ড্র, হরিকেল, বরেন্দ্র, সমতট ইত্যাদি জনগোষ্ঠী এখানে বসবাস করত। তারা যেসব এলাকায় থাকত, সেসব এলাকা পরিচিত হয় তাদের নামে। এভাবে প্রায় ১৬টি অঞ্চলে বিভক্ত ছিল এই বাংলা।

পুন্ড্র জনগোষ্ঠীকে ঘিরে জনপদ গড়ে ওঠে উত্তরবঙ্গের বগুড়া, রংপুর, রাজশাহী ও দিনাজপুর অঞ্চলে। পুন্ড্র রাজ্যের রাজধানী ছিল পুন্ড্রনগর। এর অবস্থান ছিল বগুড়ার মহাস্থানগড়ে, ১৭৮৯ সালে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে সেটি প্রমাণ করেছেন আলেকজান্ডার কানিংহাম (১৮১৪-১৮৯৩)। ২০১৬ সালে একে সার্ক-এর সাংস্কৃতিক রাজধানী হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

রাঢ় জনগোষ্ঠী বসবাস করত ভাগীরথী নদীর পশ্চিম তীরে। গঙ্গার দক্ষিণ ও পশ্চিম অংশে ছিল তাদের রাজ্য। এ রাজ্য বিভক্ত ছিল দুই ভাগে– উত্তর ও প্রশ্চিম। নদী ছিল দুই রাঢ়ের সীমারেখা। সম্ভবত বর্তমান ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের একটি বড় অংশ এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এর মধ্যে ছিল পশ্চিবঙ্গের আধুনিক হাওড়া, হুগলি ও বর্ধমান জেলার বড় এলাকা। ভট্টভব দেবের ভুবনেশ্বর লিপিতে উল্লেখ আছে, রাঢ় ছিল একটি জলশূন্য শুষ্ক ও জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চল। প্রাচীন জৈন গ্রন্থ দিপ্রবংশ ও মহাবংশে একে বলা হয়েছে লাঢ়।

খ্রিষ্টপূর্ব ছয় শতকে জৈন ধর্মপ্রবর্তক মহাবীর এসেছিলেন লাঢ় দেশে, যেখানে ছিল না পথ, এলাকা ছিল দুর্গম, জনজীবনে ছিল নৈরাজ্য। এখানকার অধিবাসীরা মহাবীরের সাথে করেছিল অশোভন আচরণ। এর বিবরণ রয়েছে জৈন ধর্মীয়গ্রন্থ আচারঙ্গসূত্রে।

হরিকেল প্রাচীন পূর্ববঙ্গের এক জনপ্রদ। খ্রিষ্টীয় নবম শতকের রাজা কান্তিদেব ছিলেন হরিকেলের রাজা। তার একটি অসম্পূর্ণ তাম্রলিপি পাওয়া গেছে চট্টগ্রামের নাসিরাবাদ অঞ্চলের পুরনো এক মন্দিরে। যাতে লেখা আছে, কান্তিদেব ছিলেন হরিকেলের শাসক। হরিকেল সম্পর্কে এ হচ্ছে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য দলিল।

হরিকেলের অবস্থান নিয়ে রয়েছে নানারকম মন্তব্য। চীনা পর্যটক ইতসিংয়ের বিবরণ থেকে জানা যায়, হরিকেল ছিল পূর্বভারতের পূর্ব সীমান্তে। বারো শতকের অভিধান রচয়িতা হেমচন্দ্র তার অভিধান চিন্তামণিতে হরিকেলকে বঙ্গের সমার্থকরূপে বর্ণনা করেন। কিন্তু মঞ্জুশ্রী মূলকল্পে এ বক্তব্যকে অস্বীকার করা হয়েছে। এতে হরিকেল, বঙ্গ এবং সমতটকে স্বতন্ত্র সত্তারূপে দেখানো হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত দু'টি প্রাচীন পান্ডুলিপিতে হরিকেলকে উল্লেখ করা হয়েছে সিলেটের সাথে একার্থক বলে। বস্তুত সিলেট থেকে চট্টগ্রামের অংশ বিশেষ অবধি হরিকেল জনপদ বিস্তৃত ছিল। যদিও মধ্যখানে সমতট রাজ্যের অবস্থিতির সম্ভাবনা রয়েছে।

পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় বঙ্গ অঞ্চল নিয়ে গড়ে ওঠে সমতট। গুপ্তবংশের রাজা সমুদ্রগুপ্তের বিজয় কাহিনীতে রয়েছে সমতটের উল্লেখ। এলাহাবাদ প্রশস্তিতে সমতটকে উল্লেখ করা হয়েছে পূর্ব সীমান্তের প্রত্যন্ত রাষ্ট্র হিসেবে। চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং সমতট ভ্রমণ করেন এবং একটি বিশ্বস্ত বিবরণ রেখে যান। সাত শতকের দ্বিতীয়ার্ধে চৈনিক শ্রমণ শেং চি এ অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন। তখন রাজভট্ট ছিলেন সমতটের শাসক। এ ছিল প্রাচীন বঙ্গরাজ্যের দক্ষিণ-পূর্বের এক অংশ। সপ্তম শতকে কুমিল্লা জেলার বড় কামতা ছিল এ রাজ্যের কেন্দ্রস্থল। রাজ্যটি মূলত গঠিত হয় কুমিল্লা ও নোয়াখালী নিয়ে। ত্রিপুরা এ রাজ্যের অংশ ছিল সাত থেকে বারো শতক অবধি।

পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় বঙ্গ অঞ্চল নিয়ে গড়ে ওঠে সমতট। গুপ্তবংশের রাজা সমুদ্রগুপ্তের বিজয় কাহিনীতে রয়েছে সমতটের উল্লেখ। এলাহাবাদ প্রশস্তিতে সমতটকে উল্লেখ করা হয়েছে পূর্ব সীমান্তের প্রত্যন্ত রাষ্ট্র হিসেবে। চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং সমতট ভ্রমণ করেন এবং একটি বিশ্বস্ত বিবরণ রেখে যান।

বরেন্দ্র ছিল প্রাচীন বাংলার অন্যতম এক জনপদ। এ ছিল প্রন্ড্র রাজ্যের অংশবিশেষ। বগুড়া, দিনাজপুর ও রাজশাহী জেলার অনেকটা অঞ্চল এবং সম্ভবত পাবনা জেলাজুড়ে বরেন্দ্র অঞ্চল বিস্তৃত ছিল। এখনো রাজশাহীর বিশেষ অঞ্চল, বিশেষত নবাবগঞ্জ বরেন্দ্র নামে পরিচিত। পাল আমলে বরেন্দ্র উপনীত হয় গৌরবের চূড়ায়। সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত-কাব্য'-এ গঙ্গা ও করতোয়া নদীর মধ্যভাগকে বরেন্দ্র নামে অভিহিত করা হয়েছে।

গৌড় ছিল বাংলা জনপদের অতিপ্রাচীন এক অঞ্চল। পাণিনির গ্রন্থে সর্বপ্রথম এর উল্লেখ পাওয়া যায়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে রয়েছে এর উল্লেখ। তৃতীয় ও চতুর্থ শতকে রচিত বাৎসায়নের গ্রন্থে রয়েছে গৌড়ের নাগরিকদের বিলাসিতার বিবরণ। পুরাণে গৌড়কে দেখানো হয়েছে পূর্বদেশের জনপদ হিসেবে। বস্তুত মুর্শিদাবাদকে কেন্দ্র করে গৌড় জনপদটি পশ্চিম ভাগীরথীর নিকটে গড়ে উঠেছিল। সাত শতকের আদিপর্বে গৌড়ের প্রথম স্বাধীন সম্রাট শশাঙ্কের রাজনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধির সাথে সাথে গৌড়ের রাজনৈতিক সীমা অর্থাৎ দক্ষিণে উপকূলীয় উড়িষ্যা ও উত্তরে পুন্ড্রবর্ধন পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল।

সপ্তম শতকে রাজা শশাংকের অধীনে গৌড় রাজ্য বিস্তৃত হয় বিহার-উড়িষ্যা অবধি। মুর্শিদাবাদের নিকটবর্তী কর্ণসুবর্ণ তখন গৌড়ের রাজধানী। খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের কুশান রাজা বাসুদেবের একটি স্বর্ণমুদ্রা থেকে জানা যায়, গৌড় ছিল একটি বাণিজ্য কেন্দ্র। অনেকের মতে, গৌড় নগরীর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আদিসুর বল্লাল সেন।

পশ্চিম বঙ্গের মালদহে গৌড়নগর ও পান্ড্রনগর ছিল গৌড় রাজ্যের রাজধানী। পাল রাজাদের আমলে, অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতকে বাংলার রাজধানী ছিল গৌড়। গৌড়ের অপর নাম ছিল লক্ষণাবতী। (বাকী অংশ ৩৮ পাতায়)

টাইম ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস

আইআরএস অনুমোদিত e-file

- ট্যাক্স সার্ভিসেস
- নির্ভূল ট্যাক্স ফাইলিং
- নূন্যতম ফি

Our Services

- Individual Tax / Business Tax
- Self-employed Tax Include Taxi Driver & Vendor
- Corporate Tax/partnership Tax
- Small Business/vendor License, Individual tax ID Application.

Immigration

- Asylum/Citizenship application
- Petition for Relative/Affidavit of support
- Green Card / Work Authorization Renew
- Re-Entry Permit / travel Documents

All Kinds of Immigration Services

Kaysar Rahman, Tax Practitioner
37-50 74th St, 1st FL, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-708-2456 Email: timetax2019@gmail.com

নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক

SECI সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE BANKING DEPARTMENT OF THE STATE OF NEW YORK, NEW JERSEY, GEORGIA, MARYLAND & MICHIGAN

সোনালী এক্সচেঞ্জ প্রবাসে আপনার সবচেয়ে পুরনো ও বিশ্বস্ত বন্ধু

ঘরে বসে এখন Apps এর মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠানো যাবে। এই জন্য আই ফোন এবং এনড্রয়েড ফোনে প্লে ষ্টোরে গিয়ে ডাউনলোড করতে হবে Sonali Exchange এর Apps টি

- যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক প্রতিষ্ঠান
- সর্বোচ্চ বিনিময় হার ও সর্বনিম্ন ফি।
- সরকারী নিরাপত্তায় আপনার প্রেরিত অর্থ সম্পূর্ণ নিরাপদ ও আয়কর মুক্ত।
- বাংলাদেশের সর্বত্র ক্যাশ পিক-আপ।
- যে কোন ব্যাংক একাউন্টে টাকা পৌঁছে যায় অতি দ্রুত।
- ঘরে বা অফিসে বসেও অনলাইনের মাধ্যমে রেমিটেন্স করা যায়। লগ ইন করুন: www.sonaliexchange.com

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-505-8670	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন

$২১ প্রতি ঘন্টা

নিউইয়র্ক ষ্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শ্বশুড়-শ্বাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।

কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

আজই যোগাযোগ করুন:

গিয়াস আহমেদ, চেয়ারম্যান / সিইও /৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮

Corporate Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl	1 Blacksmith Lane	2148 Starling Ave.	175 B Forbell Street	642 Walden Avenue
Jackson Heights, NY 11372	Dix Hill, NY 11731	Bronx, NY 10462	Brooklyn, NY 11208	Buffalo, NY 14211
917-744-7308, 718-457-0813	718-406-5549	917-744-7308, 718-457-0813	Tel: 917-744-7308	Tel: 347-837-1162

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন



STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
MBPS, MIFPO
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

গ্রেটার বাফেলোর
বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ
অন্যান্য খবর জানতে
বাফেলোর প্রথম
এবং
একমাত্র
বাংলা সংবাদপত্র
বাফেলো বাংলা
পড়ুন
www.buffalobangla.com

Homeopathy & Herbal
হোমিওপ্যাথিক এন্ড হারবাল
ডাঃ এস.কে.শর্মা
D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA) Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন। আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

মহিলাদের:* অনিয়মিত ঋতুস্রাব * স্তনের টিউমার * চুল পড়া * শ্বেতপ্রদর বা লিউকোরিহিয়া * ডিম্বাশয়ের টিউমার (Ovarian Cyst) * Endometriosis, * জরায়ুর টিউমার (Uterus Tumors), * বন্ধ্যাত্ব * ঋতুস্রাবে বিলম্ব ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন ষ্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।
37-15 73rd Street, Jackson heights, NY 11372.
Cell: 917-285-4804, Ph: 718-898-0939
www.vhvshop.com
Business Hours: Monday-Friday: 12:00PM-8:00PM, Saturday-Sunday: 12PM-5PM

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্বতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা
সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স
গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট



TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.



Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

▼ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
▼ অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21
Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

হিলসাইডে বাংলাদেশী ডাক্তার

ডাঃ মোঃ কাওসার রশীদ

Diplomate American Board of Internal Medicine

❊ ফিজিক্যাল এক্সাম ❊ স্কুল ও কলেজের জন্য টীকা ❊ টিএলসি এক্সাম ❊ হজ্ব ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য টীকা ❊ ডায়াবেটিস ❊ উচ্চ রক্তচাপ ❊ থাইরয়েড ❊ এজমা ❊ বাতের ব্যথা ❊ চর্মরোগ ❊ যৌনরোগ এবং অন্যান্য সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।

আমাদের ক্লিনিকে সুলভ মূল্যে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, স্পাইরোমেট্রি, প্রেগন্যান্সি, টিবি টেস্ট, কান ফুটো করা হয়।

We accept all major insuranPes including Medicare, Medicaid, Metro Plus, Health Plus, GHI, PHS, AETNA, OXFORD, HIP BC & BS, 1199, Union Plan এবং অন্যান্য যাদের ইন্স্যুরেন্স নেই তাদের জন্য হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করা হয়।

আমরা ১৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের জন্য Child Health Plus ইন্স্যুরেন্স করতে সাহায্য করে থাকি।

সোম থেকে শুক্রবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৬টা পর্যন্ত, শনিবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত।

168-32 Highland Ave. Jamaica, NY. F ট্রেনে 169th St. (South Side)

Tel: 718-657-8325, 718-657-7300

মেডিক্যাল অফিসে আসার পূর্বে এপয়েন্টমেন্ট করে নিন।

LAW OFFICES

OF

ANDREW MOULINOS

(Licensed Attorney)

মজিবুর রহমান

লাইসেন্সপ্রাপ্ত লিগ্যাল কনসালট্যান্স

718-545-2600, 917-834-9269

*Bankruptcy, Divorce
*Major Accident Cases
*Business, Incorporation
*Investment
*Estate, Litigation
*Landlord & Tenant Commercial
*Real Estate Closing
*Trade Disputes

Trade disputes and Investments involving Bangladeshi legal matters

যোগাযোগ : মুজিবুর রহমান ৯১৭-৮৩৪-৯২৬৯

23-52 31st. Street. Astoria. NY 11105

জ্যামাইকা ও গ্রীন পয়েন্টে বাংলাদেশী ডেন্টিস্ট



আমরা মেডিকেইড, মেট্রোপ্লাস, ফিডালিস কেয়ার, হেলথ্ ফার্স্ট, সিগ্না, এ্যাটনা, মেটলাইফ, গার্ডিয়ান, সেলিডেন্ট ও অন্যান্য Insurance এবং Union Plan গ্রহণ করে থাকি।

ডাঃ মাহফুজুল হাসান ডি.ডি.এস

DR. MAFUJUL HASAN D.D.S.

জ্যামাইকা অফিস

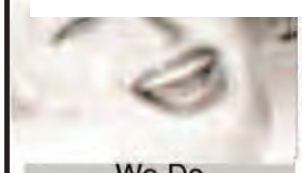
170-09, Hillside Ave,
Jamaica, NY-11432
Ph: 718-291-2710

গ্রীনপয়েন্ট অফিস

40-41, Green Point Ave,
Sunnyside, NY- 11104
Ph: 718-392-2858

KARNAFULLY TAX SERVICES INC

ENTAL



ার পরিবারের সবার ীয় দাঁতের চিকিৎসার জন্য এস্টোরিয়ায় রয়েছে আমাদের ডেন্টাল অফিস। আমরা সর্বাধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম ব্যবহার করি। মেডিকেইড গ্রহণ করা হয়।

We Do
Implant & Veneers

ডাঃ মোহাম্মদ নাঈম
ডাঃ ফেরদৌস হুসনে

অংঃড়ৎরধ খড়পধঃরড়হ
২৮-৫৭ ঝঃবরহধি ঝঃৎববঃ,
অংঃড়ৎরধ, ঘণ
ঘ ঃৎধরহ ঃড় ৩০ আব. ঝঃধঃরড়হ
ঞবষ: ৭১৮-২৬৭-০৫০০

Elmhurst Location
81-46 Baxter Ave.
Elmhurst, NY
#7 train to 82st. Station.
Tel: 718-478-1710

ARMAN CHOWDHURY, CPA

ARMAN CPA

- INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN
- BUSINESS TAX RETURN
- NON-PROFIT TAX RETURN
- ACCOUNTING & BOOKKEEPING
- RETIREMENT AND INVESTMENT PLANNING
- TAX RESOLUTION SPECIALIST
- ISLAMIC HOME FINANCING

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

AUTHORIZED e-file PROVIDER

7 DAYS OPEN

718-475-5686

http://ArmanCPA.com



87-54 168TH STREET, SUITE 201, JAMAICA, NY 11432
Email: armancpa@gmail.com | www.armancpa.com
TO 169 STREET

KARNAFULLY TAX SERVICES INC

কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
KARNAFULLY TAX SERVICES INC

We are Licensed by the IRS

CPA & Enrolled Agent

এর মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

ইনকাম ট্যাক্স

- Individual Tax Return (All States)
- Self Employed (taxi driver and vendor), /and Sole Proprietorship.
- Small Business
- Corporate Tax Return
- Partnership Tax Return
- Current Year / Prior Years' & Amended Tax Returns
- Individual Tax ID Numbers (ITIN)

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

Direct Deposit

একাউন্টিং

- Payroll, W-2's, Pay Checks,
- Pay subs, Sales Tax, Quaterly & Year-end filings

NEW BUSINESS SETUP

- Corporation
- Small business (S-corp)
- Partnership
- LLC/SMLLC

ইমিগ্রেশন

- Petition for Alien relatives
- Apply for citizenship or Passport
- Affidavit of Support
- Condition Removal on Green Card
- Reentry Permit
- Adjustment of Status

Representation taxpayers IRS & State tax audit.

আমাদের ফার্মে রয়েছে অভিজ্ঞ
CPA & Enrolled Agent

Special Price for W2 File



Member of AICPA

Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

NOTARY PUBLIC

IRS ENROLLED AGENT

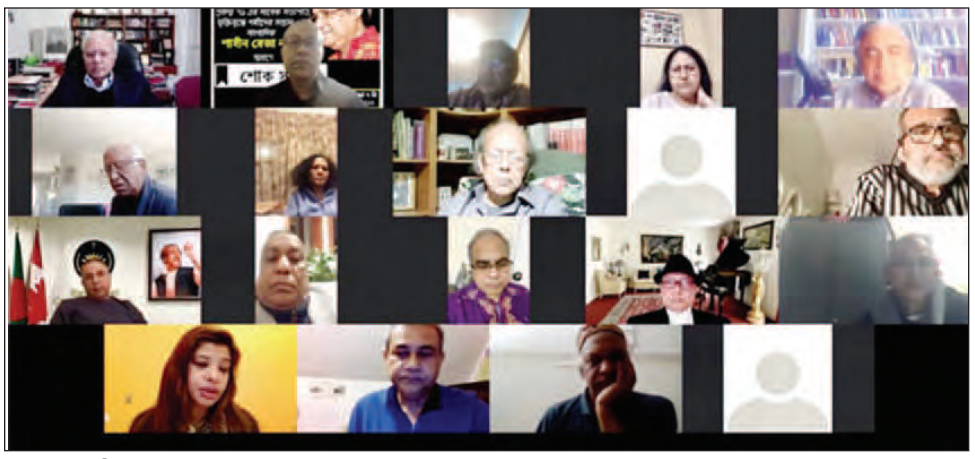
Office Hours:
Monday - Saterday
10:00am - 8pm

Tax Preparation
fee pay by Cradit card

Ph: 718-205-6040, 718-205-6010, Fax : 718-424-0313

karnafullytax@yahoo.com, www.karnafullytax.com

37-20 74th Street. 2nd Floor. Jackson Heights



‘শাহীন রেজা নূরের মৃত্যুতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং আগামী প্রজন্ম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে’

(৩ পাতার পর)

সাম্প্রদায়িক বা রাজাকারদের দেশে পরিণত না হয়।

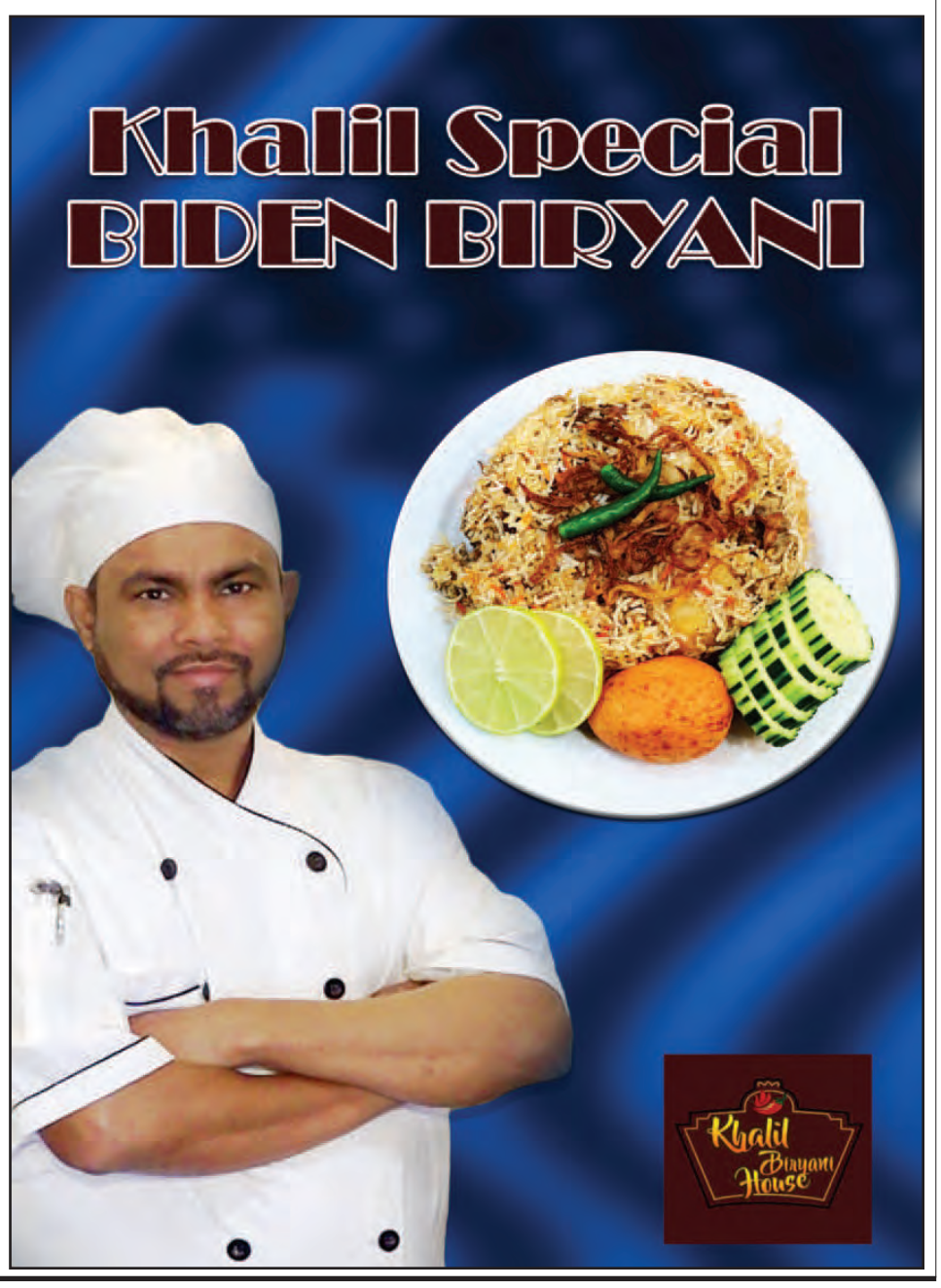
কনসাল জেনারেল নাইম উদ্দীন আহমেদ বলেন, শাহীন রেজা নূর আমাদের মাঝে আর নেই, কিন্তু আমরা যদি মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সমর্থন করি, আমরা যদি দেশকে বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এগিয়ে নিয়ে যাওয়াটা সমর্থন করি, তাহলেই শাহীন রেজা নূরের আত্মার প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা জানানো হবে।

শোক সভায় বক্তব্য রাখেন মরহুমের ভাই বীর মুক্তিযোদ্ধা শামীম রেজা নূর, ফাহিম রেজা নূর, সেলিম রেজা নূর ও তৌহিদ রেজা নূর। তারা বলেন, আমাদের ভাই শাহীন রেজা নূর স্বেচ্ছায় আমাদের বাবা শহীদ সিরাজুদ্দীন হোসেনের সাংবাদিকতার পথ বেঁচে নিয়েছিলেন দেশের মানুষকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় জাগ্রত করার জন্য এবং তার মেধা, তার স্পৃহা এবং তার সুপরিকল্পনায় আমাদের পরিবারের প্রতিটি সদস্যকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু ১৯৭১ সালে জীবন আমাদেরকে যেভাবে পতারিত করেছিল, আজ স্বাধীনতার ৫০ বছরের দ্বারপ্রান্তে এসে জীবন আমাদেরকে আবার প্রতারিত করল। শাহীন ভাই চলে যাওয়াতে আমাদের পরিবারের যে অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে, তা কখনোই পূরণ হবার নয়। আমরা তার আত্মার শান্তি কামনা করছি এবং সাথে সাথে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে পরিবারের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি শাহীন ভাইকে দেশে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য।

সভায় অন্যান্যদের মাঝে আরো বক্তব্য দেন বীর মুক্তিযোদ্ধা গোলাম মোস্তফা খান মিরাজ, বীর মুক্তিযোদ্ধা শরিফ, অস্ট্রেলিয়া থেকে কামরুল হাসান, কানাডা আওয়ামী লীগ নেতা শাহিদ রহমান ও তাজুল মোহাম্মদ, নিউ অরলিন্স-এর ড. মুস্তফা সারোয়ার, বস্টন থেকে ড. বামন দাস বসু, জর্জিয়া থেকে সাংবাদিক রুমি কবির, ফ্লোরিডা থেকে সাংবাদিক শামীম আল আমিন, যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রাফায়েত চৌধুরী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব তাহমিনা শহীদ, কামাল হোসেন মিঠু, আলমগীর ভুঁইয়া প্রমুখ। সভা পরিচালনা করেন যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি, নিউইয়র্ক চ্যাপ্টারের সাধারণ সম্পাদক স্বীকৃতি বড়ুয়া। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।









সিলেটে হেলাল চৌধুরী ফুটবল টুনামেন্ট অনুষ্ঠিত

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: সিলেটের দক্ষিণ সুরমার জালালপুরে রায়খাইল সমাজকল্যাণ যুব সংঘের উদ্দোগে প্রথম হেলাল চৌধুরী ফুটবল টুনামেন্ট সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৫ জানুয়ারী অনুষ্ঠিত ফাইনাল খেলায় চ্যাম্পিয়ান হয় ফুটন্ত শাপলা এবং রানার আপ হয় আয়াত একাদশ দক্ষিণ সুরমা। উল্লেখ্য, হেলাল চৌধুরী ফুটবল টুনামেন্টের প্রবর্তক জালালাবদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা-এর সভাপতি, জালালপুর ডিগ্রি কলেজের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক ছিলেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের কানেকটিকাট বাংলাদেশী আমেরিকান এসোসিয়েশন (বাক)-এর সভাপতি, সাবেক ছাত্রনেতা ময়নুল হক চৌধুরী হেলাল।

টুনামেন্ট পরিচালনা কমিটির সভাপতি নেছারুল হক চৌধুরী বুস্তানের সভাপতিত্বে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সিলেট-৩ আসনের সংসদ সদস্য মাহমুদুস সামাদ চৌধুরী কয়েছ। বিশেষ অতিথি ছিলেন দক্ষিণ সুরমা উপজেলা চেয়ারম্যান আবু জাহেদ, বিশিষ্ট রাজনীতিক শহিদুর রহমান শাহীন, বিশিষ্ট রাজনীতিক ও ব্যবসায়ী নিজাস গ্রুপের চেয়ারম্যান এনামুল হক চৌধুরী জালাল, জালালপুর ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ আওলাদ হোসেন, সাইফুর রহমান ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ জিল্লুর রহমান শুয়েব, দক্ষিণ সুরমা উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান মাহবুবুর রহমান, রাজনীতিক হাবিবুর রহমান হাবিব, খেলা পরিচানা কমিটির সাধারণ সম্পাদক আব্দুস ছালাম চৌধুরী সুহেল, সিলেট ওসমানী মেডিক্যাল কলেজের প্রফেসার ডা. কাওসার আহমদ, সিলেট জেলা পরিষদ সদস্য লোকন মিয়া ও তপন চন্দ পাল, জালালপুর ইউপি'র সাবেক ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান এম সহিদ পংকি, আনিলগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আখলাকুল আম্বিয়া বাতিন।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জালালপুর ইউপি চেয়ারম্যান মৌলানা সোলেমান হোসেন ও দক্ষিণ সুরমা এলাকার সকল ইউপি চেয়ারম্যনবৃন্দ, দক্ষিণ সুরমা এলাকার মুরব্বিয়ান। খেলা সার্বিকভাবে পরিচালনা করেন রায়খাইল যুব কল্যাণ সংঘের সভাপতি আলী হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক শেখ শরীফ আহমদ রাজা সহ ক্লাবের সদস্যবৃন্দ। খেলার ১ম পুরস্কার ছিল মটর সাইকেল, ২য় পুরস্কার ছিল রেফিজারেটার, ৩য় পুরস্কার ছিল টেলিভিশন । উল্লেখ্য খেলায় কোয়াটার ফাইনালে ও সেমিফাইনালে ১৫ হাজার করে আর ফাইনাল খেলায় প্রায় ২০ হাজার লোকের সমাবেশ ঘটে। গত ২০২০ থেকে আরম্ভ হওয়া এই খেলায় প্রায় ৩০টি টিম অংশ গ্রহন করে।





বাংলাদেশীর ১৫ বছরের জেল

(শেষের পাতার পর)

করা হয়েছে। মিশিগানের ফেডারেল কোর্ট এ রায় দিয়েছে। একইচক্রের সদস্য হিসেবে ১২ ডাক্তারসহ আরও ২১ জনের বিভিন্ন মেয়াদের কারাদন্ড হয়েছে বলে মিশিগান ইস্টার্ন ডিস্ট্রিক্টের ইউএস এটর্নি সাইমা শফিক মহসিন এবং বিচার বিভাগের ক্রিমিনাল ডিভিশনের সহকারি এটর্নি জেনারেল নিকলাস এল ম্যাকুয়াইড সংবাদ সম্মেলনে জানিয়েছেন।

মিশিগান এবং ওহাইও স্টেটভিত্তিক ট্রাই-কাউন্টি ওয়েলনেস গ্রুপ'র সিইও মাশিয়াত রশিদকে কারাদন্ডের পাশাপাশি প্রতারণামূলকভাবে হাতিয়ে নেয়া অর্থ ফিরিয়ে দিতে হবে মেডিকেয়ার কোম্পানীকে। আরও সাড়ে ১১ মিলিয়ন ডলার মূল্যের বাণিজ্যিক ও আবাসিক রিয়েল এস্টেট রাষ্ট্রের বরাবরে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। মিশিগানের ওয়েস্ট ব্লুমফিল্ডের বাসিন্দা মাশিয়াত রশিদকে গত ৩ মার্চ এই দন্ড প্রদান করা হয়। ২০১৭ সালে গ্রেফতার হন তিনি। ২০১৮ সালে নিজে থেকেই দোষ স্বীকার করেন মাশিয়াত।

মামলার বিবরণে জানা গেছে, ২০০৮ সাল থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত রশিদ ছিলেন ঐ ট্রাই-কাউন্টি ওয়েলনেস গ্রুপের সিইও। এর অধীনে বেশ কিছু ক্লিনিক চালু করা হয় যারা সত্যিকারের কিছু রোগীর সাথে আদৌ অসুস্থ নন এমন গরিব লোকদের সংগ্রহ করে। ব্যাথানাশক ইঞ্জেকশনের আদৌ প্রয়োজন না হলেও অনেক মানুষকে তা প্রদান করা হয়। এভাবে অনেক মানুষকে আসক্ত করা হয় ওষুধ সেবনে। শতশত রোগী চিকিৎসার নামে মোটা অংক ড্র করা হয় ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী থেকে। তদন্তের সময় অনেকে সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, ঐ ক্লিনিকে বা চিকিৎসকের কাছে যাওয়ার আগে যতটুকু ব্যাথা ছিল, পরবর্তীতে চরম আকার ধারণ করে। অর্থাৎ ঘনঘন ইঞ্জেকশন নিতে হয়েছে তাদেরকে। বেশ কটি ক্লিনিকে প্রতিনিয়ত আর্ত-চিৎকার শোনা গেছে। রোগীরা কষ্টে কান্নাকাটি করেছেন। তদন্ত কর্মকর্তারা আদালতে উল্লেখ করেছেন, মাশিয়াত রশিদের নেটওয়ার্কের চিকিৎসকরা ৮ বছরে এতবেশি অর্থ আত্মসাৎ করেছেন, যারা যুক্তরাষ্ট্রের আর কোন অঞ্চলে ঘটেনি।

প্রতারণামূলকভাবে অর্জিত অর্থে ব্যক্তিগত জেট ক্রয় করেন মাশিয়াত। দামী গাড়ি ছাড়াও স্ত্রীর জন্যে মূল্যবান স্বর্ণালংকার ক্রয় করেছেন। নিজের জন্যে বিশ্বে সবচেয়ে মূল্যবান ঘড়ি, টাই, স্যুট, জুতা ক্রয় করেছেন। মাশিয়াতের চালচলনে মিশিগান ও ওহাইওতে বসবাসরত প্রবাসীরা বিস্মিত হয়েছিলেন।

নিউইয়র্কের বাংলাদেশ কনস্যুলেট চালু

(শেষের পাতার পর)

বাংলাদেশীরা। এ জন্য কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্টের প্রয়োজন হচ্ছে না। অব্যাহত রয়েছে ডাকসেবা।

নিউইয়র্কের বাংলাদেশ কনস্যুলেট এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আগের নিয়মে অফিস চলাকালীন প্রতিদিন সকাল সাড়ে ৯টা থেকে দুপুর দেড়টা পর্যন্ত সকলপ্রকার কনস্যুলার সেবার আবেদন গ্রহণ করা হবে এবং প্রতিদিন বিকেল ৩টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত ডেলিভারি প্রদান করা হবে। সকল সেবাগ্রাহীতাকে মাস্ক পরিধানসহ অন্যান্য স্থানীয় স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে কনস্যুলেটে যাওয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, যেহেতু করোনা মহামারির কারণে বর্তমানে নিউইয়র্কের স্থানীয় সরকার কর্তৃক ইনডোর সমাবেশে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যার বেশি জনসমাগমের ওপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, সেহেতু অধিক জনসমাগম হলে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণের স্বার্থে সেবাগ্রাহকদের কনস্যুলেটের বাইরে লাইনে দাঁড়ানোর প্রয়োজন হতে পারে।

ইতোমধ্যে যারা অনলাইনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট গ্রহণ করেছেন, তারা গৃহীত অ্যাপয়েন্টমেন্টের নির্ধারিত সময়ে অথবা অফিস চলাকালীন তাদের সুবিধাজনক সময়ে কনস্যুলেটে এসে সেবা গ্রহণ করতে পারবেন।

এছাড়া জরুরি প্রয়োজনে সবাইকে নিম্নবর্ণিত টেলিফোন নম্বর এবং ই-মেইলে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। কনস্যুলেটের ফোন নম্বর ২১২-৫৯৯-৬৭৬৭ (সোম থেকে শুক্রবার প্রতিদিন সকাল সাড়ে ৯টা থেকে বিকেল সাড়ে ৫টা পর্যন্ত, ছুটির দিন ব্যতীত)। হটলাইন ফোন নম্বর ৬৪৬-৬৪৫-৭২৪২ (প্রতিদিন ২৪/৭ চালু রয়েছে)। ই-মেইল: contact@bdcgny.org

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapartikausa.com







ব্রঙ্কসে আমেরিকান বাংলাদেশী ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের

(শেষের পাতার পর)

মাস্ক বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন ৮৭ সিনেট ডিস্ট্রিক্ট থেকে নির্বাচিত স্টেট সিনেটর লুইস সিপুলভিদা। এ সময় সংগঠনের সভাপতি আ: শহীদ, সাধারণ সম্পাদক জামাল হোসাইন, পার্কচেস্টার ফ্যামিলি ফার্মেসীর স্বত্বাধিকারী গৌরব কোঠারি, এটর্নী মঈন চৌধুরী, কমিউনিটি নেতা সিরাজ উদ্দীন আহমেদ সোহাগ, কাউন্সিল ডিস্ট্রিক্ট-১৮ থেকে কাউন্সিলম্যান পদপ্রার্থী মীর্জা মামুন রশীদ সহ কমিউনিটির বিশিস্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে অন্যানের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সহ সভাপতি আলহাজ্ব নাসির উদ্দীন, ভাইস প্রেসিডন্ট মো: রফিকুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক নুরুল ইসলাম, দপ্তর সম্পাদক শরীফ হোসেন, আল মামুন সরকার, রবিউল ইসলাম, হুমায়ুন কবির প্রমুখ।

বক্তারা আমেরিকান বাংলাদেশী ওয়েল ফেয়ার অর্গানাইজেসানের উদ্যোগে খাদ্য বিতরণের এই কর্মকান্ডের প্রশংসা করেন।

আ: শহীদ অনুষ্ঠানে এসে ত্রাণ গ্রহন এবং সহযোগীতার জন্য সকলের প্রতি ধন্যবাদ জানান। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রেজা আবদুল্লাহ। অনুষ্ঠানটি স্পন্সর করেন পার্কচেস্টার ফ্যামিলি ফার্মেসী এবং টার্কিস কালচারাল সেন্টার। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

স্ট্রোক কী? হলে কী করবেন?

(শেষের পাতার পর)

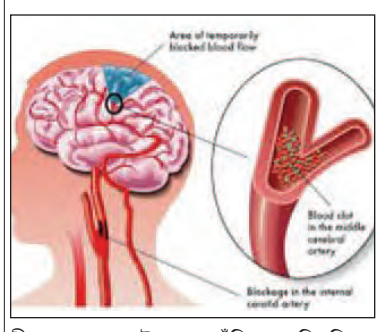
কারণ। অতএব স্ট্রোক দু'ধরনের-

১. রক্তনালি ছিঁড়ে গিয়ে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ। একে বলে হেমোরেজিক স্ট্রোক।

২. রক্তনালি ব্লক হয়ে গিয়ে মস্তিষ্কে পর্যাপ্ত রক্ত না যাওয়া এবং ওই অংশের শুকিয়ে যাওয়া। একে বলে ইস্কেমিক স্ট্রোক।

কেন স্ট্রোক হয়?

সাধারণত কিছু ক্ষেত্রে অনেকদিন ধরে ধীরে



ধীরে বাড়ে স্ট্রোকের ঝুঁকি। অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস, হাই-প্রেসার, হাই-কোলেস্টেরল, ধূমপান, পারিবারিক স্ট্রোকের ইতিহাস, হার্টের অসুখ যেমন- অনিয়মিত হৃদস্পন্দন, রক্তজমাট বাঁধা অসুখ, ক্যান্সার ইত্যাদি আরও অনেক কারণ রয়েছে স্ট্রোকের।

আবার অনেক সময় কোনো পূর্ব রোগ ছাড়াও হঠাৎ করেই হতে পারে স্ট্রোক। এক্ষেত্রে হঠাৎ উত্তেজিত হওয়া, জন্মগত রক্তনালির গঠনগত সমস্যা, জন্মগত এনজাইমের সমস্যা, মেটাবলিক সমস্যা ইত্যাদি রয়েছে। তাই শুধু বয়স্কদের নয়, একেবারে তরুণদের মধ্যেও স্ট্রোক হতে দেখা যায়।

স্ট্রোকের লক্ষণ কী?

সবসময় সবধরনের স্ট্রোকের একই রকম লক্ষণ হয় না। কী ধরনের স্ট্রোক, কী কারণে হল, মস্তিষ্কের কোন অংশে হল তার ওপর ভিত্তি করে লক্ষণও হতে পারে ভিন্ন।

হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাওয়ায়ও যেমন স্ট্রোক হতে পারে, তেমনই শরীরের কোনো অংশ ধীরে ধীরে দুর্বল বা অবশ হয়ে যাওয়া, ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে যাওয়া, মুখ একদিকে বাঁকিয়ে যাওয়া, মুখ থেকে খাবার ও পানি গড়িয়ে পড়া, কথা জড়িয়ে যাওয়া, আচরণে অস্বাভাবিক পরিবর্তন যেমন- চিনতে না পারা, অপ্রাসঙ্গিক বা আজেবাজে কথা বলা, অকারণে বিরক্ত হয়ে হইচই করা, একদম চুপচাপ হয়ে যাওয়া ইত্যাদি।

এগুলো হওয়া মানেই যে স্ট্রোক- এমনটি নয়। আরও অনেক কারণেই এমন হতে পারে। তবে এ ধরনের কোনো লক্ষণ দেখা দিলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

স্ট্রোক হলে কী করণীয়?

পরিবারের কারো এ ধরনের লক্ষণ দেখা দিলে অবশ্যই ভয় ও উদ্বিগ্ন লাগাটা স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে আপনার প্রথম ও প্রধান করণীয় রোগীকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে যত দ্রুত সম্ভব অ্যাম্বুলেন্স ডাকা এবং হাসপাতালে নেয়ার ব্যবস্থা করা।

কোনো ধরনের ওষুধপত্র নিজ থেকে দিবেন না। কারণ স্ট্রোকটি হেমোরেজিক না ইস্কেমিক আপনি জানেন না, ওষুধ প্রদানে উল্টা তার ক্ষতি হতে পারে। মুখে কিছু খাওয়াতে যাবেন না, এমনকি পানিও। এ খাবার ও পানি তার শ্বাসনালিতে গিয়ে আটকে যেতে পারে ও শ্বাসকষ্ট হতে পারে অথবা ইনফেকশন করতে পারে, যা এ অবস্থায় তার জন্য খুবই ক্ষতিকর। আর ওই যে ভাইরাল পোস্টে পড়েছেন সুই দিয়ে আঙুল ফুটো করে দেয়া- সেটি ভুলেও করবেন না।

এতে রক্তক্ষরণ থেকে রোগী আরও খারাপ হয়ে যেতে পারে, ক্ষতের জায়গায় ইনফেকশন হয়ে রক্তে ছড়িয়ে সেপটিসেমিয়া হয়ে যেতে পারে এবং আমাদের শরীরের ডিফেন্স মেকানিজমে রক্তনালি সংকুচিত হয়ে স্ট্রোকের ফলাফল আরও খারাপ হতে পারে। স্ট্রোকের চিকিৎসায় যেই হাড় ছিদ্র করে বারহোল সার্জারির কথা বলা হয়েছে, অনেকে এর সঙ্গে হাতে সুই ফোটানোকে গুলিয়ে ফেলেছে। বারহোল করে মস্তিষ্কের জমাটরক্ত সরানো হয়, যা মস্তিষ্কের একটি অংশে চাপ দিচ্ছে।

হাত, পা, কান ফুটো করে কয়েক লিটার রক্ত বের করেও এ জমাটরক্ত কমানোর কোনো পথ নেই। যদি বের করতেই হয় তবে মাথার হাড়ই ফুটো করতে হবে এবং এ ডিসিশন একমাত্র আপনার চিকিৎসকই দিতে পারেন।

নিউইয়র্কে করোনায় দুই বাংলাদেশীর মৃত্যু

(শেষের পাতার পর)

নিউইয়র্কের নিউ হাইড পার্কে বসবাসরত বাংলাদেশী হাসান রাশেদুল ইসলাম তমাল (৪৯) করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজেউন)। শুক্রবার (৫ মার্চ) স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৬টার দিকে তিনি লং আইল্যান্ড জুইস (এলআইজে) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তিনি মা, স্ত্রী, এক পুত্র, এক কন্যা এবং এক ভাই ও এক বোন সহ বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে যান। তারা সকলেই যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী। তমাল ছিলেন পরিবারের বড় সন্তান। তার দেশের বাড়ী টাঙ্গাইলের দেলদুয়ার উপজেলার চকতৈল।

উল্লেখ্য, কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের তথ্য মতে গেল এক বছরে মহামারী করোনায় নিউইয়র্কে ৫/৬শত প্রবাসী বাংলাদেশী মৃত্যুবরণ করেছেন। তবে কারো করো ধারণা যুক্তরাষ্ট্রে করোনাভাইরাসে প্রবাসী বাংলাদেশীর মৃতের সংখ্যা হাজারের অধিক।

মরহুম তমালের কাজিন টাঙ্গাইল সোসাইটি ইউএসএ ইনক-এর সাবেক সভাপতি দেওয়ান আমিনুর রহমান জানান, সম্প্রতি তিনি করোনায় আক্রান্ত হওয়ার পর বাসায় অবস্থান করে চিকিৎসা নিচ্ছিলেন। কিন্তু তার শ্বাসকষ্ট বাড়তে থাকায় এলআইজে হাসপতালে ভর্তি হন এবং সেখানে ১৪/১৫ দিনের মতো চিকিৎসাধীন ছিলেন।

মরহুম হাসান রাশেদুল ইসলাম তমালের



নামাজে জানাজা শনিবার (৬ মার্চ) বাদ জোহর জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারে (জেএমসি) অনুষ্ঠিত হয় এবং রোববার (৭ মার্চ) ওয়াশিংটন মেমোরিয়াল মুসলিম কবরস্থানে তার মরদেহ দাফন করা হয়।

তার মৃত্যুতে টাঙ্গাইল সোসাইটি ইউএসএ ইনক-এর সভাপতি রফিকুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ সেলিম খান সংগঠনর পক্ষ থেকে গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করে মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেছেন।

অপরদিকে নোয়াখালী জেলার সোনাইমুড়ীর বাসিন্দা ব্রঙ্কসের পার্কচেষ্টারে বসবাসকারী মোহাম্মদ নূরনবী (৬৩) গত ২ মার্চ মঙ্গলবার সকাল ৮টার দিকে স্থানীয় গানহিল মনটিফির হাসপাতাল ব্রঙ্কসে ইন্তেকাল করেছেন। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন। তিনি করোনায় আক্রান্ত হয়ে এই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ২ ছেলে ও ২ মেয়ে সহ বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে যান। খবর ইউএনএ'র।

জানা যায়, মোহাম্মদ নূরনবী করোনায় আক্রান্ত হওয়ার পর চিকিৎসার জন্য গত ২৭ ফেব্রুয়ারী তাকে স্থানীয় মনটিফির হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি প্রায় ৩০ বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী।

মরহুম মোহাম্মদ নূরনবী'র নামাজে জানাজা শেষে মরদেহ বৃহস্পতিবার (৪ মার্চ) নি-উজার্সীর লরেল মুসলিম কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে। তার মৃত্যুতে বিএনপি নেতা ও মরহুমের বেয়াই ড. নুরুল আমীন পলাশ শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করেছেন। এছাড়াও তার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনায় পরিবারের পক্ষ থেকে দোয়া করতে অনুরোধ করা হয়েছে।

এশিয়া কাপ হবে কি?

(শেষের পাতার পর)

অনুযায়ী চলতি বছর জুনে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা উপমহাদেশের বিশ্বকাপ খ্যাত এ টুর্নামেন্ট। কিন্তু নতুন করে এশিয়া কাপের আকাশে অনিশ্চয়তার মেঘ ভর করেছে ভারত আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে উন্নীত হওয়ায়। মোতেরায় গত শনিবার (৬ মার্চ) ইংল্যান্ডকে হারিয়ে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ফাইনাল নিশ্চিত করে কোহলির দল। আইসিসির সূচি অনুযায়ী ১৮ জুন লর্ডসে শুরু হবে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল।

এসিসি এখনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়নি এশিয়া কাপ নিয়ে। তবে কিছুদিন আগে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) সভাপতি এহসান মানি বলেছেন, এশিয়া কাপ হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ যদি ভারত টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে উঠে। কারণ দুই টুর্নামেন্টের দিনক্ষণ মিলে যাচ্ছে।

এশিয়া কাপের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জানতে চাইলে মিরপুর স্টেডিয়ামে বিসিবির প্রধান নির্বাহী নিজামউদ্দিন চৌধুরী সুজন বলেছেন, 'এশিয়া কাপের পুরো বিষয়টা কিন্তু এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের একটি বিষয়। যদিও আমরা পূর্ণ সদস্য হিসেবে এটার সঙ্গে সম্পৃক্ত। তবে এ ধরণের কোন বিষয়ে জানতে আমি মনে করি এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের সঙ্গে যোগাযোগ করা ভালো হবে।' চলতি বছর ভারতে টি-২০ বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হবে। বিশ্বকাপের কারণে এশিয়া কাপও হবে টি-২০ ফরম্যাটে।

শেষ পর্যন্ত এশিয়া কাপ না হলে এই সময়ে ঘরোয়া টুর্নামেন্ট আয়োজনের চিন্তা করছে



বিসিবি। বিসিবির প্রধান নির্বাহী শনিবার বলেছেন, 'আমরা যদি এ ধরনের একটা সময় ফাঁকা থাকে আমরা চেষ্টা করব যে সেই সময় কোনো ঘরোয়া টুর্নামেন্টের কোনো সময় চূড়ান্ত করা যায় কিনা। আমরা এখনও কাজ করছি বিষয়টা নিয়ে, আমাদের ক্রিকেট বর্ষপঞ্জি নিয়ে এবং আমরা চেষ্টা করছি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এটাকে প্যানেল করে একটা পূর্ণাঙ্গ ক্রিকেট বর্ষপঞ্জি বোর্ডকে উপস্থাপন করা।'

এদিকে এপ্রিলের মাঝামাঝি আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অধীনে দুটি টেস্ট খেলতে শ্রীলঙ্কা সফরে যাবে বাংলাদেশ দল। পরে তিনটি ওয়ানডে খেলতে ২০ মে তথা ঈদুল ফিতরের পরপরই বাংলাদেশ সফরে আসবে লঙ্কানরা।

বিসিবির প্রধান নির্বাহী বলেছেন, 'আমরা আশা করছি আমাদের টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের খেলার পরে আমাদের সাথে শ্রীলঙ্কার হোম সিরিজ হবার কথা, তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজ। এই তিনটা ম্যাচ খেলার জন্য শ্রীলঙ্কা মে'র ২০ তারিখের দিকে বাংলাদেশে আসবে এবং ঈদের পরে যত দ্রুত সম্ভব।'

ব্যক্তি ও সমাজ গঠনে

(শেষের পাতার পর)

রয়েছে যথেষ্ট ভূমিকা। কারণ ইসলাম নারী ও পুরুষ প্রত্যেককে যার যার উপযুক্ত সম্মান ও অধিকার দিয়েছে। পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন আয়াত ও হাদিসে নারীর অধিকার, মর্যাদা ও তাদের মূল্যায়ন সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে।

ইরশাদ হয়েছে, 'যে সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং সে ঈমানদার, পুরুষ হোক কিংবা নারী আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং প্রতিদানে তাদেরকে তাদের উত্তম কাজের কারণে প্রাপ্য পুরস্কার দেব, যা তারা করত।' (সুরা : নাহল, আয়াত : ৯৭)

এখানে সমাজ ও ব্যক্তি গঠনে মুসলিম নারীর কয়েকটি ভূমিকার দিক তুলে ধরা হলো।

পরিবারকে আগলে রাখে:

পরিবারকে আগলে রাখার ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সব ধরনের পরিস্থিতে তারা পরিবারকে আগলে রাখে, পরিবারের মানুষদের অনুপ্রেরণা জোগায়। নিজে না খেয়ে পরিবারের অন্য সদস্যদের মুখে খাবার তুলে দেয়। অসুস্থ শরীর নিয়েই স্বামী-সন্তানের সেবায় নিয়োজিত থাকে। একটা নারী প্রতিদিন স্বামী-সন্তান ও নিজের সতীত্ব রক্ষার জন্য লড়াই করে যায়। তাদের এই ত্যাগ বিফলে যাওয়ার নয়। মহান আল্লাহ তাদের উত্তম পুরস্কারে পুরস্কৃত করবেন।

একবার আসমা বিনতে ইয়াজিদ (রা.) এক আনসারি নারী সাহাবি নবীজির দরবারে এসে বলেন, হে আল্লাহর রাসুল, পুরুষরা যখন জিহাদে বের হয় আমরা তখন তাদের পরিবার, অর্থ-সম্পদ এবং সন্তানদের দেখাশোনার দায়িত্বে ব্যস্ত থাকি, তাহলে আমরা কি এর প্রতিদান পাব? তখন নবীজি সামনে বসা সাহাবিদের উদ্দেশ করে বলেন, দেখেছো দ্বিনি বিষয়ে এই নারী কত চমৎকার প্রশ্ন করেছে! তারপর ওই নারীকে নবীজি বলেন, তোমরা স্বামীর অনুপস্থিতিতে তোমাদের সতীত্ব রক্ষা করবে, স্বামীর সন্তুষ্ট অনুযায়ী চলার চেষ্টা করবে এবং সন্তানদের দেখাশোনা করবে, তাহলে তোমরাও আল্লাহর পক্ষ থেকে এর যথাযথ প্রতিদান পাবে। (শুয়াবুল ঈমান বায়হাকি, হাদিস: ১১/১৭৭)

সন্তানের প্রথম পাঠশালা মায়ের কোল:

ইসলাম নারীদের সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা দিয়েছে মা হিসেবে। মায়ের ত্যাগ ও ভালোবাসায় একজন সন্তান তার মানবীয় প্রতিভার বিকাশ ঘটান। তা ছাড়া মায়ের ভালোবাসা, আদর-স্নেহে একজন সন্তান বড় হয়ে ওঠে। আল্লাহকে ডাকতে শেখে। সাধারণত একজন মা-ই সর্বপ্রথম সন্তানকে মহান আল্লাহর বড়ত্ব সম্পর্কে ধারণা দেন। এক কথায় প্রতিটি মানুষ পৃথিবীতে আসা এবং বেড়ে ওঠার পেছনে প্রধান ভূমিকা একমাত্র মায়ের। মায়ের তুলনা অন্য কারো সঙ্গে চলে না। তাই রাসুল (সা.) তার উম্মতদের মায়ের প্রতি যত্নশীল হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। (মুসলিম : ৬৩৯৪)

স্বামীর অনুপ্রেরণা:

একজন স্বামীর পরিপূর্ণভাবে দ্বিন পালন করার জন্য একজন পূণ্যবতী স্ত্রী সহায়ক হয়। স্বামীর সুখ-দুঃখে ছায়ার মতো তার পাশে থাকে একজন পূণ্যময়ী নারী। বিপদে তাকে সাহস দেওয়া, সুদিনে আল্লাহর হুকুম পালনে উৎসাহী করা, সৎ কাজে আত্মনিয়োগের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া একজন মুমিন নারীর ভূষণ। আর যদি নারী পুণ্যবতী না হয়, তাহলে সেই স্বামীর জীবনটা নরকে পরিণত হয়। শুধু একটি পরিবারই নয়; বরং একটি সমাজ ধ্বংস করার জন্য একটি নারীই যথেষ্ট। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'পার্থিব জগত্টাই হলো ক্ষণিক উপভোগের বস্তু। আর পার্থিব জগতের সর্বোত্তম সম্পদ পুণ্যময়ী নারী।' (মুসলিম, হাদিস : ১৪৬৭)

মহান আল্লাহ প্রতিটি নারীকে প্রকৃত মুমিনা হওয়ার তাওফিক দান করুন। আমিন।

আমার কোনো হতাশা নেই: আশরাফুল

আল-মামুন: একটা সময়ে জাতীয় দলের অটোমেটিক চয়েজ ছিলেন মোহাম্মদ আশরাফুল। কিন্তু ধারাবাহিকতার অভাবে



জাতীয় দল থেকে বাদ পড়ে যান বাংলাদেশ দলের সাবেক এই অধিনায়ক। টেস্ট ক্রিকেটে সর্বকনিষ্ঠ ব্যাটসম্যান হিসেবে সেঞ্চুরির রেকর্ড গড়া ৩৬ বছর বয়সী এ তারকা ক্রিকেটার এখনও মুখিয়ে আছেন জাতীয় দলে খেলার জন্য। বছরের শেষ মুহূর্তে যুগান্তরকে দেয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলেছেন আশরাফুল। তার সাক্ষাৎকারটি হুবহু তুলে ধরা হলো-

প্রশ্ন: কেমন আছেন?

মোহাম্মদ আশরাফুল: আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ এখনও ভালো রেখেছেন। পরিবার-আত্মীয় স্বজন সবাই ভালো আছে।

প্রশ্ন: বছরটা কেমন কাটল?

মোহাম্মদ আশরাফুল: বছরটাতো করোনায়ই শেষ হয়ে গেল। আল্লাহর কাছে শুকরিয়া, একটা ছেলে সন্তান আমাকে দিয়েছেন।

প্রশ্ন: এবছর যে আশা করেছিলেন সেটা পূরণ হয়েছে কি?

মোহাম্মদ আশরাফুল: যেভাবে বছরটা শুরু করেছিলাম, প্রত্যাশা ছিল সেটা ধারাবাহিক অব্যাহত রাখার। নিয়মিত পারফর্ম করে যাওয়া। কিন্তু সেই আশা পুরণ হইল কই! করোনায় বছর শেষ।

প্রশ্ন: বছরের শুরুতে বিসিএলে টানা দুই ম্যাচে ফিফটি করেছিলেন..।

মোহাম্মদ আশরাফুল: বছরের শুরুটা আসলে ভালো হয়েছিল। খেলাটা কন্টিনিউ হলে ভালো হতো। আসলে খেলায় থাকলে ভালো লাগে।

প্রশ্ন: নতুন বছরে আপনার কি লক্ষ্য?

মোহাম্মদ আশরাফুল: পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে আবার খেলা শুরু হবে। তখন চেষ্টা করব নিজের সর্বোচ্চ উজার করে দিয়ে খেলার।

প্রশ্ন: কিছুদিন আগে বলেছিলেন একদিনের জন্য হলেও জাতীয় দলে ফিরতে চান....।

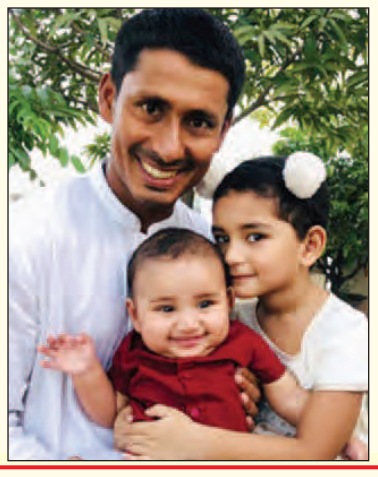
মোহাম্মদ আশরাফুল: খেলতে তো চাই। দেখা যাক, কি হয়! পরিকল্পনা আছে। জাতীয় দলে ঢুকতে পারলে খুশি হব। ভালোভাবে ঢুকতে চাই। ভালো খেলেই দেশের প্রতিনিধিত্ব করতে চাই। তার আগে সবকিছু নরমাল হোক। ভ্যাকসিন এখনও আসেনি। ভ্যাকসিন আসলে খেলা মাঠে গড়ালে ভালো হবে।

প্রশ্ন: আর কতদিন ক্রিকেট খেলতে চান?

মোহাম্মদ আশরাফুল: আরো তিন থেকে চার বছর খেলতে চাই। ফিটনেস আলহামদুলিল্লাহ ঠিক আছে। খেলাটা কন্টিনিউ করতে চাই।

প্রশ্ন: ক্রিকেট থেকে অবসরের পর কি করার পরিকল্পনা আছে?

মোহাম্মদ আশরাফুল: এখনও সেই চিন্তা





করেনি। তবে ক্রিকেটের সঙ্গেই থাকতে চাই।

প্রশ্ন: যদি বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) পক্ষ থেকে জাতীয় দল বা বয়সভিত্তিক দলের নির্বাচক হিসেবে কাজ করা বা অন্যকোনো প্রস্তাব আসে, গ্রহণ করবেন?

মোহাম্মদ আশরাফুল: এখনও এসব চিন্তা করিনি। বয়স যেহেতু আছে, এখনও খেলতে চাই। ওইসব জায়গায় যাওয়ার এখনও অনেক সময় আছে। খেলার মজাই আলাদা।খেলতেই ভালো লাগে। খেলা একবার ছেড়ে দিলে তো আর ফিরতে পারব না। কাজেই খেলা চালিয়ে যেতে চাই।

প্রশ্ন: আপনার মেয়ে তো বড় হয়ে যাচ্ছে, তাকে নিয়ে আপনার পরিকল্পনা কী?

মোহাম্মদ আশরাফুল: ছেলের বয়স মাত্র ছয় মাস। মেয়েটার চার বছর চলছে।প্রথম কথা হলো ভালো মানুষ বানাতে চাই। মেয়েটা এখন দৌড়াদৌড়ি করতে পছন্দ করে। করোনার কারণে কোথায়ও ঘুরতে নিয়ে যেতে পারছি না।

তবে ওরা যদি খেলতে চায় তাহলে সুযোগ করে দেব। খেলার জন্য জোর করব না। আমার বড় ভাই মোশতাক আহমেদের ছেলে তানজিল আহমেদ গোড়ান ক্রিকেট একাডেমিতে খেলছে। ও আফতাবনগরে প্রাকটিস করে। ওকে এখন হেল্প করছি। দেখা যাক, আমার ছেলেমেয়েরাও যদি খেলাধুলা পছন্দ করে তাহলে হেল্প করব।

প্রশ্ন: আপনার ক্রিকেট ক্যারিয়ারে কোনো আক্ষেপ আছে?

মোহাম্মদ আশরাফুল: ক্যারিয়ার নিয়ে আমার কোনো হতাশা নেই। যা পেয়েছি আলহামদুলিল্লাহ, তাতেই আমি সন্তুষ্ট।

প্রশ্ন: নতুন বছরের শুভ কামনা।

মোহাম্মদ আশরাফুল: শুভ কামনা।

পাস করতে পারেননি সালাম মুর্শেদী

মোহামেডানের পরিচালক হলেন যারা

স্পোর্টস ডেস্ক: নির্বাচনের মাধ্যমে মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের নতুন পরিচালনা পর্ষদ গঠিত হয়েছে। রোববার (৭ মার্চ) হোটেলে লা মেরিডিয়ানে অনুষ্ঠিত এই ভোটে ২০জন থেকে পরিচালক নির্বাচিত হন ১৬ জন। যে চারজন নির্বাচিত হতে পারেননি তাঁরা হলেন: কামরুন নাহার ডানা (৫৪ ভোট), সাজেদ এ এ আদেল (৯৫), আব্দুস সালাম মুর্শেদী (১২১) ও মোস্তাকুর রহমান (১৪১)। এদের মধ্যে কামরুন নাহার ডানা সদ্য বিদায়ী কমিটিতে ছিলেন।

৩৩৭ ভোটারের মধ্যে ভোট দিয়েছেন ২৩৯ জন। বেলা ২টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখর পরিবেশে এ নির্বাচন হয়েছে। করোনার চিকিৎসা নিতে দুবাইয়ে আছেন গোলাম মোহাম্মদ আলমগীর। না থেকেও তিনি দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ভোট পেয়েছেন। তবে ভোট দিতে না আসা আরেক প্রার্থী ও সাবেক ফুটবলার ও বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দুস সালাম মুর্শেদী জয়ী হতে পারেননি।

আগে বিনা ভোটে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন সাবেক সেনা প্রধান জেনারেল আবদুল মুবীন। নতুন সভাপতি নির্বাচনের মাধ্যমে মোহামেডানের নতুন কমিটিকে স্বাগত জানান। রাতে ফল ঘোষণার পর তিনি বলেন, 'সবকিছুই সুষ্ঠু এবং সুন্দরভাবে শেষ হয়েছে।'

নির্বাচনে দুটি মেরুকরণ হয়েছে। একদিকে সংস্কারবাদীরা, অন্যদিকে বিদায়ী ডিরেক্টর ইনচার্জ লোকমান হোসেন ভূঁইয়ার পক্ষ। ভোট বেশি থাকায় লোকমান পক্ষ সমর্থিত প্রার্থীরাই বেশি জিতেছেন। জানা গেছে, লোকমানপক্ষের ১৬ জনের তালিকায় ছিলেন না সালাম মুর্শেদী, কামরুন নাহার ডানা, সাজেদ আদেল ও হানিফ ভূঁইয়া। এর মধ্যে হানিফ ভূঁইয়া ছাড়া বাকি তিনজনই পরাজিত হয়েছেন।

যাঁরা নির্বাচিত: সভাপতি-সাবেক সেনাপ্রধান মোহাম্মদ আবদুল মুবীন (বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়)। পরিচালক: শরিফুল ইসলাম মহিউদ্দিন (২২৬), গোলাম মোহাম্মদ আলমগীর (২২৩), মাহবুবুল আনাম (২২৩), সিদ্দিকুর রহমান (২২১), মোস্তফা কামাল (২২০), মাসুদুজ্জামান (২১৯), মইনুদ্দিন হাসান, এ জি এম সাব্বির, কাজী ফিরোজ রশীদ (২১৮), দাতো মোহাম্মদ একরামুল হক (২১৫), মঞ্জুরুল আলম (২১৪), খাজেস্তা নূর-ই নাহরিন (২১০), আবু হাসান চৌধুরী প্রিন্স (২০৮), কবির আহমেদ ভূঁইয়া (১৭৬), জামাল রানা ও হানিফ ভূঁইয়া (১৪৪)।

'ম্যারাডোনাকে অপহরণ করা হয়েছিল'

স্পোর্টস ডেস্ক: কিংবদন্তি ফুটবলার দিয়াগো ম্যারাডোনা বেঁচে নেই। মৃত্যুর তিন মাস অতিবাহিত হয়ে গেলেও তার রহস্য নিয়ে আলোচনা এখনও তুঙ্গে। বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টাইন তারকার মৃত্যু এবং এর আগে ও পরের ঘটনা নিয়ে একের পর এক বিস্ফোরক তথ্য আসছে সামনে। এবার শোনা গেল- মৃত্যুর আগে 'অপহরণ' করা হয়েছিল ম্যারাডোনাকে। আর সেটি করেছিলেন তারই আইনজীবী মাতিয়াস মোরলা! এমন দাবি খোদ ম্যারাডোনার সাবেক স্ত্রী ক্লদিয়া ভিল্লাফানের।

মঙ্গলবার (২ মার্চ) যুক্তরাষ্ট্রের একটি টেলিভিশন চ্যানেলে ফোন করেন ক্লদিয়া। যেখানে উপস্থিত ছিলেন মাতিয়াস মোরলার আইনজীবী মাউরিকিও ডি আলেসান্দ্রো।

সেই মোরলার আইনজীবীকে পেয়ে ক্লদিয়া বলেন, 'মোরলা আমাকে সিনেমার খারাপ চরিত্রগুলোর মতো দেখাতে চায়। আমি সত্যিই এমনটি নই। এটি ডি আলেসান্দ্রোর ভালোই জানা। অথচ আলেসান্দ্রো এমন একজন ব্যক্তিকে (মোরলা) রক্ষা করছেন যিনি ম্যারাডোনাকে অপহরণ করেছিলেন।'



এরপর প্রয়াত সাবেক স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক নিয়েও চমকপ্রদ তথ্য দেন ক্লদিয়া ভিল্লাফানে। বলেন, 'একটি মামলার কারণে আমি ম্যারাডোনার ওপর রেগে ছিলাম। কিন্তু পরে ঠিকই আমাকে দেখে সে জড়িয়ে ধরে। আমার সঙ্গে নাচে। দিনটা উপভোগ করে। এটা কেউ জানত না।'

বিচ্ছেদের পরও ম্যারাডোনার সঙ্গে সুসম্পর্ক ছিল বলে দাবি করেন ক্লদিয়া। বলেন, 'আমি দিয়েগোর সঙ্গে কথা বলতাম। যদিও আমরা তা প্রকাশ্যে আনিনি। আমাদের মধ্যে মামলা ছিল। আমরা সব কিছু খুব ভালোভাবে ভাগ করে নিতে জানতাম।'

উল্লেখ্য, ম্যারাডোনার মৃত্যুর পর পর আইনজীবী মোরলার বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উঠেছে। আবার সেই মোরলাই ম্যারাডোনার মৃত্যুর জন্য তার চিকিৎসক ও চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত লা প্লাতা আইপেনসা ক্লিনিককে দায়ী করে অভিযোগ এনেছিলেন।

প্রসঙ্গত ক্লদিয়া ভিল্লাফানেকে ১৯৮৯ সালে বিয়ে করেন ম্যারাডোনা। ২০০৩ সালে তাদের বিচ্ছেদ হয়। ক্লদিয়ার গর্ভে জন্ম নেয় ম্যারাডোনার দুই কন্যা দালমা ও জিয়ানিন্না।

পুলিশের জেরার মুখোমুখি হচ্ছেন নাসিরের স্ত্রী তামিমা

স্পোর্টস ডেস্ক: ক্রিকেটার নাসির হোসেনের স্ত্রী তামিমা সুলতানা তাম্মি তার আগের স্বামী রাকিবকে তালাক দেওয়ার দাবি জানালেও দিন-তারিখ ও ব্যক্তিগত তথ্যে গরমিল পেয়েছে পুলিশ। ডিভোর্সের এক বছর পরও স্বামীর নাম রাকিব হাসান লিখেছেন তামিমা। তার ব্যবহৃত পাসপোর্টে আগের স্বামীর নাম ব্যবহার করেছেন তিনি। ফলে তামিমার পাসপোর্ট ও ডিভোর্স পেপারের তথ্যে তৈরি হয়েছে বিভ্রান্তি।

রাকিব হাসানের দায়ের করা মামলার তদন্তের দায়িত্ব পাওয়া পিবিআই (পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন) তথ্যগত এই গড়মিলের কারণ খুঁজতে তামিমাকে তলব করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শিগগির তামিমাকে পুলিশের জেরার মুখোমুখি হতে হবে বলে তদন্ত সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র নিশ্চিত করেছে।

গত ২৪ ফেব্রুয়ারী সংবাদ সম্মেলনে তামিমা যে কাগজ দিয়েছেন তাতে দেখা যায়, তিনি ২০১৬ সালের ২৩ ডিসেম্বর রাকিব হাসানকে 'স্ত্রী কর্তৃক তালাক নোটিশ' দিয়েছেন। কিন্তু পুলিশ বলছে, ২০১৮ সালের পাসপোর্ট আবেদনে স্বামী হিসেবে তিনি রাকিবের নামই উল্লেখ করেন।

এখন পর্যন্ত গণমাধ্যমে তামিমা তার আগের স্বামীকে তালাক প্রসঙ্গে যেসব বক্তব্য দিয়েছেন, তার সঙ্গে পাসপোর্টের তথ্য কোনোভাবেই মিলছে না। ফলে এখানে তালাকের বিষয়টি নানাভাবে প্রশ্নবিদ্ধ। দুটি তথ্য সঠিক হওয়ার সুযোগ নেই। পাসপোর্টে দেওয়া তথ্য সঠিক হলে তালাকসংক্রান্ড় তথ্য অসত্য। আবার যদি



তালাক দেওয়াকে সঠিক ধরে নেওয়া হয়, তাহলে পাসপোর্টে অসত্য তথ্য দেওয়ার কারণে তার পাসপোর্ট বাতিলসহ আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার সুযোগও থেকে যাচ্ছে।

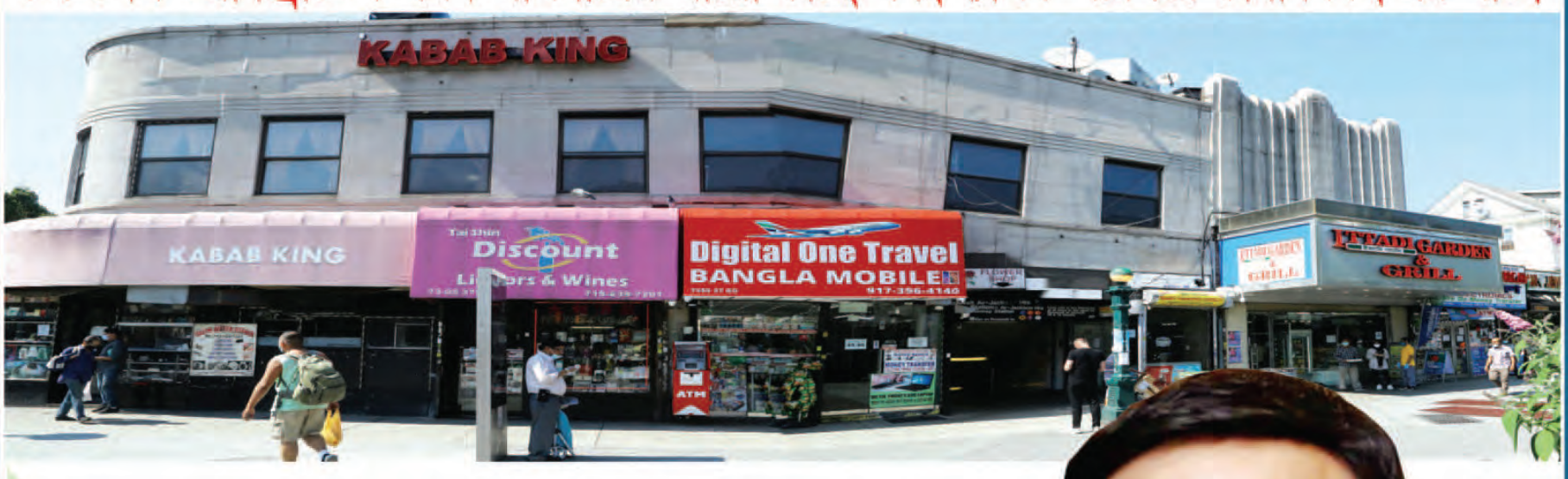
জানা গেছে, ২০১৮ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারী উত্তরা অফিসে পাসপোর্ট নবায়নের আবেদন করেন তামিমা। তার আবেদন নম্বর ২৬০২০০০০০৬৬১২০০। আবেদনে তিনি ব্যক্তিগত তথ্যের স্থানে পিতা ও মাতার নামের পর স্বামী হিসেবে রাকিব হাসানের নাম লিখেছেন। এমনকি পাসপোর্টের আবেদনে জরুরী যোগাযোগের জন্য তিনি রাকিবের নাম এবং মোবাইল নম্বরও যুক্ত করেন। ২০১৮ সালের ১১ মার্চ তাকে পাসপোর্ট দেওয়া হয়। যার মেয়াদ রয়েছে ২০২৩ সালের ৩ মার্চ পর্যন্ত।

পাসপোর্টে স্বামী হিসেবে রাকিবের নাম উল্লেখ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে নাসির-তামিমার আইনজীবী ব্যারিস্টার আসিফ বিন আনোয়ার গণমাধ্যমকে বলেন, 'তামিমার পাসপোর্টে তথ্যের যে গরমিলের কথা বলা হচ্ছে তা এখনো আমি দেখিনি। এটা দেখার পর মন্ড়ব্য করতে পারব। একই সঙ্গে আদালতকেও জানাতেও পারব।'

উল্লেখ্য, ১৪ ফেব্রুয়ারী ভালোবাসা দিবসে বিয়ে করেন ক্রিকেটার নাসির হোসেন। ১৭ ফেব্রুয়ারী হলুদসন্ধ্যা অনুষ্ঠিত হয়। পরে ২০ ফেব্রুয়ারী তাদের বিবাহোত্তর সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়। এমন পরিস্থিতিতে অভিযোগ ওঠে, স্বামী রাকিবকে তালাক না দিয়েই ক্রিকেটার নাসিরের সঙ্গে বিয়ের পিঁড়িতে বসেন স্ত্রী তামিমা সুলতানা।

গত ১৯ ফেব্রুয়ারী রাতে রাইসা ইসলাম বাবুনি নামের এক ফেসবুক ব্যবহারকারীর একটি পোস্ট ভাইরাল হয়। যেখানে তামিমার স্বামী রাকিবের পক্ষে দাবি করা হয়েছে, এখনো তাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক রয়েছে। তাদের ঘরে রয়েছে আট বছরের একটি মেয়েসন্তানও। তালাক না দিয়ে নতুন বিয়ে করায় তামিমার বিরুদ্ধে উত্তরা পশ্চিম থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছিলেন রাকিব।

ডিজিটাল ওয়ান ট্রাভেল এখন আপনাদের আরো কাছে এবং ব্যাপক পরিসরে কাবাব কিং এর পার্শ্বে



KUWAIT AIRWAYS | Biman BANGLADESH AIRLINES | Emirates | ETIHAD AIRWAYS | QATAR AIRWAYS

সবচেয়ে কমদামের গ্যারান্টি আমরাই দিচ্ছি

$৬৪৯+

JFK-Dhaka-JFK Return

আমরা IATA অনুমোদিত | আমরা ARC অনুমোদিত





Mohammad B Hossain (Belal)
President & CEO

আমরা সকল এয়ারলাইন্সের টিকেট সরাসরি আমাদের অফিস থেকে ইস্যু করে থাকি।

বাংলাদেশ থেকে আসার টিকেট সবচেয়ে কম দামে আমাদের কাছেই পাবেন।

উত্তর আমেরিকার ট্রাভেল ব্যবসায় সবচেয়ে অভিজ্ঞ ট্রাভেল টিম শুধুমাত্র ডিজিটাল ওয়ান ট্রাভেল-এ পাবেন, যারা সর্বদা আপনাদের সেবায় প্রস্তুত



আবু তাহের খান
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
২৬ বছরের অভিজ্ঞ



কাঞ্চন
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
১২ বছরের অভিজ্ঞ



পুষ্প
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
৫ বছরের অভিজ্ঞ

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট

Digital One Travel

JACKSON HEIGHTS NEW YORK

আপনার নিশ্চিত ভ্রমনের বিশ্বস্ত আয়োজক

7305 37th Road, Jackson Heights, NY 11372
(কাবাব কিং এর পার্শ্বে, ডাইভারসিটি প্লাজায়)

Phone: 917-396-4140, 917-592-7828

Price Can Be Change Anytime. digitalonetravel@gmail.com www.digitalonetravel.com OPEN 7 DAYS: 11AM -10PM *Terms & Condition may apply. See store for details.

কয়েক মিলিয়ন ডলার ক্ষতি!

(শেষের পাতার পর)

অগ্নিকান্ডের ঘটনায় ফায়ার সার্ভিসের ৬জন কর্মী সামান্য আহত হন বলে জানা গেছে। এই অগ্নিকান্ডে ১০টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কয়েক মিলিয়ন ডলারের ক্ষতির আশংকা করছেন ক্ষতিগ্রস্তরা। খবর ইউএনএ'র।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, অগ্নিকান্ডের সময় প্রচন্ড বাতাস থাকায় আগুন পাশের একটি দ্রুত আশেপাশে আশপাশে ছড়িয়ে পড়ে। নিউইয়র্ক সিটির ফায়ার ব্রিগেডের ৩৯টি দমকল বাহিনীর ১৬৮জন ফায়ার ফাইটার টানা প্রায় ৬ ঘন্টা চেষ্টা চালিয়ে শুক্রবার ভোর রাত ৪টা ১০ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রনে আনে।

'প্রিন্স কাবাব এন্ড চাইনিজ রেষ্টুরেন্ট'-এর বেসমেন্ট থেকে রাত পৌনে এগারোটার দিকে আগুনের সূত্রপাত হয়। ফোর-অ্যালার্মের এই আগুনে ৭৪ স্ট্রীটের রেস্টুরেন্টটি পুড়ে যায়। এসময় আশপাশের স্বর্ণ, টেলিফোন, শাড়ী-গহনা প্রভৃতি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর অধিকাংশই বন্ধ ছিলো। আগুন নিয়ন্ত্রণ আনতে ফায়ার ফাইটাররা বিভিন্ন দোকানের ঝাপ কেটে ভেতরে ঢুকে আগুন নেভানোর ব্যবস্থা নেন। এসময় সিটির পুলিশ আশপাশে লোক ও যান চলাচল বন্ধ বন্ধ করে দেয়। এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত অগ্নিকান্ডে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানা যায়নি। তবে আগুণের লেলিহান শিখায় একই ভবনের ৬টি স্মল বিজনেস প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অগ্নিকান্ডের সঠিক কারণ ও ক্ষয়ক্ষতি নিরূপনে সংশ্লিস্ট দপ্তরের তদন্ত চলছে।

অগ্নিকান্ডের প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় ব্যবসায়ী আবুল কাশেম এই প্রতিনিধিকে জানান, তিনি দীর্ঘ ২০/২৫ বছর ধরে জ্যাকসন হাইটসে বসবাস করছেন। সাম্প্রতিককালে এমন ভয়াবহ অগ্নিকান্ত তিনি প্রত্যক্ষ করেননি।

প্রিন্স রেস্টুরেন্টের অন্যতম স্বত্তাধিকারী রাম সাহা বলেন, ভয়াবহ আগ্নিকান্ডে আমাদের রেস্টুরেন্টের সবকিছু পুড়ে গেছে। কিছুই উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। আমাদের অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেছে।

জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশী বিজনেস এসোসিয়েশন জেবিবিএ)-এর সভাপতি শাহ নেওয়াজ বলেন, আগুন লাগার ঘটনাটি দুঃখজনক। যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাদের সহযোগিতা করতে আমরা সিটির বিভিন্ন দপ্তরে যোগাযোগ করছি।

উল্লেখ্য, গত বছর জ্যাকসন হাইটসের ৭৩ স্ট্রীটে অবস্থিত খামার বাড়ি গ্রোসারীও আগুনে পুড়ে যায়। প্রায় এক বছর বন্ধ থাকার পর সম্প্রতি 'খামার বাড়ি গ্রোসারী' আবার চালু হয়েছে। ছবি: লয়েড মিচেল

সঙ্গীত শিল্পী শফি চৌধুরী হারুণের ইন্তেকাল

(শেষের পাতার পর)

উদীচী স্কুল অব পারফর্মিং আর্টসের সঙ্গীত শিক্ষক শফি চৌধুরী হারুণ (৭০) ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজেউন)। বৃহস্পতিবার (৪ মার্চ) ভোর ১টা ১০ মিনিটে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের সাউথ ক্যারোলিনা অঙ্গরাজ্যের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। এসময় সেখানে বসবাসরত তার কন্যা আতুশা চৌধুরী এবং সহধর্মিনী জেবু চৌধুরী পাশে ছিলেন। তার মৃত্যুতে কমিউনিটিতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। খবর ইউএ-নএ'র।

জানা গেছে, গত পাঁচ মাস যাবৎ শিল্পী শফি চৌধুরী হারুন সাউথ ক্যারোলিনায় বসবাসরত তাঁর একমাত্র মেয়ে আতুশা চৌধুরী ও জামাতা সিজানের সঙ্গে স্ত্রী জেবু চৌধুরী সহ বাস করছিলেন। শফি চৌধুরী হারুন গত দুই সপ্তাহ আগে স্ট্রোক-এর শিকার হয়। ফলে তাঁর ব্রেন সার্জারি হয়। এরপর থেকেই তিনি প্রায় অচেতন অবস্থায় হাসপাতালের আইসিইউ-তে ছিলেন এবং বৃহস্পতিবার মৃত্যুবরণ করেন।

এদিকে শিল্পী শফি চৌধুরী হারুনের নামাজে জানাজা বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হওয়ার পর সাউথ ক্যারোলিনার স্থানীয় একটি কবর স্থানে তার মরদেহ দাফন করা হয়েছে। মরহুমের মেয়ে ও জামাতার তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনায় সবার দোয়া চেয়েছেন।

শোক প্রকাশ: শিল্পী শফি চৌধুরী হারুনের স্মৃতির প্রতি উদীচী যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে গভীর শোক জানানো হয়েছে। এছাড়াও গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করেছেন একুশে পদকপ্রাপ্ত বীর মুক্তযোদ্ধা ও নিউজার্সীও প্লেইন্সবরো সিটির কাউন্সিলম্যান ড. নুরুন নবী, প্রবাসের বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী মুত্তালিব বিশ্বাস ও এমদাদুল হক, প্রবীণ সাংবাদিক মনজুর আহমদ, বিশিষ্ট কলামিস্ট হাসান ফেরদৌস, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শিল্পী তাজুল ইমাম, বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী এ্যানি ফেরদৌস, বাফা সভাপতি ফরিদা ইয়াসমীন, সাংবাদিক শেখ সিরাজুল ইসলাম, আবৃত্তি শিল্পী ফারুক ফয়সাল ও গোপন সাহা, বিশিষ্ট তবলা বাদক তপন মোদক প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

এদিকে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি নিউইয়র্ক চ্যাপ্টারের সাবেক সভাপতি ও বর্তমান উপদেষ্টা, যুক্তরাষ্ট্র উদীচীর সহসভাপতি, বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব শফি চৌধুরী হারুন-এর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন 'একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি, নিউইয়র্ক চ্যাপ্টার।'

সংগঠনের পক্ষে এক শোক বিবৃতিতে বলা হয়, শফি চৌধুরী হারুন তার দীর্ঘ প্রবাস জীবনে বাংলাদেশকে একটি অসাম্প্রদায়িক, ধর্ম নিরপেক্ষ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বাংলাদেশ গড়ার সপক্ষে কাজ করে গেছেন। একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি নিউইয়র্ক চ্যাপ্টারের সংগঠনের সাথে যুক্ত থেকে তিনি স্বাধীনতার সপক্ষে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে গেছেন মৃত্যুর পূর্বে পর্যন্ত। এই প্রবাসে সঙ্গীত জগতেও তিনি আলোকিত করেছেন অনেককেই। রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী শফি চৌধুরী হারুন বাংলাদেশে ক্রান্তি শিল্পীগোষ্ঠীর একজন হয়ে ষাটের দশকের শেষভাগে ঢাকার রাজপথে ছিলেন সোচ্চার। তিনি একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি বাংলাদেশের সভাপতি, লেখক, সাংবাদিক শাহরিয়ার কবিরের বাল্য বন্ধু। আমরা তার এই চলে যাওয়াতে গভীরভাবে মর্মাহত। তার আত্মার শান্তি কামনা করছি এবং পরিবারের সকলের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করছি।

শোক বিজ্ঞপ্তিতে স্বাক্ষরদাতারা হলেন: সভাপতি ফাহিম রেজা নূর, সাধারণ সম্পাদক স্বীকৃতি বড়ুয়া, বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. নুরুন নবী, সাংবাদিক সৈয়দ মোহাম্মদ উল্লাহ, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব বেলাল বেগ, চলচ্চিত্রকার কবির আনোয়ার, কমিউনিটি লিডার মোরশেদ আলম, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সউদ চৌধুরী, বীর মুক্তিযোদ্ধা সুব্রত বিশ্বাস, সাপ্তাহিক বাঙালী সম্পাদক কৌশিক আহমেদ, বর্ণমালা সম্পাদক মাহফুজুর রহমান, কণ্ঠযোদ্ধা শহীদ হাসান, কণ্ঠযোদ্ধা রথীন্দ্রনাথ রায়, বীর মুক্তিযোদ্ধা তাজুল ইমাম ও গোলাম মোস্তফা খান মিরাজ, অর্থনীতিবিদ ড. শফিক ইসলাম, ডা. টমাস দুলু রায়, সাংবাদিক শীতাংশু গুহ ও নিনি ওয়াহেদ, কবি হাসান আল আব্দুল্লাহ, সাংবাদিক মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, লেখিকা নাজনিন সিমন, বীর মুক্তিযোদ্ধা মনির হোসেন, রওশন আরা নিপা, শুভ রায়, আহনাফ আলম, গোপাল স্যানাল, আবুল কালাম সোয়েব, রূপা খানম, ইসমাইল হোসেন স্বপন, ওবায়দুল্লাহ মামুন, বীর মুক্তিযোদ্ধা ওমর ফারুক খসরু, ডানা ইসলাম, তোফাজ্জল লিটন, সাইদুর রহমান লিংকন, সাইমুম সোহেল, তাহেরা তারা, সেমন্তী ওয়াহেদ প্রমুখ।

তা হবে আর একটা বাজে দৃষ্টান্ত

(শেষের পাতার পর)

পদক-খেতাব থাকলো গেল তাতে যেমন অন্যের কিছু বলা বা করার থাকেনা তেমনি এসবে কারও কিছু যায় আসেও না।

তারপরও ভেবে দেখলাম এ বিষয়টায় কিছু বলা উচিত। অনেকটা বিবেকের তাড়নায়। কয়েকদিন যাবত মরহুম জিয়াউর রহমানের খেতাব বাতিল নিয়ে নানা বাক বিতন্ডা। আমি তার কোন গুনমুগ্ধ বা ভক্ত নই। তিনি ক্ষমতায় ছিলেন সাড়ে পাঁচ বছরেরও কম সময়। পুরো সময়কালটাই আমার দেখা। তার অনেক অনুষ্ঠান সংবাদ সম্মেলন কাভার করেছি, সামনাসামনি কথা বলেছি। অনেক কাজ এবং নীতিরই তীব্র সমালোচনা করেছি। এই আমলে আমি কোন রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ত ছিলাম না। পুরোদস্তর সাংবাদিক। আওয়ামী লীগের কথিত বা অনুমিত মুখপত্র 'সাপ্তাহিক খবরের' বার্তা সম্পাদক হিসেবে জিয়ার শাষনকালের পুরোটা সময় ধরে বিরুদ্ধ-কলম চালিয়েছি। তার এবং তার সরকারের বিরুদ্ধে সত্য-মিথ্যা মিলিয়ে অসংখ্য রিপোর্ট এবং লেখালেখি করেছি। '৮১তে আওয়ামী লীগের সম্মেলনে দলকে অনিবার্য ভাঙন থেকে রক্ষা করতে 'শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগের সভানেত্রী'- আট কলাম ব্যানার হেডিং দিয়ে স্রেফ টেবিলমেড স্টোরি লিখেছি। তাতে দল ভাঙন থেকে রেহাই পেয়েছে, কাউন্সিলে শেখ হাসিনা সভানেত্রী নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি তখন দিল্লীতে বাস করছিলেন। এই নিউজ ছেপে কয়েকদিন গোয়েন্দাদের ভয়ে পালিয়ে থেকেছি। না, জিয়াউর রহমান পুলিশ পাঠাননি, শেখ হাসিনার সভানেত্রী হওয়ায় বাধ সাধেননি বা তার দেশে ফিরে আসায় নিষেধাজ্ঞাও জারী করেন নি। এগুলো আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। আবার জিয়াউর রহমান এবং পরবর্তীকালে তার স্ত্রীর শাষনামলে ভিন্নভিন্ন কারনে তিন দফা নির্যাতিত নিগৃহিতও হয়েছি। কাজেই কোন পক্ষপাতমুলক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমার এ লেখা নয়।

এক মন্ত্রী বলেছেন বঙ্গবন্ধু হত্যায় তার সংশ্লিস্টতা পাওয়া গেছে। ভাল কথা। পয়তাল্লিশ বছর পর যদি তথ্য স্বাক্ষী প্রমান হাতে আসে তাহলে জিয়াউর রহমানের মরোনত্তোর বিচার হতে পারে। অপরাধি প্রমানিত হলে শুধু পদক-খেতাব বাতিল কেন মরোনত্তোর ফাঁসিও হতে পারে। এতে কারও আপত্তি থাকার কথা না। তবে তার জন্য কিছু প্রসিডিউর আছে। মামলা হতে হবে, স্বাক্ষী প্রমান লাগবে। আদালতের বিচারে সংশ্লিস্টতা প্রমানিত হতে হবে। যতদুর জানি বঙ্গবন্ধু হত্যায় মূল আসামীদের পদক-পদবী বাতিল করা হয়েছে বিচার এবং সাজা কার্যকরের পর। জিয়ার নামে বঙ্গবন্ধু হত্যার কোন মামলা হয়েছে বা বিচারে তার সাজা হয়েছে এমনটা কখনও শোনা যায় নাই। তাহলে শুধু সন্দেহের বশে বা অনুমানের ওপর কিছু অভিযোগ এনেই যদি তাকে সাজা দেওয়া হয় তাহলে তো সরকারের আসল উদ্দেশ্য নিয়ে কথা উঠবেই।

চার টার্ম মিলিয়ে সতের বছর আওয়ামী লীগ ক্ষমতায়, এই দীর্ঘ সময়ে জিয়াউর রহমানের বিরুদ্ধে মামলা না হোক কেউ একটা এফআইআর কি দায়ের করেছে! ইতিপূর্বে দেখা গেছে জিয়ার নামে কিছু স্থাপনার নাম বদলানো হয়েছে। মাঝেমাঝেই শোনা যায় চন্দ্রিমা উদ্যান থেকে তার কবরটাও উপড়ে ফেলা হবে। বোঝাই যায় কোন কারনে জিয়াউর রহমানের ওপর আওয়ামী লীগ ক্ষিপ্ত। তাদের এত রাগ-ঝালের কি কারন আমি বুঝি না। জীবদ্দশায় জিয়া এই দলটির কি সর্বনাশ করেছেন তাও বোধগম্য নয়।

১৯৭১এর ২৭ মার্চ পর্যন্ত জিয়াউর রহমান নামে যে কেউ একজন আছে, কেউই জানতো না। জাতির এক কঠিন সময়ে রেডিওতে একটি ঘোষণা পাঠ করে তিনি জাতীয়ভিত্তিক পরিচিতি পান। মুক্তিবাহিনী গঠন করেন। তার বাহিনীর নাম ছিল নিজের নামের আদ্যাক্ষর 'জেড' দিয়ে 'জেড ফোর্স'। এগারটি সেক্টরের একটির কমান্ডার ছিলেন। স্বাধীনতার পর মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ অবদানের জন্য সরকার তাকে জীবিত যোদ্ধাদের সর্বোচ্চ পদক 'বীর উত্তমে' ভূষিত করে। এগুলো তো ইতিহাস। জিয়াউর রহমান এই ইতিহাসের একটি অংশ। ইতিহাস কি কখনও কলমের খোঁচায় বা আইন তৈরী করে মুছে ফেলা যায়! অথবা কারও চাপাবাজীতে উল্টে যেতে পারে!

'৭৫এর ৭ নভেম্বর পর্যন্ত জিয়াকে দেখেছি একজন লো প্রেফাইলের সেনা অফিসার হিসেবে। '৭১এ সেই রেডিও ঘোষণার কারনে তার নামটা আমরা স্মরণে রেখেছিলাম, কিন্তু কোন উচ্চাভিলাষী মতলবে ঘুরছেন এমনটা কখনও শোনা যায়নি। একজন সিনিয়র সামরিক কর্মকর্তা হিসাবে বঙ্গবন্ধুকে বাঁচাতে তারও কিছু দায়িত্ব ছিল। কিন্তু তাঁর চেয়ে সিনিয়র এবং গুরুত্বপূর্ণ লোকেরা যখন এ কাজে ব্যর্থ হয়েছেন তখন তার ব্যর্থতাটা আর খুব একটা আলোচনায় আসে নাই। এমনকি ৩ নভেম্বও, ৪ নভেম্বর মোস্তাক-ফারুক-রশিদ-ডালিমদের সাথে খালেদ মোশাররফ-শাফায়েত জামিলদের যে দ্বন্দ্ব-সেখানেও দেখা যায় জিয়া অনেকটাই দৃশ্যপটের বাইরে। ৭ নভেম্বর কর্ণেল তাহের সিপাহীদের দিয়ে পাল্টা অভ্যুত্থান করানোর পর বুঝতে পারেন এখানে একজন ইন-সার্ভিস সিনিয়র অফিসার দরকার। জিয়া তখন হাউজ এ্যারেস্ট। সাধারণ সিপাহিদের মধ্যে তার একটা ভাল ইমেজ ছিল। তাহের জিয়াকে পিক করেন, তার সমর্থকদের দিয়ে তাকে মুক্ত করান। তাকে বিপ্লবের নেতা হিসাবে সামনে তুলে ধরেন। ততক্ষণে আমেরিকান দুতাবাস এবং অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল চক্র এর মধ্যে ইন হয়ে গেছে। তারা জিয়াকে কব্জা করে ফেলে। তাহেরের হাত থেকে অভ্যুত্থানের নাটাই চলে যায় দক্ষিণপন্থীদের হাতে। জিয়া তখন তাদের প্রতিভু হিসাবে আবির্ভূত হন। তাহেরদের দিন শেষ হয়ে যায়। এরপর জিয়া কঠোরহাতে সেনাবাহিনীতে শৃংখলা ফিরিয়ে আনেন। নিজে চলে আসেন ক্ষমতার কেন্দ্রে। '৭৫এর নভেম্বর থেকে জিয়াকে আমি এভাবেই দেখেছি। ভিন্নভাবেও কেউ দেখে থাকতে পারেন, আমি সেখানে কোন বিতর্কে যাবো না।

তবে প্রথম তার নামটি শুনি '৭১এর ২৭ মার্চ। '২৫ মার্চ রাতে পাক আর্মির ক্রাকডাউনের পর আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ হতবিহ্বল হয়ে পড়েন। আমার কাছে মনে হয়েছে আর্মি যে এমন একটা পরিস্থিতির সৃস্টি করতে পারে বা তেমন হলে কি করতে হবে তেমন কোন প্লানিং বা সুস্পস্ট দিক নির্দেশনা কারও কিছু ছিল না। ফলে ওই রাত থেকেই বিচ্ছিন্নভাবে যে যেভাবে পেরেছেন ঢাকা থেকে পালিয়েছেন। আমিও ২৬ তারিখ ভোরে ঢাকা ছাড়ি। দুই একদিনের ভেতর খবর পাওয়া যেতে থাকে ভারত বর্ডার খুলে দিয়েছে এবং সেখানে গেলে প্রানের ভয় নাই। নেতারা একে একে কলকাতা গিয়ে উঠতে থাকেন। আমি জানিনা পাক আর্মি ক্রাকডাউন করলে কলকাতা গিয়ে ঠাঁই নিতে হবে এমন কোন নির্দেশনা নেতাদের ওপর ছিল কিনা। এর পরের উপাখ্যান অবশ্য আমাদের সবার জানা।

২৬ মার্চ ভোরে ঢাকা ছেড়ে সারাদিন সারারাত কখনও হেঁটে কখনও নৌকায় চেপে ২৭মার্চ পৌঁছেছিলাম মানিকগঞ্জে পদ্মা তীরবর্তী আমার নিজ এলাকায়। সে সময় নেট-মোবাইলের বালাই নাই। টেলিফোন সুবিধা কিছু শহর এলাকায়। গ্রামে গঞ্জে রিকশা চলারই রাস্তা নাই। আমরা পরিস্থিতির কোন খবরই জানতে পারছিলাম না। এপ্রিল মাসের প্রথম থেকে যখন গোপালগঞ্জে মুক্তিবাহিনী গঠন এবং পাক আর্মির প্রতিরোধ প্রস্তুতি নেয়া শুরুরু করি, তখনও আমরা অন্ধকারে। বঙ্গবন্ধু কোথায় আছেন তাইই জানি না! আট দশ তারিখের দিকে এক সন্ধ্যায় কলেজ মাঠে বন্ধু শেখ কামাল এলেন। কামাল ২৫মার্চ রাতে বাসা থেকে বের হয়ে কয়েকদিন এখানে ওখানে লুকিয়ে থেকে গোপালগঞ্জ পর্যন্ত আসতে পেরেছিলেন। আমি এক ফাঁকে শুধাই, লীডারের কি অবস্থা, তিনি মুক্ত আছেন তো? কামাল এ প্রশ্নের সড়াসড়ি উত্তর না দিয়ে শুধু বলেন, আব্বা ভাল আছেন। হয় সে-ও জানতোনা অথবা আমার কাছে লুকিয়েছিল। বঙ্গবন্ধু যে গ্রেপ্তার হয়ে পাকিস্তানীদের কারাগারে বন্দী সে ব্যপারে নিশ্চিত হতে পেরেছিলাম আমরা আরও পরে। এমনই ছিল সে আমলের যোগাযোগ ব্যবস্থা!

ওইরকম একটা ক্রান্তিকালে- হানাদার বাহিনীর আকস্মিক আক্রমনে মানুষ যখন দিশাহারা, জানতে পারছে না নেতারা কোথায় কি করতে হবে, ঠিক তখনই ইথারে ভেসে আসা একটি কণ্ঠ সেদিন সারা জাতির হতাশা কাটিয়ে তুলেছিল। তখনই জানতে পেরেছিল স্বাধীনতা ঘোষনা করা হয়েছে। এখন হানাদারদেরকে বিতাড়িত করে স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। সে কণ্ঠটিই ছিল তৎকালীন মেজর জিয়াউর রহমানের। আমি নিজে শুনেছি মেজর জিয়ার সে ঘোষণা। এই ঘোষণা কে দিয়েছে কার পক্ষ থেকে, এসব বিবেচনার চেয়ে একটা ভরসা পাওয়া গেছে- সেটাই ছিল সে মুহুর্তের মূল উপজীব্য। সেদিন ২৭ মার্চ সন্ধ্যায় মানিকগঞ্জের পদ্মাপাড়ে আমার এক দাদার বাড়ীতে তরুন যুবকদের এক জটলায় পিন্টু কাকা তার ছোট ট্রানজিষ্টারের নব ঘুড়িয়ে চলছিলেন অনবরত, কোথাও থেকে কোন আভাষ ইঙ্গিত পাওয়া যায় কিনা। তখন রেডিওর খবর বলতে প্রধানত: রেডিও বাংলাদেশ ঢাকা থেকে প্রচারিত সরকারি খবর। সেখান থেকে আসল চিত্র পাওয়া যাচ্ছিল না। আকাশবানী সম্ভবত: তখনও পুরো খবর পাচ্ছিল না। বিবিসি ভোয়া প্রচার করছিল পাকিস্তান সরকারের অফিশিয়াল ভার্সন। পিন্টু কাকা খুঁজছিলেন অন্য কোন বেতারকেন্দ্র থেকে কিছু জানা যায় কিনা। সারাদিন তিনি কানের কাছে ট্রানজিস্টার নিয়েই থাকতেন।

আমরা কান পেতে আছি। হঠাৎ থমকে যান পিন্টু কাকা। একটা ওয়েভে এসে ভলিউম বাড়িয়ে দেন। আমরা কান খাড়া করি। পিন্টু কাকা চীৎকার করে ওঠেন, এইতো এইতো পাওয়া গেছে। (আমার এই মুক্তিযোদ্ধা কাকাটি আজই চিকিৎসাধীন অবস্থায় পরলোকগমন করেছেন) ইথারে তখন বারবার ধ্বনিত হয়ে চলছে একটি কণ্ঠ। একটি ঘোষনা। অনেক দুর থেকে ভেসে আসা ক্ষীন আওয়াজ। উপস্থিত সকলের চোখেমুখে আনন্দ উল্লাশ ফুটে ওঠে। পিন্টু কাকা বলেন, আর চিন্তা নাই। আমরা খাড়ায়া গেছি রে! এইবার মেলিট-ারিগো খবর হইয়া যাইবো! পরের দিন থেকেই গ্রামে মানুষের মনোবল বেড়ে যায়। কাঞ্চন ভাই (মরহুম আব্দুল মতিন চৌধুরী, মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সাবেক সভাপতি) বাজারে মিটিং ডাকেন। এলাকায় মুক্তিবাহিনী গঠনের কাজ শুরু হয়ে যায়।

জিয়াউর রহমান সে মুহুর্তে নিজের না বঙ্গবন্ধুর নামে স্বাধীনতার ঘোষনা দিয়েছিলেন বা তিনি নিজে থেকে রেডিওতে এসেছিলেন না তাকে ধরে আনা হয়েছিল সেটা কোন মুখ্য ব্যপার ছিল না। অথবা জিয়ার ওই ঘোষনার কারনে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম বা মুক্তিযুদ্ধে অন্য সবার ভূমিকা বা অবদান গৌন হয়ে গেছে অথবা কোন এক মেজরের বাঁশির ফুঁতে দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে, এমনটা মনে করাও বাতুলতা ছাড়া কিছু না। প্রশ্নটা হচ্ছে সময় এবং প্রেক্ষিত। ওই মুহুর্তে আমাদের দরকার ছিল একটা ভরসা বা সাহস। গোটা জাতি পেয়েছিল সেদিন জিয়াউর রহমানের সেই ঘোষণায়। পাকিস্তান (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)





জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনে ঐতিহাসিক সাতই মার্চের ভাষণের উপর আলোচনা সভা



নিউইয়র্ক: জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনের বঙ্গবন্ধু মিলনায়তনে ইউনেস্কো'র 'বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য' হিসেবে স্বীকৃত সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের দিনটিকে যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন করা হয়। রোববার (৭ মার্চ) জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটির সূচনা করা হয়। এরপর বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পন এবং বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের রুহের মাগফিরাত কামরা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। এছাড়া দিবসটি উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর বাণী পাঠ এবং ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষন এবং একটি প্রামাণ্য ভিডিও প্রদর্শন করা হয় অনুষ্ঠানটিতে।

আলোচনা পর্বে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা। ১৯৭১ সালে জাতির পিতা প্রদত্ত ৭ই মার্চের ভাষণ একটি জাতিকে কীভাবে বজ্রকঠিন ঐক্যের পতাকাতলে সমবেত করে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত প্রস্তুতি গ্রহণে উজ্জীবিত করেছিল তা উঠে আসে রাষ্ট্রদূতের বক্তব্যে। তিনি বলেন, "এটি কোনো পূর্বলিখিত ভাষণ ছিল না। এটি ছিল ঐ সময়ের প্রেক্ষাপটে বঙ্গবন্ধুর হৃদয় উৎসারিত তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া। এতে একদিকে রয়েছে আমাদের সুদীর্ঘ মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস, আর অন্যদিকে রয়েছে মহান মুক্তিযুদ্ধের সুস্পষ্ট নির্দেশনা"। তিনি আরও বলেন, ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের সফল পরিণতি হচ্ছে স্বাধীন স্বার্বভৌম বাংলাদেশ। ৭ই মার্চের ভাষণ যাতে সর্বদা দীপ্যমান থাকে এবং জাতির পিতার সম্মোহনী দরাজ কণ্ঠ যাতে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে অনুরণিত হয় সেজন্য নতুন প্রজন্মকে ভাষণটি বার বার শোনানোর আহ্বান জানান রাষ্ট্রদূত ফাতিমা।

জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী ও মহান স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন নানা কর্মসূচির আয়োজন করে যাচ্ছে মর্মে উল্লেখ করেন রাষ্ট্রদূত ফাতিমা।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, গত ২৬ ফেব্রুয়ারি স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণে বাংলাদেশ জাতিসংঘের চূড়ান্ত সুপারিশ অর্জন করেছে। স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তিতে এটি বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় অর্জন। স্ব স্ব অবস্থান থেকে সকল প্রবাসী বাংলাদেশীদেরকে তিনি বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান।

অন্যান্য আলোচকগণ ভাষণের প্রেক্ষাপট, বিষয়বস্তু, সুদূর প্রসারী প্রভাবের উপর আলোকপাত করেন। জাতির পিতার এই ভাষণে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য একজন সুযোগ্য রাষ্ট্রনায়কের সুচিন্তিত কৌশলের সবটুকুই প্রতিভাত হয়েছে মর্মে মন্তব্য করেন বক্তাগণ।

উল্লেখ্য, ২০১৭ সালের ৩০ অক্টোবর ইউনেস্কো, ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রমনার রেসকোর্স ময়দানে জাতির পিতার দেওয়া ঐতিহাসিক ভাষণকে 'বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে 'ইন্টারন্যাশনাল মেমোরি অব দ্যা ওয়ার্ল্ড রেজিস্টার'-এ অন্তর্ভুক্ত করে। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

যুক্তরাষ্ট্র যুবদল সভাপতি জাকির চৌধুরীর জন্মদিন পালন

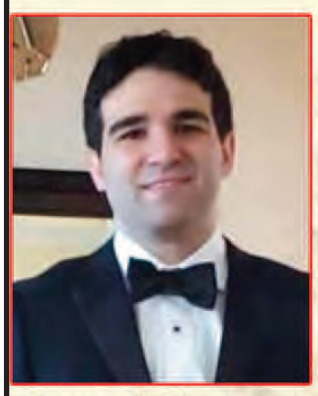


নিউইয়র্ক: যুক্তরাষ্ট্র যুবদলের সভাপতি জাকির এইচ চৌধুরীর জন্মদিন উপলক্ষে নিউইয়র্কে স্টেট যুবদল গত বুধবার (৩ মার্চ) জ্যাকসন হাইটসের কাবা কিং পার্টি হলে কেক কেটে দিনটি পালন করে এবং তাকে শুভেচ্ছা জানান ।

নিউইয়র্ক স্টেট যুবদলের সভাপতি কাজী আমিনুল ইসলাম স্বপ্নের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মো: রেজাউল আজাদ ভূঁইয়ার পরিচালনায় অনাড়ম্বর এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নিউইয়র্ক সফরত বিশিষ্ট সাংবাদিক ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার তথ্যসচিব আশিকুর রহমান আশিক, কলামিষ্ট মার্শাল মুরাদ, যুক্তরাষ্ট্র যুবদলের সাধারণ সম্পাদক আবু সাঈদ আহমদ, জাসাস কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক গোলাম ফারুক শাহীন, স্টেট বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাঈদুর রহমান, যুক্তরাষ্ট্র যুবদল যুগ্ম সাধারন সম্পাদক আমানত হোসেন আমান, মোহাম্মদ কাশেম, নিউজার্সী বিএনপির মোহাম্মদ দিদার, স্টেট যুবদলের সহ-সভাপতি বিএম বাদশা, সিদ্দিক পাটোয়ারী, যুবদল নেতা মুহিত, স্টেট যুবদল সহসভাপতি সেলিম আহমদ, স্টেট যুবদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ইকবাল খান, যুগ্ম সম্পাদক ইঞ্জি: মাইনউদ্দিন, দপ্তর সম্পাদক (যুগ্ম সম্পাদক) অহিদুজ্জামান নীলু, বিএনপি নেতা কাওছার আহমদ, আক্তারুজ্জামান লেবু প্রমুখ। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

১২ ফেব্রুয়ারি ২০২১ থেকে ট্যাক্স ফাইলিং শুরু হচ্ছে

এখন থেকেই ট্যাক্স ফাইলিংএর প্রস্তুতি নিন ।

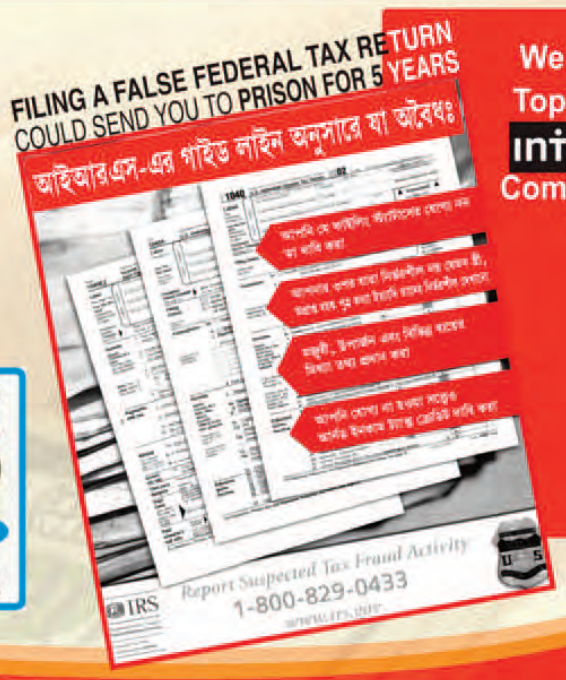


Steven M. Levy CPA

আপনাদের ট্যাক্স ফাইলিং সুষ্ঠু ও নিখুঁতভাবে সম্পন্নের জন্য আমাদের সাথে রয়েছেন সার্টিফাইড পাবলিক একাউন্টেন্ট ।

কোনো প্রফেশনালকে দিয়ে ট্যাক্স ফাইল করান তাহলে সর্বাধিক রিফান্ড পাবেন এবং ভবিষ্যৎ জটিলতা থেকেও রকক্ষা পাবেন ।

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER



We are Top 500 intuit Company

Southeast USA Income Tax Services

জ্যাকসন হাইটস:
74-09 37th Avenue, Suite# 206
Jackson Heights, NY 11372
Phone: 718-639-6207
Cell: 917-566-1612

জ্যামাইকাঃ
168-16 Hillside Avenue
Jamaica, NY 11432
Phone:718-487-4507
Cell:646-464- 5944

ব্রংক্স:
1445 Unionport Road, Bronx, NY.
পার্কচেস্টার ফ্যামিলি ফার্মেসির ভিতরে
Phone: 347-621-0378
718-427-5919

e-mail: usa.bd54@gmail.com

হ্যালো...

পতাকা উত্তোলনের ঘটনাটি আমাদের উদ্বুদ্ধ করেছিল

সোহেল আহসান: দুই মার্চ জাতীয় পতাকা দিবস। ১৯৭১ সালের এই দিনে প্রথম বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। সেই দিনটিতে ঘটনাস্থলেই উপস্থিত ছিলেন তৎকালীন ছাত্রনেতা, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও চিত্রনায়ক সোহেল রানা। দিনটি স্মরণ, মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ এবং অভিনয় নিয়ে যুগান্তরের আজকের 'হ্যালো...' বিভাগে কথা বলেছেন তিনি।

* দুই মার্চ জাতীয় পতাকা দিবস। ১৯৭১ সালের এ দিনটি কেমন ছিল?

** মুক্তিযুদ্ধ শুরুর আগে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি ঘটনার মধ্যে জাতীয় পতাকা প্রকাশ্যে উত্তোলন করার কাজটি ছিল খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এটি উত্তোলনের আগেই প্রস্তুতি ছিল। কয়েকবার ডিজাইন করার পর পতাকা চূড়ান্ত হয়। তখনকার ছাত্রনেতাদের মধ্য থেকে শীর্ষস্থানীয়রাই সেদিন উপস্থিত ছিলেন। পুরো বিষয়টি বঙ্গবন্ধুর দর্শন অনুযায়ীই করা হয়েছে। বলা যায় স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরুর আগে এ পতাকা উত্তোলনের ঘটনাটি আমাদের উদ্বুদ্ধ করেছিল।



* পতাকা উত্তোলনের সময় মানুষের উপস্থিতি কেমন ছিল?

** ছাত্র, শ্রমিক, কৃষকসহ মোটামুটি সব পেশার অগণিত মানুষ উপস্থিত ছিলেন সেদিন। পতাকা উত্তোলনের স্থানটি লোকে লোকারণ্য হয়েছিল। তার পরের দিন ঢাকায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে মানুষ নিজেরাই পতাকা বানিয়ে সেটি প্রদর্শন করতে শুরু করেন। এ কাজটি মানুষকে দেশ স্বাধীনের প্রতি আশাবাদী করে তোলে।

* এর কিছুদিন পরই তো মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। আপনি কীভাবে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন?

** আমি যুদ্ধের আগের দিন পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ইকবাল হলে ছিলাম। ২৫ মার্চের রাতে হলে না থেকে বাসায় চলে যাই। সেই রাত থেকেই পাকবাহিনী অন্য জায়গার মতো হলেও আক্রমণ করে। ২৭ মার্চ কয়েক বন্ধুর সঙ্গে হেঁটে ৩ দিন পর বরিশাল গিয়ে পৌঁছি। পরবর্তী তিন মাস সেখানে অবস্থান করে মুক্তিযুদ্ধের গতি-প্রকৃতির দিকে খেয়াল রাখি। দেশ স্বাধীনের আগে শেষ চার মাস রণাঙ্গনে যুদ্ধ করি। যুদ্ধের জন্য আমাকে আলাদা করে ট্রেনিং নিতে হয়নি। আমি আগে থেকেই ট্রেনিংপ্রাপ্ত ছিলাম।

* দেশ স্বাধীনের পর রাজনীতিতে যুক্ত না হয়ে চলচ্চিত্রে এলেন কেন?

** স্বাধীনতার পর আমি রাজনীতি থেকে দূরে যাইনি। বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোটের নেতৃত্বে ছিলাম বিশ বছর। অনেক আগে থেকেই চলচ্চিত্র নির্মাণের ইচ্ছা ছিল আমার। তবে দেশ স্বাধীনের পর তাই ভাবতে থাকি যে কীভাবে এটি নির্মাণ করা যায়। যুদ্ধে অনেক বন্ধুকে হারিয়েছিলাম। তাদের কথা মাথায় রেখেই চাষী নজরুল ইসলামকে দিয়ে 'ওরা ১১ জন' ছবি বানাই। এরপর 'মাসুদ রানা' নামের একটি ছবিতে নাম ভূমিকায় অভিনয় করি। এটিও দারুণ সফলতা পায়। চিত্রনায়ক হিসাবে তখন থেকেই আমার পথচলা শুরু। যেহেতু উপার্জন করতে হবে নিজের জন্য। তাই চলচ্চিত্রে পেশাদারভাবে কাজ করা শুরু করি।

* এখন তো সেভাবে আর অভিনয় করেন না। কবরীর ছবিতে অভিনয়ের কথা শোনা গিয়েছিল। সেটির অগ্রগতি কী?

** এ ছবিতে অভিনয়ের জন্য কবরী আমাকে প্রস্তাব দিয়েছেন অনেক আগেই। কিন্তু করোনার জন্য আমি এখনো তার ইউনিটে যোগ দেইনি। পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত কোনো শুটিং করতে চাই না। যদি সে সময় পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করেন, তাহলে নিশ্চয়ই অভিনয় করব। আর অপেক্ষা না করলে অভিনয় করা হবে না।

* গত ১৬ ডিসেম্বর নতুন একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছেন। এটির কার্যক্রম কী?

** 'শিকড়' নামের সংগঠনটি একটি নতুন কালচারাল ফ্রন্ট। মূলত সংগীতশিল্পীদের প্রতিভা বিকাশের একটি প্লাটফরম এটি। দেশের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা সংগীত প্রতিভা খুঁজে বের করে তাদের জাতীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্য নিয়েই এটি গঠিত হয়েছে। পাশাপাশি সংগঠনটি থেকে সেবামূলক কর্মকাণ্ডও পরিচালিত হবে। বন্যা, প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ যে কোনো মানবিক সংকটে মানুষের পাশে সহায়তার হাত প্রসারিত করবে সংগঠনটি।

মালদ্বীপে বিপাশার অন্যরকম সময়

বিনোদন ডেস্ক: ৩৯ বছরে পা দিয়েছেন অভিনেতা করণ সিং গ্রোভার। আর সেই উপলক্ষ্যে মালদ্বীপে অবস্থান করছেন 'মাংকি লভার'। হ্যাঁ, দু'জন দু'জনকে এই নামেই ডাকেন বিপাশা বসু আর করণ। আর দু'জনের প্রেমের রসায়নটা যে কতটা মাখোমাখো তা সকলেই জানেন। বিয়ের চার বছর পরেও বিপাশা আর করণ একইরকম ভাবে একে অপরের মধ্যে মিশে থাকেন। তাদের ভালবাসার প্রতিটি মুহূর্তই শেয়ার করেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। দু'জনের বয়সের ফারাক থাকলেও তা তুচ্ছ হয়ে গিয়েছে প্রেমের কাছে। করণ ৩৯ আর বিপাশা এখন ৪২। করণের জন্মদিনটাকে আরও সুন্দর আরও স্মৃতিময় করে রাখতে দু'জনে ছুটি কাটাতে উড়ে গিয়েছেন মালদ্বীপের সমুদ্রের বিচে। কাচের মতো স্বচ্ছ নীল জলরাশি, বিলাসবহুল হোটেল, জমিয়ে খানাপিনা আর তার সঙ্গে বার্থ ডে সেলিব্রেশন...সব মিলিয়ে অন্যরকম সময় কাটাচ্ছেন তারা। ২০১৫ সালে 'অ্যালোন' নামের একটি ছবি করার সময় বঙ্গকন্যার মন গলেছিল করণের জন্য। এক বছর চুটিয়ে প্রেম। তারপর ২০১৬ সালে ধূমধাম করে বিয়ে হয়ে যায় বিপাশা-করণের। বাঙালি মতে সেই বিয়ের পর মুম্বইতে বলি-সেলেবদের নিয়ে হয়েছিল গ্র্যান্ড রিসেপশন পার্টি। বর্তমানে একসঙ্গে একটি ওয়েব সিরিজ করছেন বিপাশা-করণ ।





উপার্জন নেই, অভিনয়কে বিদায় জানালেন সেই ঝনক

বিনোদন ডেস্ক: প্রত্যাশার তুলনায় পিছিয়ে পড়েছেন, সেই গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল অনেক দিন ধরেই। এ বার তার গুণগ্রাহীদের নিরাশা বাড়ল আরও কিছুটা। অতীতে বলিউডে শিশুশিল্পী হিসেবে জনপ্রিয় হওয়া ঝনক শুক্লা জানিয়েছেন, তিনি এখন উপার্জনহীন। মাত্র ২৫ বছর বয়সেই অভিনয়কে বিদায় জানাতে চান। সম্প্রতি নেটমাধ্যমে প্রকাশ হয়েছে তার একটি ভিডিও। সেখানে তিনি জানাচ্ছেন, ১৫ বছর বয়সে তিনি কাজ থেকে বিরতি নিয়েছিলেন। এখন তার মনে হচ্ছে, তিনি অবসরপ্রাপ্ত। তার এই ভিডিও ছড়িয়ে পড়ার পরে তিনি এখন ইন্টারনেটে ট্রেন্ডিং।

অথচ তার ক্যারিয়ারের সূত্রপাত ছিল সাড়া জাগানো। ঝনকের মা সুপ্রিয়া নিজেই অভিনেত্রী। ছোট পর্দার ধারাবাহিকে তিনি জনপ্রিয় মুখ। পার্শ্বচরিত্রে অভিনয় করেছেন 'পরিণীতা', 'লাগে রাহো মুন্নাভাই', 'থ্রি ইডিয়টস'-সহ বেশ কিছু ছবিতে। বাবা, হরিল শুক্লা পেশায় তথ্যচিত্র পরিচালক। বাবা, মায়ের ধারা অনুসরণ করেই অভিনয়ে এসেছিলেন ঝনক। ঝনকের জন্ম ১৯৯৬ সালের ২৪ জানুয়ারি। শাহরুখ খানের 'কাল হো না হো' ছবিতে তিনি অভিনয় করেন জয়া বচ্চনের পালিত মেয়ে জিয়া কাপুরের ভূমিকায়। 'ডেডলাইন: সির্ফ ২৪ ঘণ্টে' ছবিতে তার সহ-কুশীলব ছিলেন রজিত কাপুর, কঙ্কণা সেনশর্মা, ইরফান খানের মতো তারকারা। সুযোগ পেয়েছিলেন 'ব্ল্যাক' ছবিতেও। কিন্তু সে সময় এত বেশি দিন ডেট দেওয়া সম্ভব ছিল না ঝনকের পক্ষে। ফলে ছোট্ট মিশেলের চরিত্রে অভিনয় আর করা হয়নি। তবে ছবির তুলনায় ঝনক বেশি জনপ্রিয় হন ছোট পর্দায়। 'সোনপরী' ধারাবাহিকে তিনি ছিলেন প্রিন্সি। 'করিশমা কা করিশমা' ধারাবাহিকে তিনিই ছিলেন মূল চরিত্র। দেড় দশকেরও বেশি সময় অভিনয়ের বাইরে আছেন ঝনক। ইন্ডাস্ট্রিতে ফেরারও খুব একটা ইচ্ছে নেই। নেটমাধ্যমে খুবই জনপ্রিয় ঝনক। পরিবারের সদস্য এবং বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে নিজের ছবি প্রায়ই শেয়ার করেন সেখানে। অনুগামীর সংখ্যাও কম নয়। অভিনয় না করলেও নিজের জীবন উপভোগ করছেন ঝনক। কিন্তু তিনি কি হতাশ হয়ে বিনোদন দুনিয়াকে বিদায় জানালেন? উত্তরে তিনি জানিয়েছিলেন, হতাশা নয়। তিনি শৈশবকে উপভোগ করতে চাইছিলেন। এমন নয়, তার স্কুল এবং পড়াশোনা ব্যাহত হচ্ছিল। অভিনয়ের ব্যস্ত সূচির বাইরেই সব কিছু করছিলেন তিনি। কিন্তু তার পরেও মনে হয়েছিল, কিছু একটা বাদ থেকে যাচ্ছে জীবন থেকে। তিনি স্বস্তি পেতে চেয়েছিলেন। দম ফেলার সেই ফুরসৎটুকু পেতেই সরে গিয়েছিলেন টিনসেল টাউন থেকে। তার সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেছিলেন বাবা মা-ও। পড়াশোনা শেষে ঝনক এখন পুরাতাত্ত্বিক। কিন্তু তার জীবন যে খাতে এগিয়েছে, সেটা আদৌ ভাবেননি তিনি। যখন অভিনয় করতেন, স্বপ্ন দেখতেন ২৫ বছর বয়সে অনেক অর্থ উপার্জন করবেন। বিয়েও করে ফেলবেন। কিন্তু ঝনকের আক্ষেপ, অনেক অর্থ তো দূর। তার কোনও উপার্জনই নেই এখন। আর বিয়ে করে সংসারী হওয়াও হয়ে ওঠেনি। তবে অতীতের জনপ্রিয় এই শিশুশিল্পী জানিয়েছেন, জীবনের স্বপ্ন পূর্ণ হয়নি ঠিকই। তবে বাবা মা এবং পরিবারের বাকি সদস্য তার পাশে আছেন। বাবা, মা এবং বোনের সঙ্গে ঝনক থাকেন মুম্বইয়ে। মা ও বোনের সঙ্গে তার সম্পর্ক বন্ধুর মতো। সে কথা অনেক বার জানিয়েওছেন ঝনক। ঝনকের মা সুপ্রিয়া এখনও অভিনয় করেন। কিন্তু মেয়ের উড়ান থেমে গিয়েছে মাঝপথেই।

চলতি মাসেই দীঘি

বিনোদন ডেস্ক: প্রার্থনা ফারদিন দীঘি। শিশুশিল্পী হিসেবে চলচ্চিত্র ক্যারিয়ার শুরু করেছিলেন। এখন কাজ করছেন নায়িকা হিসেবে। বর্তমানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনীনির্ভর সিনেমা 'বঙ্গবন্ধু'র কাজ নিয়ে ব্যস্ত আছেন। প্রথম পর্বে ১০ দিন শুটিং শেষ করেছেন। চলতি মাসের শুরুর দিকেই ফের মুম্বইয়ে যাবেন। দীঘি বলেন, এবারেই আমার শেষ লট। তারপরই আমার অংশের কাজ শেষ।

মনোযোগটা যাতে সরে না যায় তাই এরমধ্যে কোনো কাজ রাখিনি। মানে চরিত্রের মধ্যেই থাকতে চাই। এ রকম একটা কাজ ভালোভাবে সম্পন্ন করার জন্য এই পন্থা অবলম্বন করছি। এদিকে কথা বলতে বলতেই দীঘি একটি খুশির খবর দিলেন। জানালেন, চলতি মাসেই তার 'তুমি আছো-তুমি নেই' সিনেমাটি মুক্তি পেতে যাচ্ছে। যেটি সম্প্রতি সেন্সর বোর্ড থেকে ছাড়পত্র পেয়েছে। দেলোয়ার জাহান ঝন্টু পরিচালিত এ সিনেমায় তার বিপরীতে অভিনয় করেছেন আসিফ ইমরোজ। মার্চের ১২ তারিখ মুক্তির সম্ভাব্য তারিখ ধরে এগোচ্ছে সিনেমাটির প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান থেকে তাকে এমনটি জানানো হয়েছে। প্রথমবারের মতো নায়িকা হিসেবে নিজেকে বড় পর্দায় দেখাটা সবার জন্যই একটা আনন্দের ব্যাপার। আমার জন্যও ব্যতিক্রম না। ভালোই লাগছে সবমিলিয়ে। যদিও একটু নার্ভাস ফিল করছি। কারণ দর্শকরা আমাকে নায়িকা হিসেবে কীভাবে নেয় সেটা তো বলতে পারছি না। তবে আশা করছি সবাই ছোট দীঘিকে যেভাবে গ্রহণ করেছে বড় দীঘিকেও একইভাবে গ্রহণ করবে। এটা আমার সবার কাছে প্রত্যাশা থাকবে। এদিকে 'শেষ চিঠি' নামের একটি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রে চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন দীঘি। ছবিতে তুলি চরিত্রে অভিনয় করবেন তিনি। এখানে ইয়াশ রোহানের সঙ্গে জুটি বেঁধে কাজ করবেন। উল্লেখ্য, 'চাচ্চু', 'দাদী মা', 'পাঁচ টাকার প্রেম'র মতো হিট ছবিতে অভিনয় করে চলচ্চিত্রে দর্শকদের মন জয় করে ছোটকালেই তারকা বনে যান দীঘি। সে সময় টানা ৩৬টি চলচ্চিত্রে তিনি অভিনয় করেন।



ম্যানহাটান বাংলা-সাংস্কৃতিক স্কুলের ভার্চুয়াল সম্মিলন ও শিশু -কিশোর পারফরমেন্স অনুষ্ঠিত

(৩ পাতার পর)

আহমদ, নিউইয়র্কে বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল সাদিয়া ফয়জুন্নেসা, বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা. আব্দুল মালিক, বাংলাদেশ সোসাইটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আব্দুর রহিম হাওলাদার, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার সভাপতি মইনুল হক চৌধুরী হেলাল, আইটিভি ইউএসএ ও এফএম৭৮৬ ডটকম এর সিইও অধ্যাপক মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ।

অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে যুক্ত হন নিউইয়র্কে বাংলাদেশের ডেপুটি কনসাল জেনারেল এসএম নাজমুল হাসান, ষ্টেট সিনেটর রবার্ট জ্যাকসন, সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকার সম্পাদক ও টাইম টেলিভিশনের সিইও আবু তাহের, বাংলাদেশী আমেরিকান কালচারাল এসোসিয়েশনের সভাপতি আহবাব চৌধুরী খোকন, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান চৌধুরী শেফাজ, ইউএসএ অনলাইন ডটকমের সম্পাদক সাখাওয়াত হোসেন সেলিম, সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান দেওয়ান মঈন উদ্দিন বিপ্লব, সাবেক উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান গোলাম আম্বিয়া মাজকুর পাবেল, স্কুলের পরিচালনা পরিষদ সদস্য মনির উদ্দিন, অভিভাবক মুহাম্মদ ইসমাইল, মজলু হোসাইন।

ম্যানহাটান বাংলা-সাংস্কৃতিক স্কুলের চেয়ারম্যান ও সিইও ইকবাল আহমদ মাহবুবের সভাপতিত্বে এবং স্কুলের সিনিয়র শিক্ষক আশরাফ হাসানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন স্কুলের সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ তাজুল ইসলাম। এতে আলোচনায় অংশ নেন ছাতক সমিতির সভাপতি এম আব্দুল খালিক, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সাংগঠনিক সম্পাদক মানিক আহমেদ, স্কুলের প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত প্রিন্সিপাল রুখসানা রাজ্জাক খান, আসসাফা ইসলামিক সেন্টারের খতিব মাওলানা রফিক আহমদ ও সাধারণ সম্পাদক মুফতি লুৎফুর রহমান কাসেমী, কমিউনিটি একটিভিস্ট তৌফিকুল আম্বিয়া টিপু, স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক ইমতিয়াজ আহমেদ বেলাল, সানজিদা খাতুন, স্কুলের অভিভাবক দীন ইসলাম, জাহেদা আহমেদ সোমা। সবশেষে ধন্যবাদ সূচক বক্তব্য রাখেন ইউএসএ বাংলাদেশী অর্গানাইজেশনের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহিম সেলিম।

সম্মিলনে বক্তারা মহান ভাষা দিবসের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে প্রবাসে বাংলা ভাষা চর্চা ও আমাদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস-সংস্কৃতিকে ছড়িয়ে দিতে কমিউনিটির সকল মহলের প্রতি উদাত্ত আহবান জানান। তারা বলেন, প্রবাসে আমাদের প্রতিটি ঘরে বাংলা ভাষায় কথা বলার চর্চা নিশ্চিত করতে হবে।

অধ্যাপক ডা. জিয়া উদ্দিন আহমদ তার বক্তব্যে স্কুল প্রতিষ্ঠায় উদ্যোক্তাদের অসামান্য অবদানের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং এর সহযোগিতায় সকলকে এগিয়ে আসার আহবান জানান। তিনি বলেন, যারা এদেশে বড় হয়েছে তাদের কাছে বাংলা একটি নতুন ভাষা। শিশুকাল থেকে এ ভাষা শিক্ষা দিতে না পারলে পরে তা আয়ত্ব করা কঠিন হয়ে পড়ে। ম্যানহাটান বাংলা স্কুল সে কাজটিই সাফল্যের সাথে করে যাচ্ছে।

এসএম নাজমুল হাসান তার বক্তৃতায় স্কুলের শিক্ষার্থীদের চমৎকার পারফরম্যান্সের প্রশংসা করে বলেন, স্কুলের কার্যক্রম প্রবাসে বাংলাভাষা চর্চায় মাইলফলক হয়ে থাকবে। তিনি নতুন প্রজন্মের কাছে ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস তুলে ধরার আহবান জানান।

ডা. আব্দুল মালিক বলেন, ম্যানহাটান বাংলা স্কুল নতুন প্রজন্মকে যেভাবে বাংলা ভাষা শিক্ষাদানে অবদান রাখছে এবং আমাদের ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন করে তুলছে সেজন্য এ প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে নিতে সবাইকে সহযোগিতা করা উচিত।

আব্দুর রহিম হাওলাদার বলেন, আমাদের ছেলেমেয়েদের একথা বোঝাতে হবে যে, ভাষা শহীদদের ত্যাগের বিনিময়ে মাতৃভাষা বাংলা প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে আমরা বিশ্বের দরবারে পরিচিতি লাভ করার কারণে তারা আমেরিকার নাগরিক হতে পেরেছে। বাংলা ভাষা শেখার জন্য নতুন প্রজন্মের প্রতি আহবান জানিয়ে তিনি এ প্রতিষ্ঠানকে সকল ধরণের সহযোগিতার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

মইনুল হক চৌধুরী হেলাল স্কুল প্রতিষ্ঠায় এর চেয়ারম্যান ইকবাল আহমদ মাহবুবের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সদিচ্ছার প্রশংসা করে এ প্রতিষ্ঠানের পাশে থাকার জন্য সকলের প্রতি আহবান জানান।

মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ স্কুল পরিচালনা পরিষদ ও শিক্ষকদের নিষ্ঠা ও অবদানের প্রশংসা করে সম্ভব সকল সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

অতিথিগণ বলেন, ম্যানহাটান বাংলা স্কুল বাংলা ভাষা-সংস্কৃতি চর্চায় অসামান্য অবদান রাখছে। এ কার্যক্রম অব্যাহত রাখলে স্কুলটি একদিন ইতিহাসের অংশ হয়ে উঠবে। অনুষ্ঠানে শিশু-কিশোরদের মনোজ্ঞ পারফরম্যান্স অতিথি ও দর্শকদের অভিভূত করে। ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানটি দেশে ও প্রবাসে বিপুল সংখ্যক দর্শক-শ্রোতা উপভোগ করেন।

সভাপতির বক্তব্যে ইকবাল আহমদ মাহবুব অতিথিদের সব সময় স্কুলের পাশে থাকার অনুরোধ জানান এবং অনুষ্ঠানটি সফল করে তোলায় সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

TODAY'S DENTAL
86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500
আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।
দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য
আপনাদের সেবায়
ডাঃ কাজী জাফরি সাত্তার
ডাঃ এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)
আমরা বাংলায় কথা বলি
REQUEST A FREE CONSULTATION
HOW TO REACH US
718-760-5500
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF SURDEZ & PEREZ, P.C.
We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না
Free Consultation
কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি
আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহ:
• গাড়ী দুর্ঘটনা • বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল • ব্রেইন ইনজুরি • এলিভেটর একসিডেন্ট • স্কুল লায়াবিলিটি • খেলার মাঠে দুর্ঘটনা • বার্ণ ইনজুরি • নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা • পিছলে পড়ে গেলে • লেড পয়জনিং • কুকুর কামড়ালে • ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা
আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্ণী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা
যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com
32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103
www.surdezperezlaw.com

জ্যাকসন হাইট্স কাজী অফিস
সম্পূর্ণ নিরিবিলি পরিবেশে নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিস্টার্ড কাজীর মাধ্যমে শরিয়ত সম্মতভাবে বিবাহ সম্পন্ন সহ নিউইয়র্ক সিটি'র 'ল' মোতাবেক ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও মুসলিম কাবিননামা প্রদান করা হয়।
বিস্তারিত তথ্যের জন্য ঃ ৭১৮-৬১৮-৪০৯৩
৪১-২২ ৭৫ স্ট্রিট, ১ম তলা, এলমহার্স্ট, নিউইয়র্ক ১১৩৭৩

গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮

মুসলিম কাজী অফিস
ISLAMIC MARRIAGE SOLEMNIZER (NYC/S. REGISTERED)
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো ও নিউইয়র্ক সিটির 'ল' অনুযায়ী ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।
মাওলানা ক্বারী মোহাম্মদ রহমতউল্লাহ মজিদী
এম, এম, বিএস-সি (অনার্স) এম,এস-সি (ভূগোল)
খতিব : ম্যানহাটন ডাউনটাউন ক্যানাল স্ট্রীট জুমা মসজিদ
ইমাম : বায়তুল ইসলাম মসজিদ এন্ড কমিউনিটি সেন্টার, ব্রঙ্কস
ম্যারেজ রেজিস্ট্রার : নিউইয়র্ক স্টেট, ইউএসএ।
পরিচালক : এম, সেতারা ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল লিঃ (বাংলাদেশ)। বাংলাদেশ থেকে হজ্ব ও ওমরার বুকিং চলছে।
গ্রুপ ভিত্তিক/বাসায় গিয়ে 'বিশুদ্ধ কোরআন শিক্ষা' দেওয়া হয়।
যোগাযোগঃ ৬৮-১৫, ৩৮ এভিনিউ, ২য় তলা, উডসাইড, নিউইয়র্ক ১১৩৭৭ (৭- ট্রেন, ৬৯ সাবওয়ে-এর অর্থরুক উত্তরে)
ফোনঃ 347-612-7397, 718-565-8219

INSURANCE
New/ Renewal
❖ AUTO, HOME, BUSINESS, BLACK CAR, GREEN CAB
❖ FOOD-FRUITS VENDOR, LIABILITY
❖ COMMERCIAL VAN, STORE LIABILITY.
❖ CONSTRUCTION, WORKERS COMP. & DISABILITY.

BEST PRICE AND SATISFACTION GUARANTEED
TDS Insurance Brokerage Corp.
Tel : 718-483-9310, Fax : 718-483-9311
BROOKLYN OFFICE
118 Beverley Rd. Brooklyn, NY 11218

দেশ অসুস্থ রাজনৈতিক শৈলী নিয়ে চলছে

(৯ পাতার পর)

মানুষ তাই নানা দুর্ভোগের সম্মুখীন হয়ে থাকে। মানুষের এমন বঞ্চনা নিয়ে দেশে যেমন দুঃখ হতাশা রয়েছে, তেমনি আন্তর্জাতিক বিশ্বেও এর ঢের সমালোচনা রয়েছে। দেশের মানুষের বেদনা ও কষ্ট যেমন উপেক্ষিত হয়, তেমনি আন্তর্জাতিক আলোচনা-সমালোচনার প্রতি প্রশাসনের মনোযোগ ও উপলব্ধির কোনো উদাহরণ নেই।

কোনো গণতান্ত্রিক অবস্থার বিষয় বিবেচনার ক্ষেত্রে সরকারের প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক দলগুলোর অবস্থান, তাদের গণতান্ত্রিক চর্চার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা কতটা এবং নির্বাচনে প্রাপ্ত সুযোগ সুবিধা নিয়ে আলোচনা অতি আবশ্যক। তা দেশের গণতন্ত্র পরিমাপের জন্য জরুরি এবং অত্যাবশ্যকীয় ব্যাপার। এখন যদি শুধু নির্বাচন ও তাতে বিরোধী দলের সুযোগ-সুবিধা লাভের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হয় তবে এ কথা বলতেই হবে যে, তারা এখন বনসাইয়ের পর্যায়ে পৌঁছেছেন যা শুধু দেখার বস্তুতেই পরিণত হয়েছে। তাদের রাজনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনা কোনোভাবেই অনুমোদন করা হয় না। তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থার পাশাপাশি ক্ষমতাসীন দলের কর্মী-সমর্থকদের হামলা চলে এবং সেই সাথে শত শত মামলা দায়ের করা হয়। এত সব সমস্যার ভারে দেশের কোনো বিরোধী দলের পক্ষে কোনো রাজনৈতিক কার্যক্রমে শরিক হওয়া সম্ভব নয়। অথচ দেশের সংবিধানে রাষ্ট্রের আইন মান্য করা সাপেক্ষে রাজনৈতিক দল গঠন ও তার আদর্শ অনুসরণ করে কার্যক্রম পরিচালনার পূর্ণ সুযোগ দেয়া হয়েছে। সংবিধান তাদের এমন সব অধিকার ভোগের সুযোগ দিয়েছে। তাই তাদের কর্মসূচি পালনের ক্ষেত্রে কেউ কোনো বাধা-বিপত্তি সৃষ্টি করলে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের দায়িত্ব হলো, দলগুলোর নিরাপত্তা বিধান ও তাদের সাংবিধানিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা। এ ক্ষেত্রে যদি প্রশাসন অন্যথা করে তবে সেটি আইনের বরখেলাফ। কিন্তু এখন বাস্তব অবস্থাটি হচ্ছে, প্রশাসন রাষ্ট্রীয় নির্দেশনা উপেক্ষা করে প্রশাসনের অনুগত বাহিনী হিসেবে ভূমিকা পালন করে থাকে। এমন ভ্রান্ত পথ অনুসরণ করার কারণে রাজনৈতিক দলের যে সাংবিধানিক অধিকার রয়েছে তা মূল্যহীন হয়ে পড়ে। বস্তুত আজকে দেশে আইনের শাসনের সব ধারণাই ব্যর্থ হতে চলেছে।

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক দলের ওপর ক্ষমতাসীন দলের সহযোগীরা রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা করার পরিবর্তে শক্তি তথা পেশিশক্তি প্রয়োগ করে থাকে। এমন হামলার নানা কারণ থাকলেও মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে, বিরোধী মতকে স্তব্ধ করে দেয়া। আন্তঃদলের এমন সংঘাতের পেছনে রাজনৈতিক স্বার্থ। কিন্তু বাংলাদেশে অন্তঃদলের সংঘাত সংঘর্ষ যে ইতিহাস শুধু সাম্প্রতিককালের নয়। বাংলাদেশে নিজ দলের মধ্যে বিবাদ, শক্তির প্রদর্শন ও সঙ্ঘাতের কারণ কিন্তু রাজনৈতিক আদর্শের কারণে নয়। এর মুখ্য লক্ষ্য হচ্ছে সংশ্লিষ্ট এলাকায় গোষ্ঠীবিশেষের প্রাধান্য বিস্তার ও অর্থনৈতিক স্বার্থসংশ্লিষ্টতা। এলাকায় যারা প্রাধান্য বিস্তারে সমর্থ হয় তাদের শুধু ক্ষমতাই বৃদ্ধি পায়– শুধু তা নয়। বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির অংশ চাঁদাবাজি ও অন্যান্য অসৎ পথে অর্থবিত্তের অধিকারী হওয়া। তাদের সাথে জনগণের অধিকার ও কল্যাণের কোনো সম্পর্ক নেই। বরং তাদের শোষণ এবং নিজ স্বার্থকে ষোলোআনা নিরঙ্কুশ করাই এসব সংঘর্ষ সঙ্ঘাতের প্রকৃত কারণ। এমন সংঘর্ষ সঙ্ঘাত দলের ভেতর বিরাজ করা সত্ত্বেও দলীয় নেতৃত্ব তার কোনো বিহিত করতে পারছে না। আমাদের রাজনীতিতে এসব অনুষঙ্গ এতটা গভীরে চলে গেছে যে, তা দেশের রাজনীতির বৈশিষ্ট্য ও কদর্য শৈলীর রূপ লাভ করেছে।

এমন রাজনীতিকে প্রকৃতপক্ষে দেশে শিষ্টাচার শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিরাট অন্তরায় হিসেবেই দেখতে হবে। একটি স্বাধীন দেশ গত ৫০ বছরেও যদি সহিষ্ণুতা ও শৃঙ্খলা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়, সে ব্যর্থতার জন্য দেশের দলগুলোর এমন বিশৃঙ্খলাকেই বহুলাংশে দায়ী করতে হবে। গত ৫০ বছর দেশের উন্নয়নের যে শ্লথ গতি সেটি নেতৃত্বের দুর্বলতার জন্যই। তারা শৃঙ্খলা অনিয়ম দুর্নীতির রাশ টানতে সক্ষম হননি। উন্নয়নের জন্য দক্ষ নিবেদিত প্রাণকর্মী সৃষ্টি করতে পারেনি জাতীয় নেতৃত্ব। এসব ব্যর্থতা শুধু দেশেই আলোচনা হয় না, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের এসব ব্যর্থতা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা-পর্যালোচনা হচ্ছে। সরকার দেশকে দ্রুত মধ্য আয়ের দেশে পরিণত করার যে প্রত্যয়ের ঘোষণা বহু আগে দিয়েছে পরে তার অন্তরায়গুলো বহু আগে থেকেই চিহ্নিত হয়েছে। সে তালিকা ধরে একে একে তার সমাধানের উদ্যোগই হচ্ছে দেশকে এগিয়ে নেয়ার পূর্বশর্ত। বর্তমান সরকার দু'টি ইতিবাচক অবস্থা থেকে তেমন সুবিধা গ্রহণ করতে পারেনি। তারা টানা প্রায় তিন মেয়াদে ক্ষমতায় রয়েছে এবং দীর্ঘ দিন থেকে দেশে বজায় রয়েছে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা। উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য এসব অনুকূল; কিন্তু সে সুযোগ তো সরকার গ্রহণ করতে পারেনি।

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ

ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০
ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112
Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112
আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

উইকেন্ড মাক্তাব ও আফটার স্কুল
আল্লাহ্‌র অশেষ মেহেরবাণীতে নিউইয়র্কের সাউথ জ্যামাইকায় আপনার সন্তানের ধর্মীয় শিক্ষার জন্য আল-মানসুর কালরচারাল সেন্টারে সুব্যবস্থা হয়েছে, তাই পাবলিক স্কুলগামী ৯৮ভাগ মুসলিম শিক্ষার্থীকে আফটার স্কুল ও উইকেন্ড মাক্তাবের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় জাগতিক শিক্ষার পাশাপাশি অত্যাবশ্যকীয় ধর্মীয় শিক্ষালাভের সুযোগ করে দেয়াই আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।
ফুলটাইম হিফ্‌জুল কোরআন ক্লাস
ইহা একটি পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস সম্বলিত ৫ বছরের কোর্স যেখানে কায়দা-কোর্‌আন শিক্ষার পাশাপাশি দোয়া, আক্বীদা, আখ্‌লাক, ফিক্‌হ ও হাদীস এবং ইসলামিক ইতিহাস শিক্ষা দেয়া হয়।
সামার ক্লাস
সামার ভ্যাকেশনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সম্পূর্ণ একটি সিলেবাস।
সপ্তাহে ৪ দিন, জুলাই ০২-আগস্ট ৩০।
সকাল ১০:৩০ - দুপুর ১:৩০
বৈশিষ্ট্য সমূহঃ
বিজ্ঞ আলেমদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত
অভিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলী
সিলেবাস ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা
শিক্ষাদানের ভাষা ইংরেজী
সেমিষ্টার ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা
ছেলে মেয়েদের আলাদা সুব্যবস্থা
ভর্তি চলছে!
সম্মানিত সচেতন অভিভাবক! আপনার সন্তানের ধর্মীয় অনুভূতি জাগরণে আপনাকেই নিতে হবে সঠিক সিদ্ধান্ত, আর তা বাস্তবায়ন ও সার্বিক সহযোগিতায় আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।
পরিচালক ঃ শায়েখ মুফতি মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্
প্রাক্তন ইমাম, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট কারেকশনাল সার্ভিস।
Al-Mansoor Cultural Center
Learning • Reflecting • Celebrating
ভর্তি চলছে
Tel: 718-475-0904
646-545-1943
646-545-7924
107-57 154 Streeet, Jamaica, NY 11433

বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাত : ব্যবস্থা বিশ্বমানের সেবা নিম্নমানের

বিশ্বমানের জনবল থাকতে হবে, থাকতে হবে ভালো ব্যবহারও : অভিমত বিশেষজ্ঞদের

আবুল খায়ের, ঢাকা: বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতে আমূল পরিবর্তন এসেছে। বিশেষায়িত হাসপাতালগুলোর অবকাঠামো-যন্ত্রপাতি আন্তর্জাতিক মানের। সিঙ্গাপুর, যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের আদলে আগারগাঁওয়ে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরো সায়েন্সেস ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বিশ্বের কোথাও নিউরোর এত বড় স্পেশালাইজড হাসপাতাল নেই। এছাড়া দেশে নির্মিত হয়েছে শেখ হাসিনা ন্যাশনাল বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট। বিশ্বমানের এই ইনস্টিটিউটটি বিশ্বের মধ্যে সর্ববৃহৎ। মহাখালীর শেখ রাসেল জাতীয় গ্যাস্ট্রোলিভার ইনস্টিটিউটটিও বিশ্বমানের বৃহৎ একটি বিশেষায়িত হাসপাতাল। চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট, ইএনটি ইনস্টিটিউটও আন্তর্জাতিক মানের। দেশের সর্ববৃহত্ চিকিত্সাসেবা প্রতিষ্ঠান ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আরো ৫ হাজার বেডের অত্যাধুনিক ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে। সিঙ্গাপুর মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের আদলে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্বমানের সেবা দিয়ে আসছে এই হাসপাতালটিও। বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বদিকে বাংলাদেশ বেতার ভবনে ২০ তলাবিশিষ্ট আরো দুটি অত্যাধুনিক ভবন নির্মিত হচ্ছে। তবে দেশে বিশ্বমানের চিকিত্সা ব্যবস্থা থাকার পরও রোগীরা সেই মানের সেবা পাচ্ছেন না। বিশ্বমানের চিকিত্সকও আছেন, কিন্তু বিশ্বমানের সেবা মিলছে না। সেবা প্রদানে ঘাটতি অনেক। এ কারণে বিদেশমুখী হচ্ছেন রোগীরা।

বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ বলেন, হাসপাতালের অবকাঠামো ও যন্ত্রপাতি আন্তর্জাতিক মানের হলেও এটা ধরে রাখতে অভিজ্ঞ জনবলের ঘাটতি আছে। এ কারণে মানুষ কাংখিত সেবা পাচ্ছে না। অধিকাংশ সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালের রোগ নির্ণয় পরীক্ষায় ঘাটতি লক্ষণীয়। যোগ্য ও অভিজ্ঞদের দিয়ে হাসপাতাল পরিচালনা করা অতীব প্রয়োজন। কিন্তু এটা দীর্ঘদিন ধরে হচ্ছে না।

বিগত সরকারের আমল থেকে সরকারদলীয় ডাক্তাররা হাসপাতালের পরিচালক ও বিভাগীয় প্রধান হচ্ছেন। পদোন্নতিও তারাই পাচ্ছেন। এক্ষেত্রে যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতাকে প্রাধান্য দেওয়া হয় না। আর তদবিরের মাধ্যমে হাসপাতাল পরিচালনার দায়িত্বে এসে তারা তদবিরেই ব্যস্ত থাকেন। পদ ধরে রাখার জন্য অনেক হাসপাতালের পরিচালক সারাক্ষণ তদবিরেই থাকেন, কেউ কেউ আবার শীর্ষ কর্মকর্তাদের বাসায় কাঁচাবাজার পৌঁছে দেন- এমন অভিযোগও রয়েছে। তাই এই শ্রেণির লোকদের কাছ থেকে ভালো কিছু আশা করা অবান্তর। তবে বর্তমান সরকারের আমলে এই অবস্থার অনেকটা অবসান হয়েছে। এখন যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে হাসপাতাল পরিচালক ও মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ নিয়োগ দেওয়া থেকে শুরু করে বিভিন্ন পদে পদোন্নতি দেওয়া হচ্ছে।

বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের মতে, বিশেষায়িত হাসপাতালগুলোতে পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসাসেবা থাকতে হবে। যেমন, কোনো রোগী পঙ্গু হাসপাতালে যাওয়ার পর তার ডায়াবেটিস থাকলে তাকে ডায়াবেটিস হাসপাতালে পাঠানো হচ্ছে। অথচ পঙ্গু হাসপাতালে ডায়াবেটিসের ইউনিট থাকলে সেখানে দুই চিকিৎসাই হতে পারত। আগে দক্ষ ও অভিজ্ঞ জনবল নিয়োগ দিতে হবে, তারপর হাসপাতাল অবকাঠামো উদ্বোধন করতে হবে। নইলে দেখা যায়, হাসপাতাল উদ্বোধনের পর অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি দক্ষ জনবলের অভাবে দীর্ঘদিন ব্যবহার হয় না। এতে যন্ত্রপাতি নষ্ট হয়ে যায়। এছাড়া চিকিৎসকদের মানসিকতার পরিবর্তন করে তাদের রোগীবান্ধব হয়ে উঠতে হবে। রোগীদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে হবে। তাহলে দেশীয় চিকিৎসায় রোগীরা আস্থা ফিরে পাবে। আর শুধু ঢাকায় নয়, জেলা-উপজেলার হাসপাতালগুলোতেও স্পেশালাইজড ইউনিট চালু করতে হবে।

স্বাস্থ্যবিষয়ক সহসস্রাব্দ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশের অগ্রগতি বিস্ময়কর, যা প্রশংসিত হয়েছে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে। শিশু মৃত্যুর হার কমেছে, জন্মনিয়ন্ত্রণ একটা সন্তোষজনক জায়গায় এসেছে, মাতৃ মৃত্যুর হার কমেছে, টিকাদান কর্মসূচি গতি পেয়েছে। তার পরও চিকিৎসার জন্য বিদেশ যাওয়া রোগীর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। প্রতিবছর দেশ থেকে রেকর্ডসংখ্যক রোগী যাচ্ছেন ভারতে। সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড ও মালয়েশিয়াতেও অনেক রোগী যান। এতে কয়েক হাজার কোটি টাকা বিদেশে চলে যাচ্ছে। দেশি চিকিৎসক ও চিকিৎসা সংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রতি রোগীদের আস্থায় ঘাটতি রয়েছে। জেলা-উপজেলা পর্যায়ের হাসপাতালগুলোতে মেশিন থাকলেও ডাক্তার থাকেন না। আবার অ্যানেসথেসিওলজিস্ট থাকলেও ডাক্তার নেই। ডাক্তার থাকলে আবার অ্যানেসথেসিওলজিস্ট নেই। হাসপাতালে নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ বিরাজ করছে। ঢাকার বাইরের মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালগুলোর চিত্রও এরকমই। কিছুসংখ্যক বেসরকারি হাসপাতালে উন্নতমানের চিকিৎসাসেবা দেওয়া হলেও বেশির ভাগ বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাসেবার অবস্থা করুণ। তাই বিদেশে চিকিৎসা গ্রহণ করাটাকেই বিকল্প হিসেবে বেছে নেন অনেক বাংলাদেশী রোগী। শুধু বিত্তশালী নন, নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবারের অনেক রোগীই নিজেদের সর্বস্ব বিক্রি করে দিয়ে হলেও বিদেশে চিকিৎসা নিয়ে নিরাপদ জীবনের নিশ্চয়তা খুঁজে পেতে চান। এই অবস্থা কাটিয়ে উঠতে হলে দক্ষ জনবল বাড়াতে হবে।

বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা আরো বলেন, নার্সিংয়ে দক্ষ জনবল থাকার ওপর ছয় মাসের কোর্সধারী বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীন পেশেন্ট কেয়ার টেকনোলজিস্টদের নার্স হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এতে উন্নতমানের সেবা আসবে কীভাবে?

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় ৪১টি বিভাগ দিয়ে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভাগের সংখ্যা ৫৬টি। এমএস, এমডি ও ডিপ্লোমাসহ মোট ৯৭টি কোর্স চালু আছে। এরমধ্যে এমএস ও এমডি কোর্স ৫৮টি। বর্তমানে বেডের সংখ্যা ১ হাজার ৯০৬টি। বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বপাশে বাংলাদেশ বেতার ভবনে 'এস্টাবলিশমেন্ট অব মাল্টি-ডিসিপ্লিনারি সুপার স্পেশালাইজড হসপিটাল আনডার বিএসএমএমইউ, ফেজ-২'-এর অধীনে ৯ একর জায়গায় অত্যাধুনিক দুইটি ভবন হবে ১ হাজার বেডের। দক্ষিণ কোরিয়ার ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেশন ফান্ড (ইডিসিএফ) এবং বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে ২০ তলাবিশিষ্ট এই দুইটি ভবন নির্মাণ করা হবে। বিএসএমএমইউ উপাচার্য অধ্যাপক ডা. কনক কান্তি বড়ুয়া বলেন, যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে এই ভবনে ডাক্তার, নার্সসহ স্বাস্থ্য সেবাকর্মী পদায়ন করা হবে। কেউ তদবির করে এখানে আসতে পারবে না।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত চিকিৎসক অধ্যাপক ডা. এ বি এম আবদুল্লাহ বলেন, চিকিৎসাসেবায় অবকাঠামোর পাশাপাশি যোগ্য ও অভিজ্ঞ জনবলের প্রয়োজন। সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালে সুপার স্পেশালাইজড জনবল থাকতে হবে। যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও জ্যেষ্ঠতার সঙ্গে কোনোভাবেই আপস করা যাবে না। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. আবুল বাশার মোহাম্মদ খুরশীদ আলম বলেন, এখন থেকে আগে জনবল নিয়োগ, পরে অবকাঠামো-এই কনসেপ্ট নিয়ে স্বাস্থ্যে যে কোনো প্রকল্প গ্রহণ করা হবে। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরো সায়েন্সেস ও হাসপাতালের পরিচালক অধ্যাপক ডা. কাজী দীন মোহাম্মদ বলেন, দেশের ১৮ কোটি মানুষের চিকিৎসা নিশ্চিত করতে তিনটি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ-দক্ষতা, মানসম্মত ল্যাব ও গুণমানের ওষুধ। তিনি বলেন, দেশে চিকিৎসাসেবা খাতে যে অবকাঠামো হয়েছে তা কল্পনাতীত। এক্ষেত্রে মাইলফলক সৃষ্টি হয়েছে। এটা ধরে রাখতে হবে। দেশে কিডনি ট্রান্সপ্ল্যান্ট হয়, বাইপাস সার্জারি হয়। সব ধরনের চিকিৎসা দেশে আছে। ঝুঁকিপূর্ণ চিকিৎসার জন্য অভিজ্ঞ ডাক্তার, নার্সসহ জনবল থাকতে হবে। দেশে রোগ নির্ণয়ের পরীক্ষায় ঘাটতি আছে। পাঁচটি ল্যাবে পরীক্ষা করলে পাঁচ ধরনের রিপোর্ট আসে। এতে রোগীরা বিভ্রান্ত হয়। দেশের ওষুধের গুণমান ভালো। তবে অনেক ওষুধ আছে, যা এখনো বাংলাদেশে আসেনি। অ্যান্টিবায়োটিকের কার্যক্ষমতা হারিয়ে যাচ্ছে। এটার পালটা ওষুধ তৈরি হয়েছে; কিন্তু আমাদের দেশে তা আসেনি।

বিএমএ মহাসচিব ডা. এহতেশামুল হক চৌধুরী দুলাল বলেন, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ৩১ শয্যা থেকে বেড়ে ৫০ শয্যায় উন্নীত হয়েছে। একইভাবে জেলা সদর হাসপাতালের বেডের সংখ্যাও বাড়ানো হয়েছে; কিন্তু সেইভাবে জনবল বাড়েনি। স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদের (স্বাচিপ) মহাসচিব অধ্যাপক ডা. এম এ আজিজ বলেন, স্বাস্থ্যে অবকাঠামোর পাশাপাশি দক্ষ জনবল তৈরি করতে হবে। সাব-স্পেশালাইজড ডাক্তারদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়নে অর্থ ব্যবস্থাপনা ডি-সেন্ট্রালাইজেশনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি।

মুগদা মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. আহমেদুল কবীর বলেন, ওয়ান স্টপ সার্ভিসের মতো চিকিৎসাব্যবস্থা চালু করতে হবে। প্রত্যেকটি বিশেষায়িত হাসপাতালে সব ধরনের চিকিৎসাব্যবস্থা থাকতে হবে। চিকিৎসাব্যবস্থা বাণিজ্যিকীকরণ করা যাবে না।

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.



37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates السعودية SAUDIA الاتحاد ETIHAD KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী

Accident Cases, Medical Malpractice & Legal Malpractice



Sheikh Salim
Attorney at Law

এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

- কন্সট্রাকশন দুর্ঘটনা
- স্ক্যাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা
- লেড বিষ সম্বন্ধীয়
- বার্থ রিলেটেড ইনজুরি
- ভুল চিকিৎসা
- মটর গাড়ি দুর্ঘটনা
- কাজের সময় দুর্ঘটনা
- পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া
- ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
- অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
- মিনিমাম ওয়েজ বা ওভারটাইম না পাওয়া
- যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস

এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি

Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC

Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

WIN ZONE Really Inc.

আমাদের সেবা সমূহঃ

- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে **(Loan Modification)** ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে **(Foreclosure)** ফ্রি সহায়তা
- আরইও **(REO)** বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর **(Taxlien)** বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সট সেলের **(Short Sale)** বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ **(Mix Use)** বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে



MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)

81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

---

Jumbo Travel, Inc.



Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package



WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস

সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন

Ali A. Chowdhury
Managing Director

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

IRS e file

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

মেঘনা ট্রাভেলস

ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের
একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয়
ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com



এস্টোরিয়ার প্রাণকেন্দ্রে বাংলাদেশী ফার্মেসী

আমিন ফার্মেসী

সর্বদা ১০% Off

আমরা মেডিকেইড (বেনিফিট), সিবিএস এন্ড
কেয়ারমার্ক, মেডিকেয়ার, বি এবং ডি, সহ
সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করি।

MONSUR CHOWDHURY
Pharm D.R.Ph.
Supervising Pharmacist

29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611
Fax: (718) 786-6613

ট্যাক্স রির্টান নিয়ে ঝামেলা এড়াতে চান?

তাহলে আজই অভিজ্ঞ সিপিএ প্রতিষ্ঠানের পরামর্শ নিন
আমরা আপনাদের সর্বোচ্চ সেবায় নিয়োজিত



EAKUB A KHAN CPA PC

Certified public accountant in Queens, New York
7535 31st Ave #206a, East Elmhurst, NY 11370

Hours:
Open · Closes 6PM
Phone: (718) 424-6300

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায়
সাফল্যের ২৩ বছর উদযাপন করছে

Empire Accounting & Tax Co.



আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)

- আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
- আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
- পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
- পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
- আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।

ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি

- সিটিজেনশীপ
- ফ্যামিলি পিটিশন
- NVC Case প্রসেসিং
- স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট
- এফিডেভিট অব সাপোর্ট
- এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
- Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি

37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm

President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া



যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123

ই-মেইল :
শধফবৎরশরনৎরধ@মসধরষ.পড়স

ঠিকানা :
ঝঁৎ ঙ ইধহবব ঝধহমববঃ অপধফবসু
১৪৬ গধৎষেনড়ৎড়ঁময় জড়ধফ
টঢ়ঢ়বৎ উধৎন্ু, চঅ ১৯০৮২

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapartikausa.com



যত দ্রুত সম্ভব ক্রেডিট লাইন রিপেয়ার করুন

আমরা দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পূন্য ব্যক্তিদের মাধ্যমে গ্যারান্টি সহকারে ক্রেডিট রিপেয়ার করি।

বাড়ি, গাড়ি কেনা থেকে নিজেকে কেন বঞ্চিত করছেন?

ক্রেডিট লাইনে যে কোন ঝামেলাই আমরা রিমুভ করি।



Southeast USA Group Inc.

74-09 37th Avenue, Suit # 206, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 718-639-6207, 917-566-1612 Fax: 718-412-3249

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration



*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ

Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

As Seen On TV

SPRING IS HERE: ARE YOU WORKING IN CONSTRUCTION?



Perry D. Silver
ATTORNEY LICENSED TO PRACTICE LAW
IN THE COURTS OF THE STATE OF NEW YORK

Nazmul Chowdhury
Assistant to Mr. Silver
(917) 533-0287

Office: 212.661.8400
60 East 42nd Street, Suite 2212, New York, NY 10165 • Fax: 212.661.1242

DEBT SOLUTIONS BANKRUPTCY

- আমরা গ্যারান্টি সহকারে আপনার কার্ড বিল কমিয়ে দিতে পারি।
- মাত্র ১২ থেকে ৩৬ মাসে আপনি সম্পূর্ণভাবে দেনামুক্ত হতে পারবেন।



BHUIYAN
917-832-7619

BT & T GROUP LLC
37-12, 75th Street, Suite #203, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 917-832-7619 | Fax: 718-425-9293

তড়িৎ বাড়ী বিক্রি করে ফোরক্লোজার বন্ধ করুন এবং ক্রেডিট কার্ড রক্ষা করুন এই বিষয়ে আমরা সততার সাথে সাহায্য করি।

Omni Realty
The Realty People



Nurul Huda Harun
Real Estate
Associate Broker

118-18 101 Avenue
Richmond Hill,
NY 11419

Tel: 718-441-7000
Fax: 516-441-3548
Cell: 917-238-4161

nurul@omnirealty.com

Highland Medical Care, PLLC



Nazmul H. Khan, MD, FACP

Board Certified in Internal Medicine

Address

87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992

BRONX OFFICE
1268 Whiteplains Road.
Bronx,
NY 10472
718-792-6991

JACKSON HEIGHTS OFFICE
37-33 77th St. # 1,
Jackson Heights
NY 11372
718-478-6100



* স্বল্পমূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা
* জীবানুমুক্ত যন্ত্রপাতি
* সর্বাধুনিক প্রযুক্তি। অভিজ্ঞ ডাক্তার
* মেডিকেইড। ইন্সুরেন্স। ইউনিয়ন - কার্ড গ্রহণ
* Visa / Master Card / American Express / Discover সহ অন্যান্য ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ
* সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে Implant / Braces চিকিৎসা

আপনাদের সেবায়



DR. WALI KHAN
D.D.S.



DR. M. M. ABDUR ROB D.D.S.

কম্বাইন্ড রিজিওনাল বোর্ড কর্তৃক
স্বীকৃত বাঙ্গালি ডেন্টিস্ট বাংলাদেশ
আর্মির প্রাক্তন ডেন্টাল সার্জন

আমরা সর্বনিম্ন মূল্যে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে দাঁত ও মাড়ির সব ধরনের চিকিৎসা করে থাকি।

আমরা মেডিকেইড, ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন প্লান গ্রহন করি



আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

QUEENS DENTAL CARE
28-55, 34St, 2Floor, Astoira
(at the corner of 30 AVE. & 34St)
718-204-0672
বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা, রোববার এপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে

BRONX OFFICE
780E. Tremont Ave. Bronx
718-731-6176
সকাল ৯:৩০ থেকে বিকেল ৪:৩০, রোববার বন্ধ।



WELCOME TO
Your Medical Home

SABOOR WAIZUN MEDICAL PC
Caring For Your Health

INAMULHAQUE M SABOOR,MD
Board Certified Internal Medicine
USCIS Designated Civil Surgeon

BROOKLYN
486 MCDONALD AVE
BROOKLYN, NY 11218
PH: (718) 247-7226
FAX: (914) 500-6570
Sat, Tues and Thursday:
1:00PM- 8:00PM

JAMAICA
167-10 HIGHLAND AVE
JAMAICA, NY 11432
PH: (718) 558-0280
FAX: (718) 558-0290
Mon, Wed & Friday:
11:00AM to 5:00PM

Office Hours
Sat, Tues and Thursday: 1:00PM- 8:00PM
Mon, Wed & Friday: 11:00AM to 5:00PM

Available on call 24 hours a day, 7 days a week 365 days a year

ড্রাইভিং লাইসেন্সের ১০০% গ্যারান্টি

ড্রাইভিং শিখতে ভয় পাচ্ছেন? বারবার ফেল করছেন? তাদেরকে চুক্তিতে থিয়োরি দিয়ে ও প্র্যাকটিক্যালি সরলভাবে শতভাগ নিশ্চয়তা সহকারে শেখানো হয়।



যোগাযোগ:
রাজীব খান
347-279-8327
nukdu345@gmail.com

Vital Accounting Inc.

File your Tax with experienced professional.

* Income tax:
* Individual/ Personal Tax (All states)
* Business Tax (Corporation, Partnership)
* Sales tax (Food Vendor, Corporation)
* Payroll Tax
* Business Incorporation
* Immigration Services



Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212

37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের সাতকাহন

(১৫ পাতার পর)

দুনিয়ার ভয়ঙ্কর সব কুমিরের ভাষা বুঝতেন এবং এই হিংস্র প্রাণীটির সাথে মানুষ কী করে বন্ধুত্ব করতে পারে সেই কৌশলও জানতেন।

কুমিরের সাথে মুশতাক দম্পতির ছবি দেখে আমার আরো মনে হয়েছে যে, তিনি কুমির সম্পর্কে অভিজ্ঞ হলেও কুমির স্বভাবের মানুষ সম্পর্কে অনভিজ্ঞ ছিলেন। অর্থাৎ একটি জানোয়ারের দেহে যখন কুমিরের প্রাণ থাকে তখন সেই প্রাণীর আচরণ বৈশিষ্ট্য এবং প্রজনন সম্পর্কে তিনি বেশ অভিজ্ঞ ছিলেন। কিন্তু মানবের দেহের মধ্যে কুমিরের প্রাণ প্রবিষ্ট হওয়ার পর জনারণ্যের মধ্যে মিশে থাকা সেই প্রাণীগুলো যে কতটা ভয়ঙ্কর তা হয়তো তিনি মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত বুঝতে পারেননি; যেমনটি আমরা বুঝতে পারিনি তার জীবৎকালে। অর্থাৎ তিনি যত দিন কারাবন্দী ছিলেন তত দিন আমরা আমাদের বিবেক-বুদ্ধি ও জবান যেভাবে বন্ধ করে রেখেছিলাম তাতে আমাদের কারোই হয়তো মনে হয়নি যে, দেশে ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট নামের একটি কালো আইন রয়েছে এবং সেই আইনের অধীনে মুশতাকের মতো নিরীহ লোকেরা মাসের পর মাস বিনা বিচারে কারা অভ্যন্তরে পচে-গলে কবরের দিকে যাত্রা অব্যাহত রেখেছেন। লেখক মুশতাকের মৃত্যুর পর ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট বাতিলের দাবি জোরদার হচ্ছে। সরকার প্রথম দিকে আইনটির ব্যাপারে অনড় থাকলেও তাদের কণ্ঠের তেজ কিছুটা কমেছে বলে মনে হচ্ছে। সরকারি দলের কোনো কোনো নেতা এখন বলার চেষ্টা করছেন যে, আইনটির বিতর্কিত ধারাগুলো বাতিল বা সংশোধন হতে পারে। অন্য দিকে যারা এই আইনটির বিপক্ষে তারা পুরো আইনটির বাতিল দাবি করছেন। একই সাথে তাদের দাবির তালিকাও বাড়ছে। তারা মুশতাকের মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি করছেন এবং কেন সংশ্লিষ্ট আদালত পরপর ছয়বার তার জামিন আবেদন খারিজ করেছিলেন সে ব্যাপারে তদন্তের জন্য উচ্চ আদালতের হস্তক্ষেপ কামনা করছেন। ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টের ভয়াবহতা সম্পর্কে আলোচক বা বিশেষজ্ঞরা যা বলেন তার চেয়েও মারাত্মক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন যারা এই কালো আইনটির দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হন। এই আইনে ক্ষতিগ্রস্ত কেউ যেমন সরাসরি সাইবার কোর্টে মামলা দায়ের করতে পারেন তদ্রুপ তারা স্থানীয় থানাতেও মামলা দায়ের করতে পারেন। ফলে কারো যদি পুলিশ কানেকশন ভালো থাকে তবে এই আইনের বিতর্কিত ধারাগুলোর সাহায্যে সে তার প্রতিপক্ষের ভিটেমাটিকে উষর মরুভূমি বানিয়ে সেখানে মরুভূমির ক্যাকটাসের বাগান বানিয়ে ফেলতে পারে। অন্য দিকে সারা দেশের জন্য একটি মাত্র আদালত, নিম্ন আদালতের পরিবেশ, বিচারক-আইনজীবীদের দক্ষতা অভিজ্ঞতা এবং মন-মান-সিকতার কারণে বিচার প্রার্থীরা যে কতটা দুর্ভোগ দুর্দশার মধ্যে পড়েন তা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না।

ব্যক্তিপর্যায়ে আইনটির অপপ্রয়োগের যে সুযোগ রয়েছে, তার চেয়ে কোটি কোটি গুণ বেশি অপপ্রয়োগ হতে পারে যদি রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালনার দায়িত্বে নিযুক্ত সরকার বা কোনো রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান কাউকে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে এবং সেই প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে আইনটির বিতর্কিত ধারাগুলো প্রয়োগ আরম্ভ করে। লেখক মুশতাকের মৃত্যুর পর যেভাবে তাকে নিয়ে আলোচনা হচ্ছে তার চেয়েও বেশি আলোচিত হয়েছিল যখন কার্টুনিস্ট কিশোরকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। কিন্তু কোনো আলোচনা-সমালোচনাই কিশোরকে এ যাবৎকালে মুক্ত করেনি। কিন্তু যেই না কারাগারে মুশতাকের মৃত্যু হলো অমনি কিশোরের জামিন হয়ে গেল। সুতরাং আইনটির প্রয়োগ, কার্যকারিতা এবং এই আইনের অধীনে কিভাবে বিচার হচ্ছে তা আমরা লেখক মুশতাকের মৃত্যু এবং কার্টুনিস্ট কিশোরের জামিনকে পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করলেই বুঝতে পারব।

লেখক: সাবেক সংসদ সদস্য

Income Taxes & Immigration

আমরা অত্যন্ত সততা ও দক্ষতার সহিত নির্ভুল তথ্যের ভিত্তিতে ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ করে থাকি। অধিক রিফান্ডের লোভে ভুল তথ্য দিয়ে ফেডারেল ও স্টেটের অডিটের ঝামেলায় না গিয়ে সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে ট্যাক্স রিটার্ণ করে ঝামেলা মুক্ত থাকুন।



নিউইয়র্কে বাড়ি ক্রয় বিক্রয় আবাসিক ও কমার্শিয়াল, রিয়েল এস্টেট এজেন্ট, নোটারী পাবলিক।

Md. Harunur Rashid (Milon)
MSS.Pol.Science
ITP.CUNY, H&R Block
Cell: 718-341-3927
Email: harunur69@aol.com

RASHID ENTERPRISE
Bangladesh Plaza, 2nd Fl., #206, 37-15,73rd Street, Jacksone Heights, NY 11372
Tel: 718-458-0575, Fax: 347-642-3276

আমাদের নিকট নিম্নলিখিত সেবা পাবেনঃ

ইমিগ্রেশনঃ
ফ্যামিলি পিটিশন ও কে-ভিসা
রিমোভ কন্ডিশন
এফিডেভিট অব সাপোর্ট
বিনা পরীক্ষায় সিটিজেনশীপ
এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন
সিএসএস লুলাক
রিফিউজি, এসাইলম, গ্রীণকার্ড রিনিউ

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
IRS authorised e-file provider

ইনকাম ট্যাক্সঃ
ব্যক্তিগত ও ব্যবসা
ট্যাক্সি ক্যাব ও ফুড ভেন্ডার
পার্টনারশীপ, কর্পোরেশন
পেরোল এন্ড সেলস ট্যাক্স
ব্যবসা সেটআপ
কর্পোরেশন ও এলএলসি গঠন

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS



IRS ENROLLED AGENT

Authorized IRS e-file Provider

IRS To Represent Before the Internal Revenue Service

MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY

TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী

Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.



Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com



Afzal Hossain MD
Ashwad Afzal MD, FACP
Sanjeev Palta MD, FACC
Board certified in Internal Medicine
87-81 169th street, Jamaica NY 11432
Tel: 718-297-4300, Fax: 718-297-4302
Board certified in Cardiology

We perform tests in the office:

ECG
We treat all heart patients and have tests performed in our office by our experienced Internist and Cardiologist.

- EKG/Electrocardiogram
- Echocardiogram
- Cardiac stress test
- Vascular studies
- Allergy Test
- Nerve Test/Sudoscan
- TB/PPD testing
- Spirometry/Lung Test
- Peak flow
- Test for Heartburn







Blood test done in the office

We provide Vaccines for:
- Hepatitis A
- Hepatitis B
- Influenza
- Meningitis
- Measles
- Mumps
- Pneumococcal
- Rubella
- Tetanus/Tdap
- Varicella

- Physical Exam
- Pre-employment Exam
- Physical for school
- CDL certification
- TLC Certification
- Home Health Aid/HHA Certification

We accept most insurance and have arrangement for treating uninsured patients at low costs.

Office Hours
Mon-Thurs 10am-6pm
Friday 11:30am-6pm
Saturday 10am-3pm

Call us today at 718-297-4300

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার



Joy

পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা

জয় ক্যাটারিং মেন্যু

প্যাকেজ -১
প্লেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 7.00

প্যাকেজ-২
প্লেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 8.00

প্যাকেজ-৩
প্লেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$10.00

প্যাকেজ-৪
মটর পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$11.00

148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977

32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

বাংলার হয়ে ওঠা

(১৭ পাতার পর)

বখতিয়ার খিলজি গৌড় জয় করেন ১২০৫ সালে। লক্ষণাবতীর নাম দেয়া হয় লাখনৌতি। তিনি একেই করে রাখেন বাংলার রাজধানী।

বাংলাদেশের পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব অঞ্চলে গড়ে ওঠে বঙ্গ জনপদ, যার অন্তর্ভুক্ত ছিল বর্তমান বাংলাদেশের বৃহত্তর ঢাকা, ফরিদপুর, যশোহর, বরিশালসহ দক্ষিণবঙ্গ। জেমস হাইট্ম্যান ও রবার্ট এলের মতে, বঙ্গ শব্দটি বং অথবা বাং নামক একটি দ্রাবিড়ীয় ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী থেকে জন্ম নিয়েছে। বং জাতিগোষ্ঠী ১০০০ খ্রিষ্টপূর্বের দিকে এই অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিল। বৌধায়ন ধর্মসূত্রে একটি জনগোষ্ঠী হিসেবে বঙ্গ নামের উল্লেখ রয়েছে, যারা আর্য ছিল না। এদের অবস্থান ছিল আর্যসভ্যতার বাইরে। পুরাণে এদের উল্লেখ রয়েছে পূর্বাঞ্চলীয় বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সাথে। রামায়নে রয়েছে অযোধ্যার সাথে বঙ্গের মৈত্রীবন্ধনের বিবরণ। মহাভারতের যুগে বঙ্গ ছিল একটি শক্তিশালী ও ক্রমবর্ধমান রাজ্য। এর রাজা ও সেনারা ছিলেন প্রবল সাহসী। অংশগ্রহণ করেছিলেন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে। বহুকাল ধরে এ রাজ্য স্বাধীনতা ধরে রেখেছিল। বঙ্গ ছিল এক পরাক্রমশীল জাতি, তাদের শক্তিশালী নৌবাহিনী ও হস্তিবাহিনী ছিল। আলেকজান্ডারের সৈন্যরা এই দেশের সামরিক শক্তির কথা শুনে গঙ্গা পেরিয়ে পূর্ব দিকে বঙ্গদেশ আক্রমণ করতে অস্বীকার করে। বঙ্গের নৌবাহিনীর খ্যাতির জন্যই পূর্বসাগরের নাম হয় বঙ্গোপসাগর। ১৮০০ শতাব্দীর তাঞ্জোর শিলালিপিতে 'বঙ্গলম্' শব্দের উল্লেখ পাওয়া গিয়েছে। কেউ কেউ দাবি করেন, 'বঙ্গ' নামটির উৎপত্তি সাঁওতাল দেবতা 'বঙ্গা' থেকে।

ঐতিহাসিক আবুল ফজল আল্লামি (১৫৫১-১৬০২) তার বিখ্যাত 'আইন-ই আকবরি' এ দেখান, কিভাবে জন্ম নিয়েছে এই নাম। তিনি এ নামকরণের কারণ খুঁজেছেন নদীমাতৃক বাংলার ভূপ্রাকৃতিক বাস্তবতায়। জানিয়েছেন, 'প্রাচীনকালে এদেশের রাজারা ১০ গজ উঁচু ও বিশ গজ চওড়া বিশাল আল বা বাঁধ তৈরি করতেন। বঙ্গ এর সাথে আল যুক্ত হয়ে নাম দাঁড়িয়েছে বাঙ্গাল বা বাংগালা।

ঐতিহাসিক মিনহাজ উস সিরাজ তার 'তবাকৎ-ই-নাসিরি'তে বাংলাজনপদ বুঝাতে লিখেছেন 'দিয়েরে বংগ'। বঙ্গের লোকরা উচ্চারণ করত বাঙ্গালা; সেখান থেকে পর্তুগিজরা উচ্চারণ করল 'বেঙ্গালা'। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নীহাররঞ্জন রায়সহ অনেকে 'বাঙালা' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। ইংরেজরা সুবা বাঙ্গালাহ্ জয় করে 'বাঙালা'রই ব্যবহার করে সরকারি নথিপত্রে। উত্তর প্রদেশের লোকেরা উচ্চারণ করে বঙ্গাল। সেখান থেকে ইংরেজ সরকার বেঙ্গল কথাটি নেয়। এখনো হিন্দিতে ভারত সরকার বঙ্গাল শব্দটি ব্যবহার করে।

ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'বঙ্গ-বাঙ্গালা ও ভারত' গ্রন্থে দেখা যাচ্ছে, মা হুয়ান নামে একজন চীনা লেখক তার 'ইয়িং-য়াই-শেন-লান' গ্রন্থে বঙ্গদেশে আসার কথা বলছেন। খ্রিষ্টীয় চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি (১৩৫২ খ্রিষ্টাব্দে) 'পঞ্চগৌড়' নামে একক দেশ হিসেবে মুসলিম শাসকেরা 'বাঙলা' নামটির প্রচলন ঘটান।' ভাষাতাত্ত্বিক ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতো ছিল, ফার্সি ভাষাভাষী মুসলিমরা এই অঞ্চলের ভাষাকে 'বঙ্গালহ্' নামে অভিহিত করেছিলেন। সেখান থেকে এসেছে বাংলা।

এই যে নানা দেশে, নানা অংশে বিভক্ত বাংলা, শতাব্দীর পর শতাব্দী এসব রাষ্ট্র নিজ নিজ বিচ্ছিন্ন পরিচয় নিয়ে বিদ্যমান থেকেছে। বাঙালির তখন একক কোনো রাষ্ট্র ছিল না। নিজস্ব মানচিত্র ছিল না। স্বকীয় পতাকা ছিল না। একক সত্তানুভূতি ছিল না। সেটি প্রথমবার নিশ্চিত করল মুসলিম শাসন। সুভাষ মুখোপাধ্যায়-এর ভাষায় 'গৌড় নামে বাংলার সমস্ত জনপদকে ঐক্যবদ্ধ করার যে চেষ্টা শশাঙ্ক, পাল ও সেন রাজারা করেছিলেন, তাতে কাজ হলো না। যে বঙ্গ ছিল আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক থেকে ঘৃণিত ও অবজ্ঞাত, যা ছিল পাল ও সেনদের আমলে কম গৌরবের ও আদরের– সেই বঙ্গ নামে শেষ পর্যন্ত তথাকথিত পাঠান আমলে বাংলার সমস্ত জনপদ ঐক্যবদ্ধ হলো। আকবরের আমলে গোটা বাংলাদেশ সুবা বাংলা বলে পরিচিত হলো। ইংরেজের আমলে বাংলা তার পূর্ণতর পরিচয় ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।'

লেখক: কবি, গবেষক



আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Dr. Tahera Nasreen, MD
Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Brooklyn Hospital Center

Dr. Ataul Osmani, MD
Board Certified in Family Medicine
Affiliated with Interfaith & Kings County Hospital Center

জেনারেল চেক আপ, শারীরিক পরীক্ষা, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, হাই কোলেস্টরল এজমা, ইকেজি, বয়স্ক ভেক্সিনেশান, ব্লাড টেস্ট, TLC/Motor Vehicle Exam, মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমরা প্রায় সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

20 Arlington Pl.
Brooklyn NY 11216
Tel: 718-636-0100
718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn. NY 11208
Tel: 718-484-3960
Fax: 718-484-3960

MAMUN'S TUTORIAL

: Directed by :
SHEIKH AL MAMUN, Certified School Teacher
MS Math Ed, MA Pure Math, Principal, Mamun's Tutorial



Our Programs:
Summer Program will start from July 5th

SAT — 8 Weeks Course; 4 Hours Each Class; Total 32 Classes (4 days/week); Total Cost : $2000.00; Time : 2 pm to 6 pm

SHSAT — 8 Weeks Course; 5 days/week; Total Cost : $2000.00; Time : 2 pm to 6 pm

COMMON CORE MATH & ENGLISH — 1st Grade to 6th Grade; 8 weeks course; 3 Hrs./day, 4 days/week; Cost : 600.00

Get 25% Discount sign up by 4th July

Admission going on
K-6 & Common Core Regents Classes

Bronx Branch:
1504 Olmstead Avenue, Bronx, NY 10462
Phone : 347-657-0530, 917-561-1090

Jackson Heights Branch:
37-21 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone : 718-507-2113, 917-561-1090

Congratulations to all our Students who made into Specialized High School

Quality Education Is Our Priority!



Mohammed M. Alam
M.Com (Management). LL.B

জ্যামাইকা হিলসাইড ট্যাক্স অফিস
167-11 Hillside Ave. 2nd Floor Jamaica, NY 11432
Tel: 718-480-3313, Cell: 917-600-4937
Email: mahbubtax@yahoo.com

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

ট্যাক্স • ইমিগ্রেশন ফরম পুরন • নোটারী

আমাদের সেবা সমূহ

- ফেডারেল এবং সকল স্টেট ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স, করপোরেশন ট্যাক্স
- সেল্স ট্যাক্স, পে-রোল ট্যাক্স
- ওপেন নিউ বিজনেস
- ওপেন সেল্স ট্যাক্স আইডি
- ফ্যামিলী পিটিশন
- স্পন্সরশীপ ফরম পুরন
- সিটিজেনশীপ ও পার্সপোর্ট
- ডুয়েল সিটিজেনশীপ প্রোসেস
- পাওয়ার অব এ্যাটর্নী ড্রাফট

সকল ষ্টেটের ট্যাক্স এবং ফরম পূরনে সহায়তা করা হয়।

এলাকা অনুযায়ী খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী চার্চের নাম ও ফোন

উডসাইড-ইউনাইটেড বেঙ্গলী লূথারেন	৯১৭৬০৫৪৫৬৬
উডহ্যাভেন-ক্রাইস্ট বাংলা	৯১৭৬৮৩৩০৫৯
ওজনপার্ক-ফার্স্ট বাংলা	৯১৭২১৬৬৭৫০
করোনা-সহভাগিতা	৯১৭৩৯২৬৭৭৩
করোনা-ইভাঞ্জেলীক্যাল বাংলা	৬৪৬৩৯৯৩৮১২
জ্যাক্সন হাইটস-বাংলা বাইবেল	৩৪৭৭৪৪৫৯৯৩
জ্যাকসন হাইটস-বেথেল ব্যাপ্টিস্ট	৩৪৭৫৭৩৭৫৯৩
ব্রঙ্কস-শেলম ইভাঞ্জেলীক্যাল	৬০৩৮২০০৬৪৯
সানিসাইড-কুইন্স অব এঞ্জেলস	৭১৮৩৯২০০১১
হিলসাইড-ইমাকুলেট কন্সেপশন	৭১৮৭৩৯০৮৮০

বিএআরএ থেকে ২১ সদস্যের পদত্যাগ

(শেষের পাতার পর)

বাংলাদেশী আমেরিকান রিপাবলিকান এলায়েন্স (বিএআরএ)-এ ভাঙ্গন ধরেছে। গত নভেম্বরে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের আগে অনেকটা ঢাকঢোল পিটিয়ে ট্রাম্পের দলে যোগ দেন নিউইয়র্কে বসবাসরত বহু বাংলাদেশী-আমেরিকান। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে দ্বিতীয়বারের মতো নির্বাচিত করতে গঠন করা হয় নতুন নতুন সংগঠন। এসব সংগঠনের সঙ্গে যোগ করে দেয়া হয় রিপাবলিকান পার্টির নামও। এমন একটি সংগঠন বাংলাদেশী আমেরিকান রিপাবলিকান এলায়েন্স-বিএআরএ। নিউইয়র্কেও প্রবীণ প্রবাসী নাসির আলী খান (পল খান)-কে এই সংগঠনের সভাপতি এবং পরিতোষ দে-কে সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব দেয়া হয়। তারপর মাথা বেধে ট্রাম্পের পক্ষে বাংলাদেশীদের ভোট টানতে কাজ করে সংগঠনটি। নির্বাচনে ট্রাম্প হেরে যাওয়ার পর এ সংগঠনকে প্রকাশ্যে কোন তৎপরতা চালাতে দেখা যায়নি। এমন স্থবিরতার মধ্যে বেরিয়ে এসেছে নতুন খবর। বিএআরএ থেকে এর সিনিয়র কো-চেয়ারম্যান, কো-অর্ডিনেটর সহ ২১ সদস্য পদত্যাগ করেছেন। সংগঠনটির সিনিয়র কো-চেয়ারম্যান ইসমাঈল খান আনসারী প্রেরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে জানান হয়, অপরিনামদর্শী, আসাংগঠনিক ও বিতর্কিত কর্মকান্ড, নেতৃত্বে চরম ব্যর্থতা ও অদক্ষতায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে বাংলাদেশী আমেরিকান রিপাবলিকান এলায়েন্স হতে তারা পদত্যাগ করেন। ভবিষ্যতে তারা উক্ত সংগঠনের সর্বপ্রকার কর্মকান্ড হতে বিরত থাকা ও তাদের নাম ব্যবহার না করার সিদ্ধান্ত দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করেন। ২০ ফেব্রুয়ারী, ২০২১ হতে নিম্ন বর্নিত সদস্যগনের সাথে এই সংগঠনের কোন প্রকার সম্পর্ক থাকবে না বলে বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়।

বাংলাদেশী আমেরিকান রিপাবলিকান এলায়েন্স থেকে পদত্যাগকারিরা হলেন- ইসমাঈল খান আনসারী (সিনিয়র কো-চেয়ারম্যান), এসএম ইকবাল (কো-চেয়াম্যান), খসরুল আলম (কো-অর্ডিনেটর), মো: আকরামুজ্জামান (কো-অর্ডিনেটর), মো: সাদেক হোসেন (সদস্য), মো: দুলাল হোসেন (সদস্য), শাহবুদ্দিন বাচ্চু (সদস্য), সোমেন চ্যাটার্জি (সদস্য), পলাশ বড়ুয়া (সদস্য), রকিবুল ইসলাম (সদস্য), জালাল উদ্দিন আহম্মেদ (সদস্য), হেলাল উদ্দিন আহম্মেদ (সদস্য), ইউসুফ আলী (সদস্য), দারাব ইউ জুলহাস (সদস্য), শামীম আহম্মেদ (সদস্য), রিংকু দাস (সদস্য), দুলাল আহমদ (সদস্য), মোঃ আবদুল মালিক (সদস্য), ফাহিম আহমেদ (সদস্য), সাইদুর রহমান (সদস্য) ও জেবুল আহমেদ (সদস্য)।

জ্যামাইকা হাসপাতাল থেকে

(শেষের পাতার পর)

এই সিদ্ধান্ত নেয়। এ ব্যাপারে গণমাধ্যমে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে- রোগী, স্টাফ এবং কমিউনিটির সর্বোচ্চ সুবিধা বিবেচনা করে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, ১৯৪৬ সালে এই হাসপাতালেই জন্মেছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। ১৯৭৫ সালে ট্রাম্পের মায়ের অনুদানের কারণে ট্রাম্পের নামে এর একটি প্যাভিলিয়নের নামকরণ করা হয়।

এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস

একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান

একাউন্টিং
ইনকাম ট্যাক্স-ব্যক্তিগত (Individual all State) কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নটফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আই.আর.এস-এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন
সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়দি। ইলেকট্রনিক ফাইলিং করা হয় ২০১৩

* বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেট রেজিষ্ট্রেশন
* নোটারী পাবলিক রেজুমী
* দক্ষতার সাথে রেজুমী ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়
* ট্রান্সলেশন সার্ভিসেস

SNS Authorized *IRS e file* Provider

Electronic Filling & Direct Deposite for Accurate Faster & Secure Refund

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমারদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেয়া হয়।



অফিস সময়: সপ্তাহে সাত দিন সকাল ১০ টা থেকে সন্ধ্যা ৮ টা।
আমাদের রয়েছে ১৮ বছরের বেশী বিধিসম্মত নির্ভূল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা

EXPERIENCE COUNTS, TRUST, WE SERVE YOU BETTER

যোগাযোগ করুন: এম.এ. কাইয়ুম

৩৫-৪৬ ৩১ স্টিট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক-১১১০৬

ফোন: ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স: ৭১৮-৩৬১-৬০৭১

email: snsmaq@aol.com (N এবং W ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

Law Firm of Attorney Najmul Alam





এটর্নী নাজমুল আলম, এটর্নী এট ল'
ইউ,এস, সুপ্রীম কোর্ট

ম্যানহাটন অফিসঃ (২১২) ৫৯৯-৭২৯৯
(২৬ ফেডারেল প্লাজার সামনে)
২৯৯ ব্রডওয়ে, সুইট # ১৭০০, নিউইয়র্ক, নিউইয়র্ক ১০০০৭

- Immigration
- Asylum Cases
- Divorce
- Title Insurance
- Real Estate Closing
- Investment Visa E2 EB5
- Deportation Defense
- Criminal Defense Cases
- Citizenship Tests

এসাইলাম, পাবলিক চার্জ, ওয়েভার, সিটিজেনশীপ, মোশন, আপীল সহ সব ধরনের ইমিগ্রেসন কেস।

JUSTICE law firm

Manhattan Office: (212) 599-7299
(In Fornt of 26 Fedarel Plaza)
299 Broadway, Suite # 1700, New York, New York 10007

Wasi Choudhury & Associates LLC

SERVICES

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

- **Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit**
- **Tax Preparation:** Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- **Accounting:** Payroll, Sales Tax, etc.
- **Business Licenses**
- **ইমিগ্রেশন** সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

Wasi Choudhury, *EA*
Admitted to practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্ক

Member : naea NYSSEA IRS e-file IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্ক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।



37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377 • Tel: 718-205-3460, 718-440-6712 • Fax: 718-205-3475 • Email: wasichoudhury@yahoo.com

ডা. এটিএম ইউছুফ (স্পপন) এমডি

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার



স্থান পরিবর্তন

অফিসঃ ৩৭-২৯, ৭২ স্ট্রিট
১ম তলা, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক

- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করা সহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ইনকাম ট্যাক্স
INCOME TAX

ইনকাম ট্যাক্স, ইমিগ্রেশন ও জেনারেল সার্ভিসের জন্য একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

দীর্ঘ ১৮ বৎসর ধরে আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

AUTHORIZED e-file Provider

অতি যত্ন সহকারে আপনাদের নির্ভুল ট্যাক্স রিটার্ণ করে দেয়ার দায়িত্ব আমাদেরকে দিন

শুধু ট্যাক্স ফাইলের সময়েই নয় বরং সারা বৎসর ধরেই আমরা আছি আপনাদের পাশে

NOTARY PUBLIC

প্রাইম ব্রোকারেজ

যোগাযোগ: *আবুল কালাম*
T: **718-274-1908**, F: **718-728-2293**
email: **primebrokerage34@gmail.com**
৩৪-০৩ ৩০ এভিনিউ, এষ্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৩

ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশনের কাজে প্রয়োজন বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান,
কারণ আপনার ব্যক্তিগত সকল তথ্যাদি থাকছে প্রতিষ্ঠানটির কাছে।

অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা **Instructor** দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন

পপুলার ড্রাইভিং স্কুল

Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)



আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
917-301-2063

OPEN 7 DAYS

6 Hours DDC Class Good For TLC



বাসা থেকে ফ্রি পিকআপ এন্ড ড্রপ

বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীদের ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে কি ধরনের কাগজপত্র বা ডকুমেন্টস লাগবে তা জানতে যোগাযোগ করুন: ৯১৭-৩০১-২০৬৩

- ২৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন।
- ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ৫, ১০ ও ১৫ লেসনের প্যাকেজ ডীল।
- প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা (শনিবারসহ)

প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান

- 5 Hours Class Certificate
- Road Lesson Local & H.Way
- Road Test Appointment
- Car for Road Test

যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈয্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান

আমাদের কাছেই পাবেন ফ্রি বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট বই

Please Call
718-426-9453, 917-301-2063

Popular Driving School Inc.
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave) ডিজিটাল ওয়ান এর উপরে



Apna Express Pharmacy Inc.

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি, ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহন করে থাকি

TEL. 929-208-0602

DISCOUNT COSMETICS. FILM. COLOGNES.
PERFUMES. VITAMINS. NON-PRESCRIPTION DRUGS.
HOUSEHOLD GOODS. BABY NEEDS

74-12 37AVE, Jackson Heights, NY 11372,



এন. মজুমদারের সমর্থনে ব্রঙ্কসে সভা



(শেষের পাতার পর)

নাম রেজিট্রেশন করেছেন নিউইয়র্ক শহরে। এই বিশাল সংখ্যক মানুষ যদি এন মজুমদারের পাশে দাঁড়ান তাহলে তাকে একজন জনপ্রতিনিধি হিসেবে সিটি হলে পাঠানো সম্ভব বলে জানালেন তার ক্যাম্পেইন ম্যানেজার ইমানুয়েল মার্টিনেজ। গত ৫ মার্চ শুক্রবার রাতে ব্রঙ্কসের খলিল চাইনিজের পার্টি হলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এসব তথ্য জানান তিনি।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সাবেক সংসদ সদস্য ও সাপ্তাহিক ঠিকানার সম্পাদক মন্ডলীর সভাপতি ও ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক এম এম শাহীন।

কুমিল্লা সমিতির সাবেক সভাপতি খবির উদ্দিন ভূইয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন শামীম মিয়া। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলওয়াত ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু করা হয়। দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন বাংলাবাজার মসজিদের ইমাম মাওলানা আবুল কাশেম ইয়াহইয়া।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিএসিসি'র সাধারণ সম্পাদক নজরুল হক, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট সিরাজ উদ্দিন আহমেদ সোহাগ, প্রফেসর আমিরুল হক চুন্নু, বাংলাবাজার বিজনেস এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান লিংকন, ব্রঙ্কস বাংলাদেশ এসোসিয়েশনের সভাপতি এ ইসলাম মামুন, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার সহ সভাপতি মঞ্জুর চৌধুরী জগলু, ব্রঙ্কস পূজা কমিটির কর্মকর্তা ড. রত্নেশ্বর সাহা, আরিফ রেজা, ক্যাম্পেইন ট্রেজারার মনসুর আহমেদ, নাসির উদ্দিন, এম ডি আলাউদ্দিন, জামাল হোসাইন প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে এন মজুমদার বলেন, আমরা বাংলাদেশী কমিউনিটি থেকে অনেক সহযোগিতা পাচ্ছি। কমিউনিটির সবার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ইতিমধ্যেই ৪০ হাজার ডলারের ফান্ড রেইজ করেছি। নির্বাচন করতে সিটি থেকে আমাকে দেয়া হয়েছে দুই লাখ ৮ হাজার ডলার। এটা নির্বাচনী এই অভিযাত্রায় এগিয়ে যাওয়ার জন্য একটা বড় সুযোগ। তিনি বলেন, প্রায় দুই দশক ধরে আমি কমিউনিটির বিপদ-আপদ, ভালোমন্দে তাদের ছায়াসঙ্গী হিসেবে রয়েছি, কাজ করেছি। আমার দায়িত্ব কমিউনিটিকে এগিয়ে নেয়ার। তিনি বলেন, আমি একজন কর্মী। আমার কর্ম জীবন অনেক কষ্টের। আমি কমিউনিটির সেবায় সব সময় এগিয়ে গেছি। সুতরাং একজন প্রার্থীর যোগ্যতা, দক্ষতা, তার শিক্ষা, আর্থিক সচ্ছলতা, মূলধারায় তার যোগাযোগ ও গ্রহনযোগ্যতাসহ তার সকল যোগ্যতা বিচার করে ভোট দেয়া উচিৎ। বলেন, রাইট টাইমে রাইট লোককে ভোট না দিলে আগামীতে সিটির অনেক সুযোগ সুবিধা থেকে আমরা বঞ্চিত হবো।

অনুষ্ঠানের বক্তারা বলেন, যারা এন মজুমদারকে সমর্থন করবেন না, ভোট দেবেন না তা প্রকাশ্যে বলবেন। তার কাছে যখন আসবেন তাকে বলবেন আমি আপনার লোক, এখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে আবার চায়ের দোকানে তার বদনাম করবেন তা হয় না। সঙ্গে থাকলে বলবেন সঙ্গে আছি, তা না হলে বলবেন সঙ্গে নেই। কিন্তু বেইমানী করবেন না, মুনাফেকি করবেন না, সমর্থন না দিতে পারলে দেবেন না। কিন্তু সামনে এক কথা, আর পেছনে আরেক কথা বলবেন না।

DHAKA CITY APARTMENT
FOR SALE

3 bedrooms, 3 bathrooms,
kitchen, dining, 3 balconies
1200 sq ft (corner plot)
Location: Road #5, Block C,
House #39
Bonasree, Rampura,
Dhaka 1219
Contact No:
718-496-5455
718-838-0972
**Great schools,
mosques, banks nearby**

Law Office of Md Golam Mostofa, Esq.

OUR SERVICES:

- Personal Injury all kinds
- Medical Mal Practice
- Accident in Construction Work and Car Accidents
- Lead Poisoning
- Slip and Fall
- All Civil Matters
- Immigration all kinds & investments
- Real Estate, Business
- Bankruptcy
- Criminal Case
- Landlord-Tenant
- Family Matter-Divorce
- Employment Matter, Etc.





Attorny M. Mostofa, Esq.
LL.B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh,
Advocate, Bangladesh Supreme Court.
LL.B Honors, UK. Barrister-At-Law, London.,
LL.M, USA. Attorney-At-Law, NY
7226 Broadway, 3rd Floor, Jackson Heights, NY 11372, Phone: 718-565-2661

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার
MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine
Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

করোনায় ডমেষ্টিক ভায়োলেন্স

(শেষের পাতার পর)

কারণে পারিবারিক কলহ বৃদ্ধি পেয়েছে। আবারঅনেকের মধ্যে পারস্পারিক সহযোগিতা আর সহমর্মিতার অভাব, ধৈর্য্যের অভাব প্রভৃতি কারণেও একটুতেই ডমেষ্টিক ভায়োলেন্স বাড়ছে। ফলে ঘটনার তাৎক্ষনিকতায় বুঝে, না বুঝে বা আবেগ-অনুভুতির বসবর্তী হয়ে সাথে সাথে ৯১১ বা পুলিশে কল কওে অনেকেই পারিবারিক মহা বিপদ ডেকে আনছেন।

কমিউনিটিতে ডমেষ্টিক ভায়োলেন্স বৃদ্ধিতে গভীর উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে বাংলাদেশী-আমেরিকান বিশিষ্ট আইন বিশেষজ্ঞ এটর্নী ও ব্যরিস্টার ইসরাত সামি বলেন, বিষয়টি সত্যিই উদ্বেগের। কেননা, আমাদের কমিউনিটির অনেককেই ছোট-খাটো ভুলের জন্য বড় বড় খেসারত দিতে হচ্ছে। এই ডমেষ্টিক ভায়োলেন্স রোধে তিনি সংশ্লিস্ট পরিবারকে পারস্পারিক শ্রদ্ধাবোধের পাশাপাশি ধৈর্য্য ও সহনশীলতা এবং একে অপরকে বুঝার উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। প্রয়েজনে কাউন্সিল দরকার বলেও উল্লেখ করেন।

এদিকে ডমেষ্টিক ভায়োলেন্স সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে জানতে বা সাহাযের জন্য নিউইয়র্ক ষ্টেট-এর হটলাইন নম্বার ১-৮০০-৯৪২-৬৯০৬ এই নাম্বারে যোগাযোগ অথবা ৮৪৪-৯৯৭-২১২১ এই নাম্বারে টেক্সট করতে বলা হয়েছে।

অপরদিকে ওমেনকাইন্ড নামক একটি সংগঠন ডমেষ্টিক ভায়োলেন্স সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে সাহয্যের জন্য বহুভাষিক (বাংলা ভাষা সহ) হেল্পলাইন: ১-৮৮৮-৮৮৮-৭৭০২ নাম্বারে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করেছে। যেকোন তথ্য গোপন রাখা হবে। প্রয়োজনে iamwomankind.org এ চ্যাট করা যাবে। ম্যাসেজ পাঠানো যাবে ১-৯২৯-২০৭-৫৯০৭ নাম্বারে।

বিয়ের আসরে কাঁদতে কাঁদতেই প্রাণ গেল কনের

(প্রথম পাতার পর)

এই অতিপরিচিত ঘটনায় ভারতের ওড়িশার সোনপুরে রুপ নিল তীব্র শোকে। কারণ বিয়ের আসরে কাঁদতে কাঁদতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারালেন কনে।

সংবাদ প্রতিদিন জানিয়েছে, সোনপুরের জুলুন্দার বাসিন্দা গুপ্তেশ্বরী সাহু ওরফে রোজি সাহু বিয়ের পিঁড়িতে বসেছিলেন শুক্রবার। স্বামী বিসিকেসন টেটেলগাঁও গ্রামের বাসিন্দা। সাধ্যমতোই মেয়ের বিয়ের আয়োজন করেছিল পরিবার। পরিকল্পনা মতোই বিয়ের কাজ সম্পন্ন হয়। কিন্তু বিপত্তি বাঁধে বাবার বাড়ি থেকে বিদায় নেওয়ার সময়।

রোজির পরিবার তাকে বিদায় জানানোর জন্য তৈরিই ছিল। মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠানোর আগে যা যা আচার-রীতি থাকে, সেসবও পালন শেষ হয়েছিল। কিন্তু তারপরই ঘটে বিপত্তি। পরিবার ছেড়ে যাওয়ার কষ্টে ডুকরে কাঁদতে শুরু করেন রোজি। কাঁদতে কাঁদতে হঠাৎই জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। এসময় চোখে-মুখে পানি ছিটিয়ে রোজির জ্ঞান ফেরানোর চেষ্টা করেন আশপাশের লোকজন। কিন্তু কিছুতেই তার জ্ঞান না ফেরায় চিন্তিত হয়ে পড়েন পরিবার ও আত্মীয় স্বজনরা। পরে আর দেরি না করে রোজিকে নিয়ে যাওয়া হয় দুঙ্গুরুপলি কমিউনিটি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে। সেখানে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

রোজির এমন মৃত্যুতে শোকে স্তব্ধ হয়ে গেছে দুই পরিবারই। সংসার শুরুর আগেই এভাবে সবকিছু শেষ হয়ে যাওয়া কিছুতেই মানতে পারছেন না কেউ। জানা গেছে, কয়েক মাস আগেই বাবাকে হারিয়েছেন রোজি। বাবার মৃত্যুর শোকে বেশ চুপচাপ হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। আর বিয়ের আসরে তার জীবনও থেমে গেল।

সীমান্তে ১ লাখ অভিবাসীকে আটক

(প্রথম পাতার পর)

করার শর্তে এক বিশেষ সূত্র রয়টার্সকে এসব তথ্য দিয়েছে।

দিনদিন আটকদের মধ্যে শিশুর সংখ্যা বাড়ছে। মা-বাবা বা আইনি অভিভাবক ছাড়া এসব শিশুর জন্য আবাসনের ব্যবস্থা করা এখন বাইডেন প্রশাসনের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ। কাস্টমসের একজন মুখপাত্র জানিয়েছেন, এ সংক্রান্ত সরকারি তথ্য খুব সম্ভবত আগামী সপ্তাহে প্রকাশ করা হবে। শুধু গত বুধবার-একদিনেই সাড়ে চার হাজার সীমান্ত অতিক্রমকারী অভিবাসীকে আটক করে বর্ডার পেট্রল। সরকারি সূত্র থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী বলা যায়, সামনের মার্চে এই অবৈধ অনুপ্রবেশের সংখ্যা আরও বাড়বে।

অন্যদিকে, হাউস অফ রিপ্রেজেন্টিটিভের অন্যতম রিপাবলিকান নেতা কেভিন ম্যাককার্থি বলেছেন, সীমান্ত সঙ্কটের সত্যতা আমাদের স্বীকার করতেই হবে। কোনো নির্দিষ্ট শর্ত ছাড়াই আমাদের একটা পরিকল্পনা করা প্রয়োজন যাতে কোনো মেক্সিকান বা সেন্ট্রাল আমেরিকান আমাদের দক্ষিণ বর্ডারে এসে হাঙ্গামা পাকাতে না পারে। সীমান্ত অতিক্রম বন্ধে ট্রাম্প যে পলিসি পাশ করেছিলেন তা টাইপ-৪২ নামে পরিচিত। করোনা মহামারীকে কারণ দেখিয়ে তিনি সীমান্তে অভিবাসী গ্রহণ বন্ধ করেছিলেন।

যুক্তরাষ্ট্রে ৩০ হাজার ওয়েবসাইটে চীনের

(প্রথম পাতার পর)

চীনের রাষ্ট্রীয় মদদেই এমন ঘটনা ঘটেছে। এবার মিয়ানমারে কুটনৈতিক বিদ্রোহ, বিপাকে সামরিক জান্তা খবরে বলা হয়েছে, মাইক্রোসফটের সার্ভার হ্যাক করেই এই লঙ্কাকাণ্ড ঘটিয়েছে হ্যাকাররা। ইন্টারনেট নিরাপত্তা সংস্থা ক্র্যাবস অন সিকিউরিটি জানিয়েছে, চীনের একটি গুপ্তচর গ্রুপ এ হামলা চালায়। তারা মাইক্রোসফটের চারটি দুর্বলতা চিহ্নিত করে সেগুলোর সুযোগ নিয়েছে। এই নিরাপত্তা সংস্থা আরও জানায়, এই দুর্বলতার কারণেই হ্যাকাররা অগণিত ইমেইলের এক্সেস পেয়ে যায়। এরপর তারা ম্যালওয়ার ইন্সটল করে। মাইক্রোসফটও বলেছে এটা চীনাদের কাজ। তবে কোন কোন ওয়েবসাইট আক্রান্ত হয়েছে তা প্রকাশ করেনি এ প্রযুক্তি সংস্থা।

হামলার বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টাদের ব্রিফ করা দুজন সাইবার সিকিউরিটি বিশেষজ্ঞ ক্রেবস অন সিকিউরিটিকে জানিয়েছেন, বিশ্বব্যাপী কয়েক হাজার মাইক্রোসফ্ট এক্সচেঞ্জ সার্ভারের উপর চীনা হ্যাকিং গ্রুপ নিয়ন্ত্রণ পেয়েছে। এক্সচেঞ্জ সার্ভারটি মূলত ব্যবসায়ী গ্রাহকরা ব্যবহার করেন। মাইক্রোসফট দুর্বলতাগুলি সমাধানের জন্য বেশ কয়েকটি নিরাপত্তা আপডেট প্রকাশ করেছে এবং গ্রাহকদের তাৎক্ষণিকভাবে ইনস্টল করার পরামর্শ দিয়েছে।

বিশ্বে করোনায় মৃত্যু প্রায় ২৬ লাখ

(প্রথম পাতার পর)

রয়েছে দুই কোটি ১৮ লাখ ২৩ হাজার আটশ ২৬ জন। সারাবিশ্বে করোনায় আক্রান্তদের মধ্যে সুস্থ হওয়ার হার ৯৭ শতাংশ এবং মারা যাওয়ার হার তিন শতাংশ। বিশ্বে বর্তমানে করোনায় আক্রান্তদের মধ্যে গুরুতর অবস্থায় রয়েছে ৮৯ হাজার তিনশ নয় জন এবং বাকিদের অবস্থা স্থিতিশীল। বিশ্বে করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত দেশের তালিকায় সবার উপরে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। সে দেশে এখন পর্যন্ত আক্রান্ত হিসেবে শনাক্ত হয়েছে দুই কোটি ৯৬ লাখ ৫৩ হাজার আটশ ৯১ জন এবং মারা গেছে পাঁচ লাখ ৩৭ হাজার একশ ৯৩ জন ।

বিশ্বে করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত দেশের তালিকায় যুক্তরাষ্ট্রের পর যথাক্রমে রয়েছে- ভারত, ব্রাজিল, রাশিয়া, ব্রিটেন, ফ্রান্স, স্পেন, ইতালি, তুরস্ক ও জার্মানি।

ডাবের পানি খেলে কী হবে?

(প্রথম পাতার পর)

থাকি। তারমধ্যে ডাবের পানি অন্যতম। ডাব কিন্তু স্বাস্থ্যের জন্যও বেশ উপকারী। এটি কোনো কৃত্রিম পানীয় নয়। শরীর থেকে যেসব লবণ গরমের কারণে বের হয়ে যায় তা পূরণ করার জন্য আমাদের খাদ্য তালিকায় নানা ধরনের ফলের সরবত, কোমল পানীয়র পাশাপাশি ডাবের পানি রাখা যায়।

ডাবের পানি শুধু পানীয় হিসেবেই উপকারী তা নয়, ডাবের পানিতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে খনিজ লবণ ও নানা রকম রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, যা অনেক জটিল রোগ নিরাময়ে সাহায্য করে। ডিহাইড্রেশনের মোকাবিলা থেকে শুরু করে শরীরের ইমিউনিটি গড়ে তোলাসহ নানা গুণ রয়েছে ডাবের পানিতে। আসুন জেনে নেই ডাবের পানির কিছুর উপকারিতা সম্পর্কে-

ডিহাইড্রেশন-

অতিরিক্ত গরমের ফলে শরীরে ঘামের সঙ্গে প্রয়োজনীয় পানি বের হয়ে যায়। আবার কখনও অতিরিক্ত গরমে বমির ফলেও অতিরিক্ত পানি শরীর থেকে বের হয়ে যায়। প্রয়োজনীয় পানি শরীর থেকে বের হয়ে যাবার ফলে ডিহাইড্রেশনের মত সমস্যা হয়। ডাবের পানি শরীরে এই পানির ঘাটতি পূরণ করে। এতে আছে কার্বোহাইড্রেড যা এনার্জি বাড়ায়।

ব্লাড প্রেসার নিয়ন্ত্রণ করে-

ব্লাড প্রেসার নিয়ন্ত্রণ করতে ডাবের পানি বেশ কার্যকরী। কারণ এতে আছে ম্যাগনেসিয়াম, পটাশিয়াম ও ভিটামিন সি যা ব্লাড প্রেসারকে নিয়ন্ত্রণ করে। মনে রাখবেন ডাবের পানি একটু মিষ্টি হয় তাই ডায়াবেটিসের সমস্যায় অতিরিক্ত না খাওয়াই ভালো।

হার্টের সমস্যা দূর করে-

ডাবের পানি হার্টকে ভালো রাখতেও সাহায্য করে। হার্টকে ভালো রাখতে খাবারের তালিকায় ডাবের পানি যোগ করতে পারেন। এটা প্রমাণিত, ডাবের পানি হার্ট অ্যাটার্কের সম্ভবনা অনেকটা কমায়। এটি হাইপারটেনশনও কমায়।

মজবুত হাড়-

হাড়কে মজবুত রাখার জন্য দরকার ক্যালসিয়াম ও আরও অনেক পুষ্টিগুণ। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, ডাবের পানিতে ক্যালসিয়াম আছে যেটা হাড়ের জন্য একটি অতি প্রয়োজনীয় উপাদান। এবং ম্যাগনেসিয়াম যেটা হাড়কে ভালো রাখতে সাহায্য করে।

ত্বকের সমস্যা-

ডাবের পানি ত্বককে চকচকে করার পাশাপাশি, এটি প্রাকৃতিক ময়েশচারের কাজ করে। এর পাশাপাশি ত্বক তৈলাক্ত হলে ত্বকের অতিরিক্ত তেলকে দূর করে। এবং ত্বককে ময়েশচারাইজড করে।

চুলের সমস্যায়-

ত্বকের সঙ্গে চুলের সমস্যা ও চুলকে ভালো রাখতেও ডাবের পানি উপকারী। ডাবের পানি স্ক্যাল্পে রক্ত সঞ্চালন বাড়ায়।

অর্থনীতিতে 'বুল কেস' হয়ে উঠছে বাংলাদেশ

(প্রথম পাতার পর)

দেশের তালিকা থেকে গ্রাজুয়েট করে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হয়েছে। স্বাধীন হওয়ার প্রায় ৫০ বছর পর্যন্ত এ দেশটি ছিল স্বল্পোন্নত। যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নালে প্রকাশিত 'বাংলাদেশ ইজ বিকামিং সাউথ এশিয়াজ ইকোনমিক বুল কেস' শীর্ষক প্রতিবেদনে এসব কথা বলা হয়েছে। এতে আরো বলা হয়েছে, দক্ষিণ এশিয়ায় চীন, ভিয়েতনাম এবং দক্ষিণ কোরিয়ায় বিভিন্ন পর্যায়ে যে সফল উন্নয়ন মডেল দেখা গেছে, বাংলাদেশ তাদের খুব কাছাকাছি। অনেক দেশ খুব কম আয়ের স্তর থেকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে। এটা সম্ভব হয়েছে রপ্তানিমুখী উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে।

এটাকেই আধুনিক সময়ে উত্তম রেকর্ড হিসেবে দেখা হয়। গত এক দশকে বাংলাদেশের রপ্তানি ডলারের হিসাবে উন্নীত হয়েছে শতকরা প্রায় ৮০ ভাগে। এর চালিকাশক্তি হিসেবে রয়েছে ক্রমবিকাশমান গার্মেন্ট শিল্প। যখন ভারত ও পাকিস্তানের রপ্তানি প্রকৃতপক্ষে কমে গেছে, তখন বাংলাদেশের রপ্তানিতে তা হয়নি। সম্প্রতি ২০১১ সালের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশের গড় মাথাপিছু জাতীয় প্রবৃদ্ধি মার্কিন ডলারের হিসাবে ভারতের প্রবৃদ্ধির শতকরা ৪০ ভাগ নিচে। এর কারণ, গত বছর ভারতে করোনা মহামারি। তবে আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল আশা করে, এই ফারাক কম-বেশি হতে পারে।

এছাড়া বাংলাদেশের উন্নয়ন মডেলে আরো কিছু ফ্যাক্টর আছে। তার মধ্যে অন্যতম হলো এখানকার জনসংখ্যার বড় অংশ তরুণ-যুবক। মজুরির দিক দিয়ে প্রতিযোগিতা অব্যাহত আছে এখানে। দক্ষিণ এশিয়ার অন্য স্থানের তুলনায় এখানে আছে শক্তিশালী এবং ক্রমবর্ধমান নারী শ্রমিক। তারা অর্থনীতিতে অংশগ্রহণ করছেন। তা সত্ত্বেও কিছু অর্থপূর্ণ বাধা রয়েছে। এক হলো, ভিয়েতনাম বা কম্বোডিয়ার চেয়ে বাংলাদেশি রপ্তানি প্রবৃদ্ধি কম। গত ১০ বছরে ভিয়েতনাম বা কম্বোডিয়ায় রপ্তানি যথাক্রমে তিনগুণ এবং দ্বিগুণের বেশি হয়েছে। ২০০০-এর দশকে ভারতের রপ্তানি ফুলেফেঁপে ওঠে। তারপরই স্থবির হয়ে পড়ে। ফলে ভারতের অর্থনীতির যে উর্ধ্বমুখী প্রবণতা তার নিশ্চিত হয়নি।

বাংলাদেশের পরবর্তী পদক্ষেপ হবে উচ্চ মূল্যের ম্যানুফ্যাকচারিং এবং তা রপ্তানির দিকে অগ্রসর হওয়া, যেমনটা করছে ভিয়েতনাম। বাংলাদেশের রপ্তানি শিল্প এখনও ব্যাপকভাবে গার্মেন্ট শিল্পভিত্তিক। হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির গ্রোথ ল্যাব বাংলাদেশের অর্থনৈতিক জটিলতার (কমপ্লেক্সিটি) দিক দিয়ে ১৩৩টি দেশের মধ্যে ১০৮ নম্বরে রেখেছে। ১৯৯৫ সালে বাংলাদেশ যে অবস্থানে ছিল এই অবস্থান বাস্তবে তার নিচে।

এশিয়ার বড় বড় বাণিজ্যিক ব্লকের বাইরে ভারতের মতো নিজেকে দেখতে পাচ্ছে বাংলাদেশ। এ দেশটি এসোসিয়েশন অব সাউথইস্ট এসিয়ান নেশনস (আসিয়ান)-এর সদস্য নয়। অথবা রিজিওনাল কমপ্রিহেনসিভ ইকোনমিক পার্টনারশিপেরও সদস্য নয়। কমপ্রিহেনসিভ অ্যান্ড প্রোগ্রেসিভ ট্রান্স-প্যাসিফিক পার্টনারশিপেরও সদস্য নয়। বাংলাদেশকে তার উৎপাদন রপ্তানি বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে দিতে প্রয়োজন আন্তঃএশিয়ান সরবরাহ চেইনের সঙ্গে বৃহত্তর অংশগ্রহণ। একই সঙ্গে এটা করতে তাকে তার পূর্ব দিকের প্রতিবেশীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ অর্থনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে।

সতর্কীকরণকে পাশে রেখে বলতে হয়, বাংলাদেশ নিম্ন আয়ের দেশ থেকে বেরিয়ে আসার অর্থ হলো সামনে আরো অগ্রগতি করবে এর লক্ষণ পাওয়া যাচ্ছে। একই সঙ্গে উন্নয়নের অনেক ভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে অন্য দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিবেশীদের চেয়ে এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ।

ছেলেসহ ট্রাম্পের বিরুদ্ধে মামলা

(প্রথম পাতার পর)

করেছেন একজন ডেমোক্র্যাট কংগ্রেসম্যান। যুক্তরাষ্ট্রের পার্লামেন্ট ভবনে হামলায় উসকানি দেওয়ার অভিযোগে মামলাটি করা হয়েছে।

অভিযোগে হয়েছে, ঘটনার দিন একটি মিছিলে বক্তব্য রাখছিলেন ট্রাম্প, তার ছেলে, আইনজীবী রুডি ও কংগ্রেসম্যান মো ব্রুকস। পরে সেই মিছিল থেকে ক্যাপিটলে হামলা চালানো হয়। মামলায় তাদের প্রত্যেককে আসামি করা হয়েছে। এর আগে, একই অভিযোগে আরেক ডেমোক্র্যাট কংগ্রেসম্যান ট্রাম্পের বিরুদ্ধে গত মাসে আরও একটি মামলা করেন। উল্লেখ্য, গত ৬ জানুয়ারি ট্রাম্পের সমর্থকরা ক্যাপিটল ভবনে হামলা চালায়। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জো বাইডেনের জয়ের স্বীকৃতি দেওয়ার সংসদীয় প্রক্রিয়ার মধ্যেই সেখানে তাণ্ডব চালায় ট্রাম্পের সমর্থকরা। এতে এক পুলিশসহ অন্তত পাঁচজন নিহত হন।

কবি গোরম্যান এখন সন্দেহভাজন!

(প্রথম পাতার পর)

নিরাপত্তা কর্মী হয়রানি করেছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। নিউইয়র্ক ডেইলি নিউজের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২২ বছর বয়সী অ্যামান্ডা গোরম্যান এক টুইট বার্তায় এই অভিযোগ জানিয়েছেন।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী থাকা অবস্থায় ২০১৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম জাতীয় যুব সভাকবি হন অ্যামান্ডা গোরম্যান। এর আগে তিনি মাত্র ১৬ বছর বয়সে নিজের শহর লস অ্যাঞ্জেলেসে যুব সভাকবি হন। গত ২০ জানুয়ারি জো বাইডেনের শপথ অনুষ্ঠানে কবিতা পাঠ করার পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে হু হু করে তাঁর অনুসারী বাড়তে থাকে। তাঁর কাব্যগ্রন্থ একটি, 'দ্য ওয়ান ফর হুম ফুড ইজ নট এনাফ', বেরিয়েছে ২০১৫ সালে।

গত ৫ মার্চ এক টুইট বার্তায় অ্যামান্ডা গোরম্যান বলেন, একজন নিরাপত্তারক্ষী ওই রাতে তাঁকে বাসা পর্যন্ত অনুসরণ করে হয়রানি করেছেন। তাঁকে 'সন্দেহভাজন' বলে নিরাপত্তা রক্ষীর মনে হয়েছে। নিরাপত্তা রক্ষীর ধারণা, গোরম্যান সেখানে থাকেন না। গোরম্যান বলেন, 'আমি তাঁকে আমার বাসার চাবি পর্যন্ত দেখিয়েছি। এরপর তিনি চলে গেছেন, কিন্তু তাঁর কোনো অনুশোচনা হয়নি। এটাই একজন কৃষ্ণাঙ্গ মেয়ের প্রকৃত বাস্তবতা। একদিন আপনাকে আইকন বলা হবে, আর পরের দিনই আপনি অন্যের জন্য হুমকি।'

এই টুইট বার্তার কিছুক্ষণ পর গোরম্যান আরেকটি টুইট করেন। সেখানে তিনি বলেন, 'একদিক থেকে তিনি (নিরাপত্তা রক্ষী) ঠিক। আমি আসলেই হুমকি। অবিচার, অসাম্য ও অজ্ঞতার প্রতি আমি হুমকির মতোই।'

বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধা

(প্রথম পাতার পর)

৭টায় রাজধানীর ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে তিনি এ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। সেখানে বঙ্গবন্ধুর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে কিছু সময় নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন প্রধানমন্ত্রী। এসময় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মন্ত্রিপরিষদের সদস্য ও দলের সিনিয়র নেতারা উপস্থিত ছিলেন। দলীয় সভাপতির শ্রদ্ধা জানানোর পর আওয়ামী লীগের অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান।

এদিকে, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সংগঠন ৭ মার্চ উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। দিনটি উদযাপনে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ বিস্তারিত কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

ঐতিহাসিক ৭ মার্চ ছিলো রোববার। বাঙালী জাতির স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা গৌরবের এক অনন্য দিন। ৫০ বছর আগের এ দিন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণে গর্জে উঠেছিল উত্তাল জনসমুদ্র। লাখ লাখ মানুষের গগনবিদারী স্লোগানের উদ্দামতায় বসন্তের মাতাল হাওয়ায় সেদিন পত পত করে উড়ে বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত লাল-সবুজের পতাকা। শপথের লক্ষ বজ মুষ্টি উত্থিত হয় আকাশে। ফাগুনের সূর্য তখনো মাথার উপর।

অগ্নিঝরা সেই দিনে বাংলাদেশের স্বাধীনতার মহতী কাব্যের কবি হয়ে এলেন বঙ্গবন্ধু। তার বজ্রকণ্ঠের নিনাদে বাংলার আকাশে-বাতাসে ধ্বনিত হলো স্বাধীনতার ঘোষণা।

ডেলাইট সেভিং শুরু রোববার

(প্রথম পাতার পর)

ঘড়ির কাঁটা এক ঘন্টা এগিয়ে যাবে। অর্থাৎ এদিন রোববার মধ্যরাত ২টার সময় ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে ৩টায় নিতে হবে। এতে দিন বড় বা দীর্ঘ হবে। একে অভিহিত করা হয় 'ডে লাইট সেভিং টাইম' হিসেবে। দিনের আলোর ব্যবহার কাজে লাগানোর জন্যই এই নিয়ম চালু করা হয়েছে। এই নিয়ম চলবে চলতি বছর ২০২১ এর ৭ নভেম্বর পর্যন্ত।

উল্লেখ্য, এরিজোনা, হাওয়াই, আমেরিকান সামুয়া গুয়াম, পোর্তোরিকো এবং ভার্জিন আইল্যান্ডের ঘড়ির কাঁটা একই স্থানে থাকে। প্রতি বছর যুক্তরাষ্ট্রে দুই দফা ঘড়ির কাঁটা এক ঘন্টা এগোনো ও পেছানো হয়।

বাসা ভাড়া

ওজনপার্কে ড্র স্ট্রীট, গ্লেনমোর এভিনিউ এবং পিটকিন এভিনিউর মাঝখানে তিন রুমের বাসা ভাড়া দেয়া হবে। এক ব্লকের মধ্যে মসজিদ ও স্কুল। কাছেই এ ট্রেনের গ্র্যান্ড এভিনিউ সাবওয়ে। যোগাযোগ: ৯১৭-৩৩৫-৫৭৯১ অথবা ৩৪৭-৪৫৯-৮৩২৫
মা-০৮/১৫

পাত্রী চাই

ইউএস সিটিজেন, বয়স ৫০। বর্তমানে নিউইয়র্ক সিটি ট্রানজিট-এর ষ্টেশন এজেন্ট পদে কর্মরত সু-প্রতিষ্ঠিত মুসলিম ধার্মিক পাত্রের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত সুন্দরী, ধার্মিক বিধবা বা ডিভোর্সী অথবা বন্ধ্যা বা সন্তানহীনা পাত্রী আবশ্যক। বয়স অনুর্ধ্ব ৪০ বছর। যোগাযোগ: ৬৪৬-৭০৭-৯৬১৪
মা-০৮/১৫

LOOKING

Looking for bride (preferably USA or Canada) Groom Lives in Bangladesh. Name: Iftekhar. Unmarride, Age: 37, Heightt: 5ft 8 inch, Occupation: Business (Pepsi distributor).
Contact: 347-642-2865
মা-০৮/১৫

LOOKING

Looking for groom Bride live in Bangladesh Short divorced, Age: 30, Occupation: IT department & completing MBA. Contact: 1 (347)-642-2865
মা-০৮/১৫

বেসমেন্ট ভাড়া

নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ড সিটির ৩৯-২৫ ২৪ স্ট্রীট-এ বেসমেন্টে ভাড়া হবে। ভাড়া ১৯০০ ডলার। যোগাযোগ: ৬৪৬-৫৩০-৭২৩৯
মা-০১/০৮

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ১৬০-১৯ ৮৪ ড্রাইভ-এ গর্জিয়াস দুটি বড় বেডরুম, ওয়াকিং ক্লোজেড, ম্যাসিভ লিভিংরুম, ফুল কিচেন ও ডাইনিং স্পেস, ফুল বাথরুম এবং ব্যাক এন্ট্রেন্স এর বাসা ভাড়া হবে। আলোচনা সাপেক্ষে গাড়ী পার্কিং এর ব্যবস্থা। ই/এফ ট্রেনের পার্সন্স বুলেভের্ড সাবওয়ে ১০ মিটি হাঁটা পায়ের দূরত্ব এবং ৪ মিনিটের দূরত্বে কিউ৬৫, কিউ২৫ ও কিউ৩৪ বাস স্টপেজ। যোগাযোগ: ১+৯১৭-৮২১-১০১৮ অথবা ১+৯১৭-৭৭০-২৯৬৭
মা-০১/০৮

ডুপ্লেক্স বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার হলিসের ৯৪-৩০ ১৯৯ স্ট্রীটে ৩ বেডরুম, লিভিং ও কিচেন এর ডুপ্লেক্স বাসা (বেসমন্টে) ১ মার্চ থেকে ভাড়া হবে। দুটি কার পার্কিং-এর জায়গা, ব্যাকইয়ার্ড এবং একাধিক ক্লোজেট রয়েছে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৯৬৭-৭৪৯৯
মা-০১/০৮

বাসা ভাড়া

উডসাইডের ৬৫ স্ট্রীটে এক বেডরুমের সেকেন্ড প্লোর বাসা ভাড়া হবে ১ মার্চ থেকে। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৬৫২-৯৫০০ অথবা ৭১৮-৪৭৮-৭০০০
ফে-১৫/২২

সেমি বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউ সংলগ্ন ৮৭ ড্রাইভ ও ১৩৯ স্ট্রীটে রেনোভেটেড ১ বেডরুম, বিগ লিভিংরুম ও ডাইনিং-এর সেমি বেসমেন্ট ভাড়া হবে। এফ ট্রেন সাবওয়ে ৩ মিনিটের দূরত্ব। যোগাযোগ: ৬৪৬-৫২৫-৭৩১৫
ফে-১৫/২২

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না, আমরাই জীবনকে জটিল বানাই। আপনার বর্তমান জীবন যাত্রা যাই হোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। যোগাযোগ: ৭১৮-৫২৪-৯৭৭৭
e-mail: everlybrown@yahoo.com
ফে-১৫/২

বাসা ভাড়া

ওজনপার্কে এ এবং জে ট্রেন সাবওয়ের সন্নিকটে ৯১ এভিনিউ ও ৭৬ স্ট্রীটের কর্ণারে মনোরম পরিবেশে তিন বেডরুমের একটি বাসা ১ মার্চ থেকে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: ৭১৮-২২৩-৩২২৩ অথবা ৬৪৬-২৬৬-২৬০৯
জা-২৫/ফে-০১

বাসা ভাড়া

সম্পূর্ণ রেনুভেটেড ২ বেডরুম, লিভিং, কিচেন, ডাইনিং এবং এক বাথরুম-এর বাসা ভাড়া হবে। কুইন্স বাউন্ড এ ট্রেন গ্র্যান্ড এভিনিউ এবং ৭ ও ৮ বিকিউ বাস স্টপেজ, পিএস ২১৪ আর গ্রোসারী স্টোর কাছাকাছি। ভাড়া ১৮০০ ডলার (গ্যাসবিল সহ)। যোগাযোগ: মজুমদার। ফোন: ৬৪৬-৪৩১-৬০৭১
জা-২৫/ফে-০১

বেসমেন্ট ভাড়া

কুইন্সের ৩৯-২৫ ২৪স্ট্রীট এলআইসি-তে বেসমেন্ট ভাড়া হবে। ভাড়া ১৯০০ ডলার। যোগাযোগ: ৬৪৬-৫৩০-৭২৩৯
জা-১৮/২৫

রেষ্টুরেন্ট সেল

জ্যামাইকার ১৬৮-১৮ জ্যামাইকা এভিনিউর খুব ব্যস্ত এলাকায় ফুললি ইকুইপড টার্ন কি ওপারেশন রেষ্টুরেন্ট বিক্রি করা হবে। যোগাযোগ: ৫১৬-৫২৬-৪৩৩৬
জা-১৮/২৫

রুম ভাড়া

এস্টোরিয়ার ৩৫ এভিনিউতে ২ বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্টর একটি রুম সিঙ্গেল ফ্যামিলি অথবা ওয়ান ফিমেলের কাছে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৮৯৮-৮৩৮৩
জা-১৮-২৫

বেসমেন্ট ভাড়া

নিউইয়র্কের ১১২ স্ট্রীট ও ৯৫ এভিনিউ, রিচমন্ড হীলে নতুন কাজ করা ২ বেডরুম, ১ বাথরুম-এর বেসমেন্ট ভাড়া হবে। সাবওয়ে এ, জে ট্রেন এবং কিউ৮ কিউ২৪ ও কিউ৩৭ বাস, মসজিদ কাছে। যোগাযোগ: ১ (৭১৮)-২৯৬-০৩০৬
জা-১১/১৮/২৫

রুম ভাড়া

সুন্দর, ভালো পরিবেশে কর্মজীবি স্বামী/স্ত্রী বা একা প্রয়োজনে ফার্নিচারসহ বড় স্টুডিও রুম (রুমের এক পাশে কিচেন, বাথরুম, ফ্রীজ ও ইন্টারনেট সুবিধাসহ) ভাড়া দেয়া হবে। সি ট্রেনে শেফার্ড এভিনিউর পাশে ৪৩০ এসেক্স ষ্ট্রীট, ব্রুকলীন। যোগাযোগ করুন বা মেসেজ রাখুন। ফোন: ৬৩১-২৩০-০২৩০ অথবা ৭১৮-৩৪৮-৮৪২২
জা-১১/১৮

আবশ্যক

একটি পোলট্রি ফর্মে পার্ট টাইম কাজ করার জন্য পুরুষ অথবা নারী কর্মী আবশ্যক।
যোগাযোগ: ৭১৮-৮২০-২৪৩৪
ফে-০৮/১৫

বাসা ভাড়া

১৯৬ স্ট্রীট ও ৮৯ এভিনিউর জ্যামাইকা হলিসে হিলসাইড এভিনিউর পাশে বেসমেন্টে এক বেডরুমের সঙ্গে লিভিং, কিচেনসহ একটি বাসা ভাড়া হবে।
যোগাযোগঃ ৯১৭-৪১২-৭৭৩৯

বাসা ভাড়া

ব্রুকলীনের ডাহিল রোডে (এভিনিউ সি এবং চার্চ এভিনিউর মাঝে) লিভিং, কিচেন ও বাথরুমসহ ২ বেডরুমের সেমি বেসমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৬৪৬-৩২২-৪০৭১ অথবা ৩৪৭-৭২২-৪১০৯
ফে-২২/মা-০১

বাসা ভাড়া

আগামী ১ মার্চ থেকে জ্যামাইকার ১৭২ স্ট্রীট এবং ৯৩ এভিনিউর উপরে তিন বেড, দুই ফুল বাথ, ব্যাকইয়ার্ডে যাতায়াতের সুবিধা সহ বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৮২২-৯০৫২
ফে-২২/মা-০১

বাসা ভাড়া

জ্যাইকার ১৫৩-১১ ১০৭ এভিনিউতে (ই ট্রেন সাবওয়ের কাছে) বিশাল ফাস্ট ফ্লোর, ২ বেডরুম, ২ বাথরুম, কিচেন/ডাইনিং, লিভিং রুম-এর বাসা অতিসত্তর ভাড়া হবে। ভাড়া ১৯৫০ ডলার। যোগাযোগ: সুলতান আহমেদ। ফোন: ৭১৮-৬৮৫-৪৮৬১ অথবা নাহিদা বেগম, **ফোন: ৩৪১-৬২৪-৮৮০০**
জা-০৪/১১

লিভ ইন ন্যানী আবশ্যক

নিউজার্সীতে স্বামী-স্ত্রীর সঙ্গে আড়াই বছরের এক ছেলে ও এক শিশু বাচ্চাকে দেখাশোনার জন্য লিভ ইন ন্যানী আবশ্যক জানুয়ারি মানস থেকে। বাসায় থেকে কাজ করতে হবে। বেতন আলোচনা সাপেক্ষে।
যোগাযোগঃ ৪০৪-৫৩৬-২১৯৪
৪০৪-৫৩৮-৪৮৭৫

HELP ANTED

Need Office Assistant/Secretary Real Estate office, Queens, New York. English/Computer must. Contact: 917-523-4451. Email: MKSKARN@gmail.com
N-16/23

রুমমেট আবশ্যক

জ্যামাইকার হাইল্যান্ড এভিনিউ এর উপরে E and F ট্রেন সাবওয়ের খুব কাছে তিন বেডরুমের একটি বাসার দুই বেডরুম আলাদা বাথরুম সহ ভাড়া হবে জানুয়ারী ২০২১ সাল থেকে। ভাড়া আলোচোনা সাপেক্ষ্য।
যোগাযোগঃ ৭১৮-২০০-৮৮০০.
ন-১৬/২৩

হেল্প ওয়ান্টেড

একটি হিন্দু পরিবারের সাহায্যকারী প্রয়োজন। সাহায্যকারীকে পরিবারের সাথে পরিবারের সদস্যের মতো থাকতে হবে। থাকা, খাওয়া ফ্রি এবং অতিরিক্ত মাসিক বেতন ৫০০ ডলার দেয়া হবে। আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন।
যোগাযোগ: ৯১৭-৪৩৬-৬১৬৮
ন-০৯

বিজ্ঞপ্তি

জ্যাকসন হাইটস ইসলামিক সেন্টার ও মসজিদের এডভাইজারী বোর্ডের একটি চেয়ারম্যানও ৮টি সদস্যপদ পুরণের লক্ষ্যে ধার্মিক, শিক্ষিত ও রিসোসফুল ব্যক্তিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে। অবৈতনিক এই পদগুলো তাদের জন্য যারা মসজিদ ও আল্লাহর জন্য নি:স্বার্থভাবে কাজে আগ্রহী। যোগাযোগ: ৯১৭-৭২২-১৪০৫ অথবা ৬৪৬-৬৮৪-৮৭৬২
ফে-১৫/২২

পাত্রী চাই

আমেরিকায় বসবাসরত ও প্রতিষ্ঠিত সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের সন্তান, ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি, সুদর্শন, এমবিএ ডিগ্রীধারী পাত্রের জন্য পাত্রী চাই।
যোগাযোগ: ৯২৯-৫৩০-৫২৯৩।
ই-মেইল: 3800rahman@gmail.com

মালটি ফ্যামিলি হাউজ বিক্রি



নিউইয়র্কের বাফেলোতে ফুল রেনোভেটেড মালটি ফ্যামিলি হাউজ বিক্রির জন্য তৈরী। সিরিয়াস আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন। **ফোন: ৬৪৬-৩২৭-৬৮৮৯**
ন-৩০/ডি-০৭/১৪

গ্যাস ষ্টেশনে আবশ্যক

জর্জিয়ার ছোট শহর সাইলোর একটি গ্যাস ষ্টেশনে কাজ করার জন্য একজন কর্মী প্রয়োজন। প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা দেয়া হবে। যোগাযোগ: ফয়জুল কবির। ফোন: ৭০৬-৯৭৭-৯১০৬
ফে-০১/০৮

ড্রাইভিং

লারনার পারমিট, রোড টেষ্ট এবং টিএলসি পরীক্ষার জন্য নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান আর এন্ড আর ড্রাইভিং স্কুল।
যোগাযোগ:
৩৪৭-৮৩৬-১২৭৯

সন্ধান চাই



ব্রঙ্কসের এলিস এভিনিউতে বসবাসকারী তাহের আহমেদের (৬৭) খোঁজ পাচ্ছেন না তার স্বজনরা। তিনি স্টারলিং এলাকায় বই বিক্রি করতেন। গত ২৫ ফেব্রুয়ারী বিকালে তাকে এম্বুলেন্সে উঠিয়ে নিতে দেখেছেন বলে একজন প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছেন। **কেউ তার সন্ধান পেলে সবুজ (পসরা গ্রোসারী) ৭১৮ ৮২৮ ৮৪১৮ অথবা ৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯ (হাবিব)** এই নাম্বারে জানাতে অনুরোধ জানানো হয়েছে। মা-০৮/১৫

بسم الله الرحمن الرحيم

পাত্র চাই

New York- এ পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস করেন। (U.S.A. Citizen) পাত্রী Bachelor in Biomedical Engineer, From City College, CUNY, and Master in Biomedical Engineer, From Penn Univercity, Philadelphia বর্তমানে পেশাগত কাজে কর্মরত। পাত্রীর জন্য ৩২+ বয়সের যোগ্য পাত্র যোগাযোগ করুন।
Mobile Tel. No 646-591-4696
Res: 718-931-2509
e-mail: moondhs@gmail.com

রুম ভাড়া

জ্যামাইকা এষ্টেট, এফ ট্রেন সাবওয়ের লাস্ট স্টপ সংলগ্ন অত্যন্ত মনোরম পরিবেশে তিন তলার ৩ বেডরুম, ২ বাথরুমের বড় এপার্টমেন্টে পরিবারের সাথে থাকার জন্য একজন ব্যাচেলার অথবা স্বামী-স্ত্রী'র কাছে ফার্নিসড রুম ভাড়া হবে। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে।
যোগাযোগ: ৩৪৭-৮৫৮-৪২৯০ অথবা ৯১৭-৩০০-৫০০৪

বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!
শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার
Bangladesh Center Inc
ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২

সিকিউরিটি ক্যামেরা

আপনার বাসা, অফিস বা কর্মস্থল সিকিউরিটি ক্যামেরা লাগিয়ে নিরাপদ করুন।
ঘরে-বাইরে, কাছে-দূরে যেখানেই থাকুন আপনার সম্পদ ফোনের পর্দায় দেখুন।
আমরা সবচেয়ে কম খরচে অল্প সময়ে সিকিরিটি ক্যামেরা লাগাই। আজই যোগাযোগ করুন।
ফোন : 917-455-5308
ইমেইল: techlifeusa@gmail.com
Tech Life USA : 179-51 Hillside AV, Jamaica, NY-11432

কাজী অফিস

(সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত)

কাজী মোঃ বেলাল হোসেন
ইউএস এয়ারফোর্সের অধীনে কুয়েতস্থ আমেরিকান এ্যাম্বাসির প্রাক্তন দোভাষী অফিসার
বর্তমান ইমাম : বাইতুন নূর মসজিদ, ওজপনপার্ক।
ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী বিবাহ পড়ানো এবং নিউইয়র্ক সিটির ল' মোতাবেক ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও মুসলিম কাবিননামা প্রদান করা হয়। ইংরেজী, আরবী এবং বাংলায় বিবাহ অনুষ্ঠান পরিচালনা করা হয়। সপ্তাহে ৭ দিন খোলা। নিউইয়র্ক সিটির প্রতিটি এলাকায় সেবা প্রদান করা হয়।
যোগাযোগ: 201-839-7579
৮৮-১৯ লিবার্টি এভিনিউ, ওজনপার্ক, নিউইয়র্ক-১১৪১৭

তা হবে আর একটা বাজে দৃষ্টান্ত

(২৬ পাতার পর)

সেনাবাহিনীর এই মেজরকে তখন কেউ চিনতো না। যদি জিয়াউর রহমান না হয়ে সেদিন এমএ হান্নান বা ক্যাপ্টেন রফিকও বেতার কেন্দ্রে গিয়ে ওই ঘোষণা দিতেন মানুষ তাতেও উজ্জীবিত হতো। ঘটনাচক্রে জিয়াউর রহমান সেদিন এই দায়িত্ব পালন করেছিলেন। আমাদের কাছে কোন মেজর বা জিয়াউর রহমান বিষয় ছিল না, আমরা একটি কণ্ঠে আপ্লুত হয়েছিলাম। সাহস ফিরে পেয়েছিলাম। আবার আশায় বুক বেঁধেছিলাম। এটা তো একটা ঐতিহাসিক ঘটনা। আমি তার স্বাক্ষী। রাজনৈতিক ভিন্নমত বা অন্য যে কোন কারণে এই সত্য কি অস্বীকার করা যায়!

সেদিন রেডিওতে এই ঘোষণাটি দেওয়ার জন্য জিয়াউর রহমান একটি স্বীকৃতি পেতেই পারেন। স্মরণে থাকতেই পারেন। তবে জীবদ্দশায় তাকে এই ঘটনা নিয়ে কখনও ফুটানি বা হামবড়াভাব প্রকাশ করতে দেখিনি। আমি ইতিহাসকে পাশ কাটিয়ে যেতে পারবো না। যেহেতু নিজে এই বিষয় নিয়ে বিবাদমান দু'টি রাজনৈতিক দলের কোনটির সাথে সম্পৃক্ত নই বা কারও তোষামোদি চাটুকারিতা করে আখের গোছানোর ফিকিরে নাই আমি সত্যটাই বলি। ইতিহাসে যার যা ভূমিকা তা স্বীকার করতে আমি কুণ্ঠিত নই।

আগেই বলেছি স্বাধীনতার পর জিয়াউর রহমান অনেকটাই পেছনে থাকলেও আবার লাইমলাইটে আসেন '৭৫এর নভেম্বরে। ক্যু পাল্টা-ক্যু জেলহত্যা গনবাহিনী বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা- সব পর্ব শেষে ক্ষমতায় পাকাপোক্ত হয়ে বসার পর শুরু হয় তার আর এক জীবন। শাষকের জীবন। তার শাসনকাল নিয়ে নানা আলোচনা-সমালোচনা আছে। তার পক্ষের লোকেরা বলবেন তিনি যা করেছেন সবটাই ভাল করেছেন, বিপক্ষরা বলবেন উল্টোটা। সব ভাল, সব মন্দ নিয়ে কোন শাসনকাল হয় না। সব শাসনকালেই ভাল এবং মন্দ- দু'টো দিকই থাকে। ভাল'র জন্য কোন জাস্টিফিকেশন লাগে না। মন্দকে জাস্টিফাই করার জন্য শাষকদের কাছে অনেক যুক্তি থাকে। দরকার হচ্ছে নিরপেক্ষ দৃস্টিকোন থেকে তার ভাল এবং মন্দ কাজগুলোর মূল্যায়ন।

জিয়াউর রহমানের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অভিযোগ- তিনি অত্যন্ত ক্রুর এবং নিষ্ঠুর প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। ত্রাতা কর্ণেল তাহেরসহ সেনাবাহিনীর হাজার হাজার সদস্যকে হত্যা করেছেন। এ ব্যাপারে তার পক্ষের লোকেরা কখনও মুখ খোলেন না। তবে কেউ কেউ বলার চেষ্টা করেন সেনাবাহিনীতে শৃংখলা ফিরিয়ে আনার জন্য এগুলো দরকার ছিল, জিয়া না হয়ে অন্য যে কেউই দায়িত্বে থাকতেন একই কাজ করতেন। জিয়াউর রহমান রাজনীতিতে একদলীয় বাকশাল ব্যবস্থার বিলোপ ঘটিয়ে বহুদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করেছিলেন। বিচারপতিদেরকে প্রেসিডেন্টের পকেট থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। অবশ্য বাকশাল এবং কুখ্যাত রক্ষীবাহিনী বাতিল করেছিলেন খোন্দকার মোশতাক, বঙ্গবন্ধুর লাশ মাড়িয়ে সরকার প্রধান হিসেবে গদীনশীন হবার পরপরই। জিয়া চাইলে বঙ্গবন্ধুর করা এই বাকশাল ব্যবস্থাটা রেখে দিয়ে নিজে বাকশালের চেয়ারম্যান এবং আজীবন প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিজেকে ঘোষণা করতে পারতেন। এটা করলে তখন তাকে বাধা দেওয়ার কেউ ছিল না। কিন্তু তা তিনি করেন নি। জিয়া রাজনীতি চালু করার পর অবলুপ্ত আওয়ামী লীগকে পুনরুজ্জীবিত করে স্বনামে রাজনীতি করার লাইসেন্স দিয়েছেন। শুধু তাই না, ৭৯'এর সংসদে এই দলের ৩৯জনকে এমপি করে এনেছিলেন। অন্যান্য অনেক দল থাকলেও তিনি আওয়ামী লীগকে প্রধান বিরোধী দল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এসব কারনে আমার কখনও মনে হয় নাই জিয়া আওয়ামী লীগকে ধ্বংস করতে চেয়েছেন। '৮১র কাউন্সিলে যখন শেখ হাসিনাকে সভানেত্রী নির্বাচিত করা হলো তিনি তাতে বাধ সাধেননি। শেখ হাসিনাকে দেশে ফিরে এসে রাজনীতি করার সুযোগ দিয়েছেন। জীবদ্দশায় বঙ্গবন্ধুর নামে কোন কটুকাব্য করেছেন এমনও শোনা যায়নি। বরঞ্চ শুনেছি কেবিনেট মিটিংয়ে কোন সদস্য চাটুকারিতার পরাকাষ্ঠা দেখাতে গিয়ে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে ব্যঙ্গবিদ্রুপ করলে তিনি তাকে থামিয়ে দিয়েছেন। সেই মন্ত্রীকে ভৎর্সনা করেছেন। জিয়ার সবচেয়ে বড় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল ব্যক্তিজীবনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সৎ, ন্যায়নিষ্ঠ। অনিয়ম, আর্থিক দুর্নীতি বা স্বজনপ্রীতিকে কখনও প্রশয় দেননি।

আবার পাশাপাশি দেখা যায় জাতীয় ঐক্যের নামে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতায় বিরোধীদেরকে পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন, রাজনীতিতে পুনর্বাসিত করেছেন। এমপি বানিয়েছেন, মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী বানিয়ে তাদের গাড়ীতে বাংলাদেশের পতাকা তুলে দিয়েছেন। এই কাজটা তিনি কেন করেছিলেন আমি তার কোন জাস্টিফিকেশন খুঁজে পাই না। শুধু তাই না, অরাজনৈতিক ব্যক্তি, পেশাজীবি, আমলা-কামলা টুকিয়ে এনে রাজনীতিবিদ বানিয়েছেন। ডিজিএফআইকে রাজনীতির নিয়ন্তা বানিয়ে দিয়েছেন। বলেছিলেন 'আই শ্যাল মেক পলিটিক্স ডিফিকাল্ট ফর পলিটিশিয়ানস'। পরবর্তী সকল শাসক এই ধারাবাকিতা অব্যাহত রেখে ব্যবসায়ী-টাউট-বাটপার, মতলববাজ, ধান্ধাবাজদেরকে রাজনীতিতে টেনে এনেছেন। কালেক্রমে রাজনীতি থেকে রাজনীতিবিদরা হয়েছেন বিতাড়িত, রাজনীতি চলে গেছে তঙ্করদের কব্জায়। আবার জিয়াউর রহমানই বাংলাদেশ নামের ভুখন্ডে বসবাসকারি জনগোষ্ঠীর জাতীয় পরিচয় সুনির্দিষ্ট করে দিয়ে গেছেন, এটাও বাস্তবতা। সে জন্যই বলছিলাম, সব ভাল সব মন্দ নিয়ে কোন শাসনকাল হয় না। সব শাসন কালেরই ভাল এবং মন্দ- দু'টো দিক থাকে। জিয়াউর রহমানও দোষে-গুণে একজন মানুষ ছিলেন। তিনি আজ নেই। রয়ে গেছে তাঁর কীর্তি। এমনই এক কীর্তির স্বীকৃতি হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধে অবদান রাখার জন্য খেতাব।

তিরিশ বছর আগে তথাকথিত গণতন্ত্রের আতুরঘরে যে প্রতিহিংসা ক্রুরতা স্বেচ্ছাচারিতা, দাম্ভিকতার রাজনীতির পয়দা হয়েছিল, আশা করেছিলাম দিনে দিনে তার পরিসমাপ্তি ঘটবে। রাজনীতিকরা সভ্য হয়ে উঠবেন। হীনমন্যতা সংকীর্ণমনা প্রতিহিংসাপরায়নতার পরিবর্তে শ্রদ্ধা-সম্মান, স্বীকৃতি-সহনশীলতার সংস্কৃতি আমাদের রাজনীতিকে সমৃদ্ধ করবে। তেমনটা হয়নি। হঠাৎ, কথা নাই, বার্তা নাই এই পদক বাতিলের উদ্যোগ এখন সেই কথাই মনে করিয়ে দিচ্ছে। আমি জানিনা শেষ পর্যন্ত কি সিদ্ধান্ত হবে, তবে তেমনটা যদি আসলেই ঘটে- নির্দ্বিধায় বলা যায় তা হবে আর একটা বাজে দৃষ্টান্ত। মৃত্যুর এত বছর পর বিনা বিচারে শুধুমাত্র সন্দেহ বা অভিযোগের ভিত্তিতে যদি জিয়াউর রহমানের পদক-খেতাব বাতিল করা হয়- এর কোন জাস্টিফিকেশন খুঁজে পাওয়া যাবে না। সে জন্যই মনে করা হয় এটি হবে একটি প্রতিহিংসামূলক পদক্ষেপ। আজ যদি এটি একটি দৃষ্টান্ত হয়ে যায়, ভবিষ্যতেও তা অন্য কারও ক্ষেত্রে উদাহরণ হয়ে থাকবে।

আমরা চাই, রাজনীতি থেকে চিরতরে হিংসা বিদ্বেষ দুর হোক।

যে প্রক্রিয়ায় বাড়ি বিক্রেতা প্রতারিত

(শেষের পাতার পর)

সবচেয়ে দক্ষ হতে পারেন-তারা জানেন, আপনার জন্য কিভাবে কাজ করলে সহজেই আপনার বাড়িটে বিক্রি হয়ে যাবে। এ দলনের রিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দেওয়া সত্যিই স্মার্ট কাজ।

কিন্তু সত্যিকার বাজে এজেন্ট তরাই যারা বাড়ি বিক্রেতাকে অনেক বড় বড় কথা বলবেন, কিন্তু কাজের সময় তারা তাদের কথাকে কাজে পরিণত করতে পারেন না। এই ধরনের রিয়েল এস্টেট এজেন্ট সাধারণত যেসব কথা বলে থাকেন তা নিম্নরূপ:

যোগাযোগ কম: আপনি আশা করেন যে আপনার এজেন্ট আপনার বাড়ি বিক্রির কাজে ব্যস্ত থাকবেন। তার অর্থ হচ্ছে, সে অনেক সময় তার এই ব্যস্ততার জন্য হয়ত আপনার ফোন ধরতে পারবেন না। কিন্তু একজন বাজে রিয়েল এস্টেট এজেন্ট ভদ্রতার খাতিওে হয়ত আপনাকে কল ব্যক করবেন কিন্তু আপনার জন্য যে সসব বিষয় গুরুত্বপূর্ণ তা হয়ত আপনাকে বলতে ভুলে যাবেন, এবং সত্যিকার অর্থেই তারা গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগে ব্যর্থ।

আপনাকে বারবার আশ্বাস দেবে কিন্তু সে আশ্বাস কাজে পরিণত করতে পারবে না: এটা ঘটতে পারে আপনার বাড়ির লিস্টিং অথবা বিক্রির চুক্তি সাক্ষরের ক্ষেত্রে। একজন রিয়েল এস্টেট এজেন্ট আপনাকে সহজেই আপনার বাড়িটি বিক্রে করে দেওয়ার আশ্বাস দেবে। এজন্য তিনি ওয়েবসাইট, স্যোসাল মিডিয়া, ভিডিও ট্যুরস, প্রফেশনাল ফটোগ্রাফি-ইত্যাদিও মাধ্যমে বাড়িটি বাজারজাত করার উদ্যোগের কথা বলবেন। কিন্তু দেখা যাবে তিনি যেসব উদ্যোগ নেওয়ার কথা বলেছিলেন তার খুব কমই করতে পেরেছেন।

উদ্ভট ফটোগ্রাফি ও ভিডিও: ইদানিং ক্রেতারা বাড়ি ক্রয় করার কাজটি শুরু করেন, বাড়ির ছবি বা ভিডিও দেখে। ফলে বিক্রিত বাড়ির ছবি বা ভিডিও-এর ক্ষেত্রে প্রফেশনাল ছোঁয়া না থাকলে ক্রেতা আকর্ষন করা কঠিন। কিন্ত্র বাড়ি বিক্রেতার এজেন্ট হয়ত বলবেন যে তিনি এক্ষেত্রে সেরা কাজটি করবেন কিন্তু দেখা গেল তিনি যে ছবি ও ভিডিও দিয়েছেন তা কোন মতে করা হয়েছে এবং দায় সারা গোছের।

আপনার বাড়িটি যে বাজাওে বিক্রি হবে সে বাজার সম্পর্কে অজ্ঞ: আপনি অবশ্যয় চাইবেন আপনার বাড়িটি যে এলাকার আপনার এজেন্ট সে এলাকায় বাড়ি বিক্রি সম্পর্কে অভিজ্ঞ হবেন।

উপরোক্ত বিষয়সমূহে একজন ভাল রিয়েল এস্টেট এজেন্ট ভাল হলে সে হবে আপনার বাড়ির জন্য প্রকৃত এজেন্ট। আপনি যখন আপনার বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নেবেন, আপনি ভাল কওে জেনে নিন আপনি যে এজেন্ট নিয়োগ দিচ্ছেন ওপওে উল্লেখিত বিষয়গুলোতে আপনার এজেন্টের যোগ্যতা কেমন। এ বিষয়ে আপনি একটি চেক লিস্ট করতে পারেন এবং তার ভিত্তিতে আপনার জন্য যোগ্য এজেন্ট নিয়োগ দিন।

এ বিষয়গুলোতে চিন্তা কওে আপনি নিশ্চিত হন যে আপনি এমন কোন রিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দিচ্ছেন না যিনি আপনার স্বার্থ দেখার চেয়ে তার ওয়ালেট ভারী করার কাজে বেশী মনোযোগী।

কি করবেন? যখন আপনি বাড়ি বিক্রি করবেন তখন একজন ভাল রিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দেওয়া আপনার সফলতার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনার উচিত হবে এমন একজনের প্রতি নজর দেওয়া যে আপনার বাড়ি বিক্রির সকল পর্যায়ে আপনার সাথেই থাকবেন এবং আপনার স্বার্থ দেখবেন। রিয়েল এস্টেট বাজারে ভাল যোগাযোগ আছে একই সাথে আপনার সাথে ভালভাবে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারে তেমন রিয়েল এস্টেট এজেন্ট বাড়ি বিক্রির জন্য (বাকি অংশ ৪৭ পাতায়)

টেনেসিতে জরুরী লোক আবশ্যক

টেনেসির ম্যাম্পীস শহরে বাঙালী মালিকানাধীন গ্যাস ষ্টেশনে জরুরী ভিত্তিতে লোক আবশ্যক। প্রয়োজনে কাজ শেখানো হবে।

যোগাযোগ: মাসুদ হাসান তুর্ন।

ফোন: ৪০৪-৭১৭-৩২৫৫

ডি-১৪/২১

হাউজ কিপিং জব করতে চাই

হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।

ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯

৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

Room for Rent

An empty beautiful furnished room with 59" tv mounted on the wall, dresser with mirror, wooden Almirah - including gas & electricity for rent as of 1st October/20; beginning, middle or end of the coming month; it's on second floor of a private three floor building on the Steinway Street in between 28-25th Avenue, right in front of Fatima Pediatric Medical Care & almost next to the Dominos Pizza. Monthly rent is **$800/00** with one month's advance security money — NO NEGOTIATIONS. If interested — Please call :

516-603-5223 or on land phone: **718-545-0706**

ask for ***Khokan, Anwaruddin.***

ফুলটাইম মহিলা নেনী

কর্মজীবি মা ফুলটাইম মহিলা নেনী/বেবীসিটার খুঁজছেন। নিউইয়র্কের ফ্লাশিং (কুইন্স) এলাকায় বেবির বাড়িতে বেতন-সহ থাকার সুন্দর ব্যবস্থা আছে।

বিস্তারিত তথ্য বা সাক্ষাৎকারের জন্য কল্/টেক্সট:

347-766-6412

দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?

বাফেলোতে বাড়ি কেনা-বেচায়



নতুন প্রজন্মের বিশ্বস্ত লাইসেন্সড সেলস পার্সন

রাফি সাফওয়ান

ঝামেলামুক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে

সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বে যোগাযোগ করুন :

267-992-3201

Park Realty

of Western New York

155 Summer St
Buffalo, NY 14222

মুসলিম কাজী অফিস

Imam & Khatib

Bangla Bazar Jame Masjid

1351 Odell St, Bronx, NY 10462

ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।



Quazi Moulana Abul Kashem Eahea

Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh

Marriage Registrar New York State

(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)

Tel: 347-208-9055

Email:abuleahea@gmail.com

মুসলিম কাজী অফিস



নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিস্ট্রিকৃত

কাজী মাওলানা ওবায়দুল হক

ইমাম ও খতিব পার্কচেষ্টার ইসলামিক সেন্টার

ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী বিবাহ পড়ানো এবং নিউইয়র্ক সিটির ল মোতাবেক ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও মুসলিম কাবিননামা প্রদান করা হয়। সপ্তাহে ৭ দিন খোলা।

পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন ৩৪৭-৩২০-৭২১৮

13-75 Virginia Avenue, Bronx, New York 10462

MATRIMONIAL SERVICE

কাজী অফিস (NYC Registered)

GET MARRIED ISLAMIC WAY BY

KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR

IMAM & KHATUB

MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.

70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444

বাড়িতে থেকেই পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য সেবা দিন
বছরে আয় করুন সর্বোচ্চ $50,000

Hiring HHA & PCA

আমরা দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশী কম্যুনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি।

প্রশিক্ষণ ক্লাসের জন্য যোগাযোগ করুন

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে



HouseCalls HOME CARE
Being home never felt better

718-731-9750

আমাদের অফিসে রয়েছে বাংলাদেশী স্টাফ

আপনাদের সুবিধার্থে চারটি অফিস

Jackson Heights:
72-16 Roosevelt Ave, NY 11372



Bronx:
1878 Cross Bronx Expwy, NY 10472



Jamaica:
90-50 Sutphin Blvd, NY 11435



Brooklyn:
2440 Fulton Street, NY 11233



বাংলাদেশী কম্যুনিটিতে একমাত্র 'লাইসেন্সধারী' হোম কেয়ার এজেন্সি

বাংলা পত্রিকা
প্রান্তিক পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika

এইচ টি ইমামের ইন্তেকাল



ঢাকা ডেস্ক: গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা এইচ টি ইমাম আর নেই (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। বুধবার (৩ মার্চ) দিনগত রাত সোয়া ১টায় ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ) চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার তিনি শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। তিনি বার্ধক্যজনিত নানা রোগে ভুগছিলেন। আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক ও প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী ব্যারিষ্টার বিপ্লব বড়ুয়া দলের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য এইচ টি ইমামের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছেন। বুধবার দিনগত রাত ১টা ২৩ মিনিটে নিজের (বাকি অংশ ৪৭ পাতায়)

মিশিগানে আল জাজিরার বিরুদ্ধে ৫০০ মিলিয়ন ডলারের ক্ষতিপূরণ মামলা



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: কাতারভিত্তিক চ্যানেল 'আল জাজিরা' টেলিভিশনের বিরুদ্ধে ৫০০ মিলিয়ন ডলারের ক্ষতিপূরণ চেয়ে মিশিগান রাজ্যের ফেডারেল কোর্টে একটি মামলা দায়ের করেছে যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদ। গত ১ ফেব্রুয়ারী 'অল দ্য প্রাইম মিনিস্টারস মেন' শিরোনামে একটি তথ্যচিত্র প্রচারে দেশ ও বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হওয়ায় ৫০০ মিলিয়ন ডলারের ক্ষতিপূরণ দাবি করে যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান অঙ্গরাজ্যের আদালতে একটি মামলা দায়ের করেছেন যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদ। মামলায় আল জাজিরা টিভি কর্তৃপক্ষসহ পাঁচজনকে আসামি করা হয়েছে। আলজাজিরায় সম্প্রচারিত 'অল দ্য প্রাইম মিনিস্টারস মেন'-এর ভিডিও অবিলম্বে ফেসবুক ও ইউটিউব থেকে প্রত্যাহার করারও আবেদন জানানো হয়েছে। মামলায় আল জাজিরা (ইংলিশ), আল জাজিরা মিডিয়া নেটওয়ার্ক, ডেভিড বার্গম্যান, কনক সরোয়ার, ইলিয়াস হোসেনসহ কজনকে বিবাদী করা হয়েছে। এরই মধ্যে মামলাটি শুনানির জন্যে গৃহীত হয়েছে বলে যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদের পক্ষ থেকে এক সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়েছে। এই মামলার ৫ জন বাদীরা হলেন- রাব্বী আলম, শেরে আলম, রিজভী আলম, বঙ্গবন্ধু পরিষদ এবং বঙ্গবন্ধু কমিশন্স নামের সংগঠন।

নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের একটি পার্টি সেন্টারে গত ১ মার্চ সোমবার সন্ধ্যায় আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে উপরোক্ত তথ্য জানানো হয়। এতে বক্তব্য রাখেন পরিষদের সভাপতি ড. রাব্বী আলম, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মো. মাঈন উদ্দিনসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

সংবাদ সম্মেলনে ড. রাব্বী আলম বলেন, অনেকদিন ধরেই আল জাজিরা অপসাংবাদিকতা করে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে নেতিবাচক প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে। সম্প্রতি এই গণমাধ্যমটি মিথ্যা, তথ্যপ্রমাণহীন নিম্নমানের একটি প্রতিবেদন সম্প্রচার করেছে, যা কিনা তাদের রাজনৈতিক ভাষ্যকার ডেভিড বার্গম্যানের রাজনৈতিক পক্ষপাতের প্রতিফলন। তিনি বলেন, আল জাজিরা বাংলাদেশ রাষ্ট্র ও সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও মিথ্যা সংবাদ সম্প্রচার করে আসছে। আমরা কেবল তা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যানই করছি না, আইনি উপায়ে তার মোকাবেলা করার ঘোষণা দিচ্ছি।

ড. রাব্বী আলম গণমাধ্যমকে জানান, সম্প্রতি মিশিগানের ফেডারেল কোর্টে মামলাটি করা হয়। গত ২২ ফেব্রুয়ারী কোর্ট মামলাটিকে ডকেটে তুলেছে। এর ফলে এ নিয়ে শুনানীসহ পরবর্তী অগ্রগতির আশা প্রকাশ করে তিনি বলেন, এই মামলার মধ্য দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত আল জাজিরার কার্যালয়কে জবাবদিহিতার আওতায় আনতে চাই। তিনি বলেন, ফেসবুক ও ইউটিউবসহ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আল জাজিরাকে বয়কট ও বাংলাদেশের যে সম্মানহানী হয়েছে, তার ক্ষতিপূরণ আদায় করাও এই মামলার উদ্দেশ্য।

সংবাদ সম্মেলনে পঠিত লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, আল জাজিরার প্রতিবেদনে তথ্যের উৎস হিসেবে যাদের বক্তব্য প্রচার করা হয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে তারা বাংলাদেশের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। কেবল তাই নয়, অনেকদিন ধরে আল জাজিরা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী শক্তির হয়ে কাজ করছে। এ কারণে আল জাজিরা কর্তৃপক্ষকে বাংলাদেশের কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিৎ। এতে সঠিক তথ্যনির্ভর সংবাদ পরিবেশন করার আহবান জানানো হয়।

নিউইয়র্কের লেখক-সাংবাদিক ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের যৌথ বিবৃতি

লেখক মুশতাক আহমদ হত্যার বিচার দাবি

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: প্রবাসে বসবাসকারী বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত লেখক, সাংবাদিক, শিল্পী, কবি, সাহিত্যিক, রাজনীতিবীদ, সমাজকর্মী বাংলাদেশে তথ্য প্রযুক্তি ডিজিটেল আইনে গ্রেফতার, অত্যাচার-নির্যাতন এবং ক্ষেত্র বিশেষে হত্যার অভিযোগ উঠায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। এক এক যৌথ বিবৃতিতে তারা বলেছেন, সরকার আইন করবে জনগণের স্বার্থে, সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা নিশ্চিত করার প্রয়োজনে। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি সরকার ডিজিটেল আইন সহ এমন কিছু আইন করেছে, তার অপপ্রয়োগ সমাজের মানুষকে নিরাপত্তাহীন করে তুলেছে। বিবৃতিতে বলা হয়: একসময় ৫৪ ধারায় মানুষ হয়রানির শিকার হয়েছে। তার পরিবর্তনের দাবি উঠলে সরকার ৫৭ ধারা এবং ৫৭ ধারার সংশোধন করে ডিজিটেল আইন করা হয়। ডিজিটেল আইন করার সময় তার নানান ধারা নিয়ে সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবি, সমাজসচেতন ব্যক্তিরা সংশোধন কিংবা বাতিলের দাবি তুলেছিলেন। সরকার সেসবে কর্ণপাত বা পরিবর্তন করেনি। কথা ছিল জাতির পিতা, জাতীয় পতাকা, নারীকে নিয়ে অশালীন কটাক্ষ ও মন্তব্য ইত্যাদির বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগ হবে। কিন্তু আমরা দেখছি বাস্তবে এই আইনের মাধ্যমে তার অপব্যবহার করে ভিন্নমত দমন ও স্বাধীন সাংবাদিকতার পথ রুদ্ধ করতে ব্যবহৃত হচ্ছে। মুক্তমনা লেখক, কবি সাহিত্যিক, সাংবাদিকদের ওপর প্রয়োগ হচ্ছে। ইতিমধ্যে বহু লেখক, সাংবাদিককে গ্রেফতার করে জেলে নেওয়া হয়েছে। রিমান্ডে নিয়ে অকথ্য নির্যাতন করা হচ্ছে। জামিনযোগ্য হওয়া সত্বে জামিন দেওয়া হচ্ছে না। সম্প্রতি তথ্য প্রযুক্তি আইনে কবি, লেখক সাংবাদিক মোশতাক আহমদ গ্রেফতার হয়ে জেলে ছিলেন। পত্রপত্রিকার খবর অনুযায়ী ছয়বার জামিন চেয়েও জামিন দেওয়া হয়নি। সম্প্রতি জেলের অভ্যন্তরে বন্দী অবস্থায় তার মৃত্যু হয়েছে।



অভিযোগ উঠেছে অত্যধিক নির্যাতনের কারণে তার মৃত্যু হয়েছে।বিবৃতিতে বলা হয়: জেল হলো নিরাপত্তার স্থান। সেখানে কিভাবে একজন লেখকের মৃত্যু হয় তা নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠেছে। তদন্ত ও বিচারের দাবিতে সাধারণ মানুষ প্রতিবাদে মাঠে নেমেছে। সরকার প্রতিবাদকারীদের ওপর পুলিশি নির্যাতন চালাচ্ছে। আমরা সরকারের এই দমন-পীড়নের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমরা নিম্ন স্বাক্ষরকারীরা মনে করি অবিলম্বে একটি বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন করে সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে অপরাধীদের চিহ্নিত করে বিচারের আওতায় আনা প্রয়োজন। একই সাথে তথ্য প্রযুক্তি আইন সংশোধন অথবা জননির্যাতনমূলক ধারাসমূহ বাতিলের দাবি জানাচ্ছি। বিবৃতিতে স্বাক্ষরকারীরা হলেন: মনজুর আহমেদ (প্রবীণ সাংবাদিক ও প্রধান সম্পাদক সাপ্তাহিক আজকাল), বেলাল বেগ (লেখক, প্রাবন্ধিক ও প্রাক্তন টিভি প্রযোজক), মাহবুবুর রহমান (প্রবীণ সাংবাদিক), মাহফুজুর রহমান (সম্পাদক বর্ণমালা নিউজ ডটকম), লাবলু আনসার (নির্বাহী সম্পাদক. সাপ্তাহিক বাংলাদেশ প্রতিদিন), ইব্রাহিম চৌধুরী (আবাসিক সম্পাদক, সাপ্তাহিক প্রথম আলো), শাহাব উদ্দীন সাগর (সম্পাদক, সাপ্তাহিক নবযুগ), খুরশেদুল ইসলাম (সভাপতি, প্রোগ্রেসিভ ফোরাম), আলীম উদ্দীন (সেক্রেটারী প্রোগ্রেসিভ ফোরাম), সাহাবউদ্দীন (প্রাক্তন ছাত্রনেতা ও বাসদ নেতা), সুব্রত বিশ্বাস (সহ সভাপতি, উদীচী যুক্তরাষ্ট্র), কাশেম আলী (উদীচী যুক্তরাষ্ট্র), শরাফ সরকার (সহসভাপতি উদীচী যুক্তরাষ্ট্র), মোহাম্দ হারুন (সাংগঠনিক সম্পাদক উদীচী যুক্তরাষ্ট্র), আশীষ রায় (প্রচার সম্পাদক, উদীচী যুক্তরাষ্ট্র), শামসাদ হোসাম (সভাপতি, মহিলা পরিষদ যুক্তরাষ্ট্র), সুলেখা রায় (সাধারণ সম্পাদক মহিলা পরিষদ যুক্তরাষ্ট্র), মনিজা রহমান (লেখক ও সাংবাদিক), রওশন হক (লেখক ও সাংবাদিক), মোশারফ খান (কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট), এমাদ চৌধুরী (সভাপতি, মুক্তিযোদ্ধা মুক্তাদির স্মৃতি পরিষদ), আব্দুর রহিম (সাধারণ সম্পাদক, মুক্তিযোদ্ধা মুক্তাদির স্মৃতি পরিষদ), সৈয়দ রেজাউল করিম প্রমুখ।



জাতিসংঘের সব দাপ্তরিক ভাষায় ৭ মার্চের ভাষণ নিয়ে গ্রন্থ প্রকাশ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ নিয়ে ফ্রান্সে বাংলাদেশ দূতাবাস ও ইউনেস্কোতে বাংলাদেশের স্থায়ী মিশন যে গ্রন্থ প্রকাশ করেছে, জাতিসংঘের ছয়টি দাপ্তরিক ভাষায় তার মোড়ক উন্মোচন হয়েছে। কোভিড-১৯ মহামারির কারণে ইউনেস্কো সদর দপ্তরে শুধু আমন্ত্রিত অতিথিদের উপস্থিতিতে গ্রন্থটির মোড়ক উন্মোচন করা হয় এবং দূতাবাসের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচার করা হয়।

গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেন ইউনেস্কোতে নিযুক্ত অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, আইভরি কোস্ট, সেনেগাল, স্পেন, কিউবা, সৌদি আরব, মৌরিতানিয়া, কুয়েত, রাশিয়া, চীন ও বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ও স্থায়ী প্রতিনিধিরা। ফ্রান্সে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ও ইউনেস্কোতে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি কাজী ইমতিয়াজ অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে বলেন, ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ ছিল মূলত বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা। এ ভাষণ দীর্ঘ নয় মাসের মুক্তি সংগ্রামে মূল অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে। তিনি যৌথভাবে এ গ্রন্থ উন্মোচনে অংশগ্রহণকারী সব দেশের রাষ্ট্রদূত ও স্থায়ী প্রতিনিধিদের ধন্যবাদ জানান।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত সব রাষ্ট্রদূত ও স্থায়ী প্রতিনিধিরা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সফল নেতৃত্ব দেওয়া এবং বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধুর অবদান স্মরণ করেন। তারা আশা প্রকাশ করেন, এ বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য বিশ্বময় ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য এ প্রকাশনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।



সাফওয়ান ট্রাভেল
এন্ড মাল্টি সার্ভিসেস কর্পোরেশন
Safwan Travel & Multi Services Corp.



Mohammed Abdul Khaleque
MLT A.D. (CUNY Bronx Community College)

IATA Accredited Approved Travel Agent

AUTHORIZED e-file PROVIDER

২০ বছরের বেশি ইনকাম ট্যাক্স ফাইলের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

Design, Printing, Flyer, Business Card, Banner, Poster & more!

We Provide
- Individual Tax
- Corporation Tax
- Partnership Tax
- Non-profit Tax
- Gift Tax
- Sale & Payroll Tax
- IRS & State Tax audit Representation
- Immigration
- Accounting
- Bookkeeping
- Business License
- Business Incorporation

লিগ্যাল মাধ্যমে সর্বোচ্চ ট্যাক্স রিটার্নের নিশ্চয়তা এবং বিনামূল্যে পরামর্শ দেওয়া হয়
দেশে যাওয়ার পথে ওমরাহ্ পালনের সুযোগ
এয়ার লাইন্স টিকেট সেল সর্বনিম্ন মূল্যে! ৬৪৯+

নাক্টোর শাড়ী ঘর
Special Eid-Sale
ঈদ উপলক্ষে ৫০% পর্যন্ত ছাড়



শাড়ী, সালোয়ার,কামিজ, বোরকা, পানজাবী, বেড সিট, হেজাব, লুঙ্গী এবং অন্যান কাপড়ের বিশাল সমাহার

এয়ার লাইন্স টিকেট ও নির্ভূল ট্যাক্স ফাইলিং এর জন্য একটি নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান।
Phone: 347- 621- 4940,718-300-7429
1217 White Plains Road , Bronx , NY 10472

এইচ টি ইমামের ইন্তেকাল

(৪৬ পাতার পর)

ভেরিফায়েড ফেসবুক আইডিতে এক স্ট্যাটাসে বিপ্লব বড়ুয়া বলেন, 'অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে জানাচ্ছি প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা এইচ টি ইমাম রাত ১টা ১৫ মিনিটে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেছেন। জানাজা ও দাফনের বিষয়টি পরে জানানো হবে।

এইচ টি ইমামের মৃত্যুতে রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পৃথক পৃথক বার্তায় গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন। শোকবার্তায় তাঁরা এইচ টি ইমামের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করে তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রবাসী সরকারের মন্ত্রিপরিষদ সচিবের দায়িত্ব পালন করা এইচ টি ইমাম ২০১৪ সাল থেকে প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন।

এছাড়াও আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সড়ক পরিবহনমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা এইচ টি ইমামের মৃত্যুতে গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করেছেন।

সংক্ষিপ্ত জীবনী: এইচ টি ইমামের জন্ম ১৯৩৯ সালে। পুরো নাম হোসেন তৌফিক হলেও পরে তিনি এইচ টি ইমাম নামেই পরিচিত হয়ে ওঠেন। বাবার চাকরি সূত্রে তার শৈশব-কৈশোর কেটেছে বিভিন্ন জেলায়। ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করেন এইচ টি ইমাম। আর ইন্টারমিডিয়েট পাস করেন পাবনা এডওয়ার্ড কলেজ থেকে। এরপর রাজশাহী কলেজ থেকে বিএ ডিগ্রি লাভের পর ভর্তি হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। এখান থেকে অর্থনীতিতে এমএ ডিগ্রি নেন। তখন তিনি বাম ছাত্র সংগঠনে যুক্ত ছিলেন। পড়াশোনা শেষে রাজশাহী সরকারি কলেজে অর্থনীতির প্রভাষক হিসেবে যোগ দেন। পরবর্তীতে পাকিস্তানে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় অংশ নিয়ে সরকারি চাকরিতে যোগ দেন এবং পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা করেন লন্ডনের স্কুল অব ইকোনমিকস থেকে।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন এইচ টি ইমাম। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম মন্ত্রিপরিষদ সচিবও হন তিনি। স্বাধীনতার পর ১৯৭৫ সালের ২৬ অগাস্ট পর্যন্ত তিনি মন্ত্রিপরিষদের সচিবের দায়িত্বে ছিলেন। এরপর ১৯৭৮ থেকে ১৯৮৪ পর্যন্ত সাভারের লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। পরে তিনি যোগাযোগ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সচিবও হন। অবসর নেওয়ার পর এইচ টি ইমাম আওয়ামী লীগে সক্রিয় হন। দলের নির্বাচন পরিচালনার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন তিনি। আওয়ামী লীগের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির কো-চেয়ারম্যান ছিলেন, যে কমিটির চেয়ারম্যান শেখ হাসিনা। ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় যাওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁকে উপদেষ্টার দায়িত্ব দেন। প্রথমে তিনি জনপ্রশাসন বিষয়ক উপদেষ্টা ছিলেন। ২০১৪ সালে তাকে প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা নিয়োগ করা হয়।

মুক্তিযোদ্ধা পরিচালনা বিষয়ে এইচ টি ইমামের রচিত কয়েকটি গ্রন্থকে বেশ গুরুত্ব দেন গ্রন্থ সমালোচকরা। তিনি নিজে নির্বাচনে না দাঁড়ালেও তার ছেলে তানভীর ইমাম সিরাজগঞ্জের একটি আসনে আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য।

যে প্রক্রিয়ায় বাড়ি বিক্রেতা প্রতারিত

(৪৪ পাতার পর)

মুল্যবান। সত্যিকার ভাল রিয়েল এস্টেট এজেন্ট এই বিষয়গুলো জানেন এবং তারা আপনার জন্য যথাসাধ্য করতে পিছুপা হন না। নিম্নে উল্লেখিত কাজগুলো খেয়াল করুন এবং যে আপনাকে প্রতারিত করতে পারে এমন যে কোন রিয়েল এস্টেট এজেন্টকে বর্জন করুন:

কখনো ডুয়েল এজেন্সী গ্রহণ করবেন না।

এমন রিয়েল এস্টেট এজেন্টকে মনোনীত করবেন না যে শুধু ওপেন হাউজকে প্রাধান্য দেয়।

এমন কোন রিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দেবেন না, যে শুধু বাড়ি বিক্রয় করাকে শুধু তার মূল্যের ওপর গুরুত্ব দেয়।

গব সময় আপনার রিয়েল এস্টেট এজেন্টকে বাড়ির ইন্সপেকশনের সময় উপস্থিত থাকতে তাগাদা দিন।

আপনার আশেপাশের এমন একজন রিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দিন যার বিশেষ সুনাম রয়েছে এবং ভাল ট্রাক রেকর্ড আছে।

উপরে উল্লেখিত টিপসগুলো ব্যবহার করে আপনি আপনার বাড়ি বিক্রয়ে সেরা সফলতা লাভ করতে পারেন।

বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় বা মর্টগেজ সংক্রান্ত যে কোনো সমস্যায় আমরাও আপনাকে পরামর্শ দিতে পারি। লোন অপশন আপনার জন্য প্রযোজ্য হবে- এ ব্যাপারে আমাদের পর্যবেক্ষণ ও পরামর্শ আপনার জন্য উপকারী হতে পারে।

আপনি, আপনার পরিবার অথবা বন্ধু-বান্ধব যদি বাড়ি ক্রয় করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন, আপনার যোগ্য মর্টগেজ খুঁজে নিতে চান তাহলে ফ্রি কনসালটেন্টের জন্য এম কামাল সিপিএর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। অথবা wwwkamalmortgagetips.com লগ অন করে বিস্তারিত জেনে নিন। এ ছাড়াও এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬) এই নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন।

BOMBAY
TRAVELS & GRAPHICS INC.

Grand Opening Special Grand Opening Special Grand Opening Special

সব থেকে সস্তায় টিকেট গ্যারান্টি
টার্কিস এয়ারলাইন্সে সেল সাথে ৩টি লাগেজ ফ্রি
Domestic & International





Bahalul Syed (uzzal)
President

স্পেশাল সেল: সাউদিয়া এয়ারলাইন্স

Emirates | ETIHAD AIRWAYS | SAUDIA | QATAR AIRWAYS | KUWAIT AIRWAYS | TURKISH AIRLINES | SINGAPORE AIRLINES | AA American Airlines

DESIGN & PRINTING
- BANNER
- FLYER
- MAGAZINE
- POSTER
- CALENDAR
- BUSINESS CARD

PASSPORT PHOTO

168-25A Hillside Avenue, Jamaica NY 11432
Phone: 718-725-1332, Cell: 347-586-7124, Email: bombaytg@gmail.com

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
□ Low Closing Cost □ Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York
M. Kamal, MLO CPA



নিউইয়র্কের বাংলাদেশ কনস্যুলেট চালু

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: প্রায় এক বছর পর আবারও চালু হয়েছে নিউইয়র্কের বাংলাদেশ কনস্যুলেট। কনস্যুলেটে ফিওে আসসে স্বাভাবিক অবস্থা। গত ৩ মার্চ থেকে এ কনস্যুলেটে স্বাভাবিক সেবা পাচ্ছেন প্রবাসী ---(বাকি অংশ ২২ পাতায়)

সিটি কাউন্সিল নির্বাচন-২০২১

এন. মজুমদারের সমর্থনে ব্রঙ্কসে সভা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: আগামী ২২ জুন অনুষ্ঠিতব্য নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিল ডিস্ট্রিক্ট-১৮ (ব্রঙ্কস) এর নির্বাচনে জিততে এন. মজুমদারের প্রয়োজন হবে মাত্র ২,৩৫০টি ভোট। এ বছর ১৫ হাজার বাংলাদেশী-আমেরিকান ভোটার হিসেবে (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

সাঈদ তারেক-এর কলাম

তা হবে আর একটা বাজে দৃষ্টান্ত



যে সমাজে শাষকের ইচ্ছাই আইন, বা কোথাও কোন জবাবদিহিতার বালাই থাকে না, সেখানে সরকার যেমনটা চাইবে তেমনটাই হবে- এটাই হিসাবের কথা। এখানে কার কি ---(বাকি অংশ ২৬ পাতায়

যে প্রক্রিয়ায় বাড়ি বিক্রেতা প্রতারিত করতে পারেন



এম কামাল: এমনও হতে পারে বাড়ি বিক্রেতার দৃষ্টিতে সবচেয়ে বাজে রিয়েল এস্টেট এজেন্ট বিক্রয় এজেন্ট হিসাবে (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়

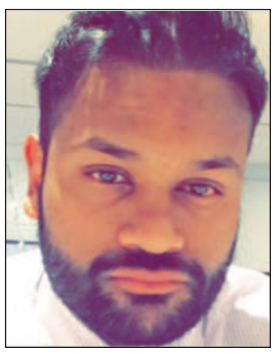
বাংলাদেশী কমিউনিটিতে সচেতনতা প্রয়োজন

করোনায় ডমেষ্টিক ভায়োলেন্স বেড়েছে

বিশেষ প্রতিনিধি: মহামারী করোনায় নিউইয়র্কে ডমেষ্টিক ভায়োলেন্স বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা বাড়ছে কমিউনিটিতে। সেই সাথে বাড়ছে এ সংক্রান্ত মামলা-মোকদ্দমা। পাশাপাশি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে পরিবার। গত বছরের তুলনায় ক্ষেত্র বিশেষে এবছর ১৫ থেকে ৩০ ভাগ ডমেষ্টিক ভায়োলেন্স বৃদ্ধি পেয়েছে বলে সংশ্লিস্ট সূত্রে জানা গেছে। ২০১৯ সালের তুলনায় ২০২০ সালে পুলিশের কাছে এ সংক্রান্ত অভিযোগ বেড়েছে শতকরা ১২ ভাগ। এদিকে ডমেস্টিক ভয়োলেন্স নিয়ন্ত্রণের জন্য নিউইয়র্ক ষ্টেট গভর্নরের অফিসের ট্রাস্ক ফোর্স কাজ করছে বলে জানা গেছে। জানা গেছে, করোনায় ঘরবন্দী জীবন, বেকারত্ব, চাকুরীর অভাব, আর্থিক অস্বচ্ছলতা, জীবনযাত্রায় ব্যয় বৃদ্ধি, টেনশন, শারীরিক অসুস্থতা প্রভৃতি (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)

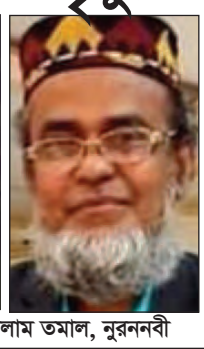
ভুয়া চিকিৎসার নামে ১৫০ মিলিয়ন ডলার আত্মসাৎ

বাংলাদেশীর ১৫ বছরের জেল



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: এবার ভুয়া চিকিৎসার নামে ১৫০ মিলিয়ন ডলার আত্মসাতের অভিযোগে যুক্তরাষ্ট্রে এক বাংলাদেশীর ১৫ বছরের জেল হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে মিশিগান অঙ্গরাজ্যে। স্থানীয় মিডিয়ায় খবরটি গুরুত্বের সাথে প্রকাশিত হয়েছে। জানা গেছে, ব্যাথানাশক ওষুধ এবং ভুয়া চিকিৎসার নামে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানীর ১৫০ মিলিয়ন ডলার হাতিয়ে নেয়ার ঐ মামলায় বাংলাদেশী আমেরিকান মাশিয়াত রশিদকে (৪০) ১৫ বছরের কারাদন্ড প্রদান (বাকি অংশ ২২ পাতায়)

নিউইয়র্কে করোনায় দুই বাংলাদেশীর মৃত্যু

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: একদিকে মহামারী করোনাভাইরাস সংক্রমণ হ্রাস, আরেকদিকে ভ্যাকসিন প্রদান, অপরদিকে মৃত্যুও ঘটছে। গত সপ্তাহে নিউইয়র্কে আরো বাংলাদেশী করোনায় আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেছেন। **বার্তা সংস্থা ইউএনএ জানায়:** (বাকি অংশ ২৩ পাতায়)

হাসান রাশেদুল ইসলাম তমাল, নুরননবী

জ্যাকসন হাইটসে ভয়াবহ অগ্নিকান্ড

কয়েক মিলিয়ন ডলার ক্ষতি!

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): নিউইয়র্কে স্মরণকালের ভয়াবহ আগ্নিকান্ডে বাংলাদেশী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটসে কয়েকটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ভস্মিভূত হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৪ মার্চ) রাত পৌন ১১টার দিকে স্থানীয় ডাইভারসিটি প্লাজার কাছে ৭৪ স্ট্রীটে এই অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে। বাংলাদেশী মালিকানাধীন 'প্রিন্স কাবাব এন্ড রেষ্টুরেন্ট' থেকে অগুনের সূত্রপাত হয়ে তা আশেপাশের দোকানপাটে ছড়িয়ে পড়ে। ---(বাকি অংশ ২৬ পাতায়)



জ্যাকসন হাইটসে ভয়াবহ অগ্নিকান্ডের দৃশ্য

জ্যামাইকা হাসপাতাল থেকে ট্রাম্পের নাম মুছে ফেলা হলো

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: কমিউনিটির চাপে শেষ পর্যন্ত নিউইয়র্কের জ্যামাইকা হাসপাতাল থেকে সদ্য সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নাম মুছে ফেলা হয়েছে। জ্যামাইকা হাসপাতাল মেডিকেল সেন্টারের বোর্ড অব ট্রাস্টি সর্বসম্মতিক্রমে (বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)



সঙ্গীত শিল্পী শফি চৌধুরী হারুণের ইন্তেকাল

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): নিউইয়র্কে বাংলাদেশী কমিউনিটির পরিচিত মুখ, বিশিষ্ট রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী, উদীচী যুক্তরাষ্ট্র সংসদের সহ-সভাপতি ও (বাকি অংশ ২৬ পাতায়)

বিএআরএ থেকে ২১ সদস্যের পদত্যাগ

বিশেষ প্রতিনিধি: সদ্য সমাপ্ত যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ঘিরে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সমর্থনে গঠিত নব সংগঠন (বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)



ব্যক্তি ও সমাজ গঠনে নারীর ভূমিকা

আলেমা মারিয়া মিম

ব্যক্তি ও সভ্যসমাজ বিনির্মাণে নারীর ভূমিকা অনস্বীকার্য। পরিবার থেকে শুরু করে সমাজের বিভিন্ন স্তরের কার্যক্রমে পুরুষের পাশাপাশি নারীদের (বাকি অংশ ২৩ পাতায়)

হেলথ টিপস

স্ট্রোক কী? হলে কী করবেন?

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: স্ট্রোক কী? স্ট্রোক হল মস্তিষ্কের রক্তনালির একটি রোগ। সেই রক্তনালি ছিঁড়ে যাওয়া অথবা ব্লক হয়ে যাওয়া স্ট্রোকের (বাকি অংশ ২৩ পাতায়)

ব্রঙ্কসে আমেরিকান বাংলাদেশী ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের উদ্যোগে খাদ্য ও মাস্ক বিতরণ

নিউইয়র্ক: আমেরিকান বাংলাদেশী ওয়েল ফেয়ার অর্গানাইজেসানের উদ্যোগে গত ৪ মার্চ বৃহস্পতিবার ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টারে শুকনো খাবার এবং (বাকি অংশ ২৩ পাতায়)

খেলার খবর

এশিয়া কাপ হবে কি?

স্পোর্টস ডেস্ক: করোনা মহামারির কারণে ২০২০ সালে এশিয়া কাপ স্থগিত করা হয়েছিল। এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের (এসিসি) ঘোষণা (বাকি অংশ ২৩ পাতায়)

J.K. GAIN MULTISERVICES
A company you can trust ....
• Tax Services
• Life Insurance
• Health Insurance
• Auto Insurance
• Home Insurance
• Business Insurance
• TLC Insurance
• DDC. (6 hrs.)
MassMutual
Authorized e-file Provider
LOW COST GUARANTEE
Notary Public
Jaydeb Gain
ছয় ঘন্টার ডিফেন্সিভ ড্রাইভিং কোর্স
10% Insurance Cost Deduction
Up to 4 points Removal
Tel: 347-536-5107
41-15 75th Street, Suite 2
Elmhurst, NY 11373
Email: gain_jaydeb@yahoo.com
www.JKGainMulti.com

সাফওয়ান ট্রাভেল
এন্ড মাল্টি সার্ভিসেস কর্পোরেশন
IATA Approved Travel Agent
সেল সর্বনিম্ন মূল্যে! নিউইয়র্ক-ঢাকা-নিউইয়র্ক ৬৪৯+ Tax
Tel: 347 - 621- 4940, Cell: 718-300 -7429
1217 White Plains Road,Bronx,NY 10472. E-Mail: Safwantravel@gmail.com

এস্টোরিয়ায় ডিজিটাল ট্রাভেলস
ফোন: 718-721-2012
বিস্তারিত ৭ পৃ ষ্ঠায় দেখু ন

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩০ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
(বিস্তারিত ৫১ পাতায়)

ট্রাভেল ব্যবসায় দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার আলোকে ওজনপার্কের প্রাণকেন্দ্রের অবস্থিত গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস আপনাকে দিচ্ছে নিরাপদ এবং ঝামেলামুক্ত আকাশ ভ্রমণের সুযোগ।
গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
Your Trusted Travel Guide...
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE, OZONE PARK, NY 1141
FAX: 718-296-8259, EMAIL: GLBL001@YAHOO.COM

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com